প্রথম পর্ব্বের নির্ঘন্ট পত্র।

আশা — প্রতীক্ষা

প্রথম পর্ব্ব।

প্রথম স্তবক।

১২৮৯।

পাঠক মহাশয়! বহুদিনের পর এই তুচ্ছ-তত্ত্ব-নির্দ্দেশিত ক্ষুদ্র পত্রিকার দ্বারা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। প্রায় একযুগ পূর্ব্বে "এই এক নূতন! আমার গুপ্ত কথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!" নামে একখানি নবসাজ সজ্জিত নবন্যাস হস্তে লইয়া আপনার সহিত প্রথম আলাপ করা হইয়াছিল। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিচায়ক আমাদিগকে আপনার নিকট সুপরিচয়ে পরিচিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিনা, তাহাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আমরা কোন প্রকারে আপনার চিত্তরঞ্জন করিতে পারিয়াছি কিনা, আপনিই তাহা মনে মনে জানিতে পারেন। আমাদের তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই। বোধ হয়, জিজ্ঞাসার অধিকার থাকিতে পারে, মীমাংসার অধিকার নাই। তাহার পর দ্বিতীয় প্রয়াসে

আর একটী অভিনব দর্শন আপনার নিরপেক্ষ হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছিল; কোলাহলময়, সংসার-জঞ্জাল মধ্যে বিঘূর্ণিত থাকাতে তাহার যথাযোগ্য অবয়বের যথাযোগ্য অঙ্গরাগ সম্পাদন করিতে সময় পাই নাই। সুতরাং তাহার বেশভূষা যে, আপনার মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়া থাকিবে, এরূপত কোন মতেই অনুমান হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে সেই সংসার চক্র হইতে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া এই এক অভিনব সঙ্কল্পে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। যাহাতে ইহার সর্ব্বাবয়ব সুচিত্রিত হইয়া চিত্তমনো-প্রমোদিনী কমলিনীর ন্যায় আপনার চিত্ত-মধুকরকে অমৃতোপম মধুরস প্রদানে পরিতৃপ্ত করিতে পারে, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য যত্নবান হইতে ত্রুটি করি নাই। কাননে যেমন অযত্ন-সম্ভূত সুন্দরী বল্লরীরাজীর উদ্ভব হয়, ইহার মধ্যে মধ্যে সেইরূপ সুমধুর চিত্রও প্রকৃতির প্রসাদে সুচিত্রিত হইয়াছে। এই চিত্রদর্শনে আপনার চিত্ত বিমুগ্ধ হইবেই হইবে, দর্প করিয়া এ কথা বলিলে অনুচিত শ্লাঘা প্রকাশ পায়। অতএব বিশ্বভারতী সরস্বতী দেবীরে নমস্কার করিয়া আপনাকেই নিরপেক্ষ বিচারক পদে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইল।

কলিকাতা—
শোভাবাজার রাজবাটী—

আপনাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত—
চিরানুগৃহীত — বিনয়াবনত
শ্রী শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব
বাহাদুর —

প্রথম খণ্ড ।

বিবাহ-সভা ।

আমোদ-নগরের একখানি বাটীতে একটী অসমৃদ্ধ বিবাহ সভা।
এ সভার বাহ্য পারিপাট্য কিছুই নাই। পাঠক মহাশয়! সৌভাগ্যশালী
প্রবীন লোকদিগের বিবাহে যেরূপ শোভাময় আলোনিবা, এবং সু-
সজ্জিত সভাদর্শনে আমোদ লাভ করিয়া থাকেন, আমোদ-নগরের সভায়
সেরূপ আমোদ লাভের উপযুক্ত সামগ্রী কিছুই পাইবেন না. এখানে
আমোদ-স্পৃহা পরিতৃপ্তির একটী উপকরণ যদি কিছু থাকে সংযুক্ত হয়
ভাবী দম্পতীর অন্তরেই তাহা লুক্কায়িত আছে, সে আমোদ বাহ্যিক
অন্বেষণ করিয়া পাইবেন না। সভা হইতে যে কয়েকটী নিমন্ত্রিত লোক
বরপক্ষ, বরকর্তা প্রভৃতি উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াই
আপাততঃ আপনাকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। যদিও সভাস্থলে
লোকের আকৃতি প্রকৃতি দর্শন করিতে করিতে মনে মনে বিবাহের
শান্তির সম্ভাবনা, — বিবাহের সহিত বিধ্যুচ্যুতি হইবার ও সম্ভা-
-বনা; কিন্তু কি করিব নিরুপায়। আপনি যদি এই সম্প্রদায়ের,

যদি ও আখ্যানের অগ্রসর হইতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে নিরাশা পরিত্যাগ করিয়া, ধৈর্য্যধারণ করিতে হইবে। ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক এই দীক্ষা অংশটী পাঠ করিতে হইবে। কারণ, ইহার উপরেই আপনার এই আখ্যায়িকার সমস্ত ফলাফল নির্ভর করিতেছে। এই অংশটী এই আখ্যায়িকা ক্ষেত্রের বীজ স্বরূপ। সময়ে ইহা হইতে অঙ্কুর ও শাখা পল্লবাদি সমুৎপন্ন হইয়া বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে। সেই বৃক্ষ ফলবান হইলে, আপনি তাহার ফলের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। ভূমি কর্ষণ ও বীজবপন সময়ে অবশ্যই শ্রম ও কষ্ট স্বীকার হইয়া থাকে, আপনি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা সহ্য করুন। সময়ে সন্তুষ্ট হইবেন।

বিবাহসভায় যদিও শতাধিক লোক উপস্থিত, কিন্তু তন্মধ্যে কেবল কয়েকজনের বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। অতএব তাহাই বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠক মহাশয় তাহাদিগকে স্মরণ রাখিতে বিস্মৃত হইবেন না।

বরকর্ত্তা শ্রীমান দাতাজী। দেখিতে অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি। স্বভাব অতি কোমল, পরোপকারে সদাই তৎপর, এমনকি নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরের উপকার করিতে বিন্দুমাত্র পরাঙ্মুখ হন না। বয়স অনুমান ৩০।৩২ বৎসর। উত্তরের পদ্মা তীরে বরোদা নামে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর আছে, সেই নগরেই ইহার নিবাস। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ মহাজন। সওদাগরী ব্যবসায়ের নিমিত্ত ইহার নিজের অনেক গুলি বাণিজ্যপোত আছে।

এই বিবাহের বর পাত্র, আমাদিগের এই আখ্যায়িকার প্রধান নায়ক রঞ্জন লাল, দাতাজীর অধীনে কর্ম্ম করেন, ইঁহার প্রতি দাতাজীর বিশেষ অনুগ্রহ ও বিশেষ স্নেহ। সেই কারণে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই নিমন্ত্রণে এই সমস্ত লোকের সমাগম হইয়াছে। সেই নিমিত্তই আমরা তাঁহাকে বরকর্ত্তা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলাম।

সভাস্থলের একপার্শ্বে অপর এক ব্যক্তি গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট। তাহার নাম লালজী; এ ব্যক্তিও দাতাজীর অধীনে কর্ম্ম করে। "মাতঙ্গী" নামক জাহাজের মুহুরী। পাঠক মহাশয়! ইহাকে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন, এই ব্যক্তি এই আখ্যায়িকার অনেকবার অভিনয় করিবে. অতএব আসুন, আপনার সহিত ইহার বিশেষরূপ

পরিচয় করিয়া দিই।

পাথোদ্রীর বয়স অনুমান ৩৪।৩৫ বৎসর। দেখিতে নিতান্ত বিশ্রী — বর্ণ শ্যাম, মুখময় বসন্তের দাগ। — গঠন দীর্ঘ, তালবৃক্ষের ন্যায় নহে সে পরিমাণে অনেক খর্ব্ব, কিন্তু স্বাভাবিক মনুষ্য অপেক্ষা অধিক — দীর্ঘ। শরীর স্থূল, উদর স্ফীত, হস্তপদ সুগোল, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের মাংস অতিশয় লোল। শরীরে সামর্থ্যমাত্র নাই। — সমস্ত গাত্র লোমে পরি-পূর্ণ — ভল্লুকের ন্যায় নহে, কিন্তু বন্যমানুষের ন্যায় লোমে পরিপূর্ণ। মুখ ভারি ভারি, পূরন্ত, — শুম্ভ নিশুম্ভের মাতুল সেনাপতি ধূম্রলোচনের ন্যায় নহে; কিন্তু বালকদিগের ক্রীড়া সামগ্রী "আহ্লাদী" নামক মৃন্ময় পুত্তলিকার মুখের ন্যায় পূরন্ত। মুখময় দাড়ী, — "মান্ মনুয়া" দাড়ী চক্ষের কোণ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত। শ্বেতবর্ণ করা হইলেও, হরিৎবর্ণে সেই স্থানটী যেন কেহ রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে, হঠাৎ দেখিলেই এরূপ অনু-মান হয়। ওষ্ঠ গোঁফে সুশোভিত, — "কালাখোঁচা" নামক পক্ষ গোঁফে সুশোভিত; অগ্রভাগ তাম্রবর্ণ। ললাট সুপ্রশস্ত, মস্তকের কেশ পাতলা পাতলা, দেখিলে টাক বলিয়া ভ্রম হয়। চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট, দৃষ্টি তীব্র। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, অন্তরের ভাব গোপন করিবার ক্ষমতায় অদ্বিতীয়। স্বভাব অতি ক্রূর — পরশ্রী কাতর, শরীরে দয়ার লেশ মাত্রও নাই। ক্ষমা কাহাকে বলে, তাহা স্বপ্নেও অবগত নহে। জ্ঞানকৃত অপরাধের কথা দূরে থাকুক, যদি কোন হতভাগ্য ইহার নিকট অজ্ঞানতঃও কোন রূপ অপরাধ করে, তবে আর তাহার কিছুতেই নিস্তার নাই। ক্ষমতা-ধীন হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিশোধ লয়, আর তাহা না হইলে বহু অন্বেষণে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। যে রূপে যতদিনে হউক তাহার পরিশোধ না লইয়া ক্ষান্ত হয় না। সময়ে সকলেরই ক্রোধের উপশম হয়, কিন্তু এ ব্যক্তির ক্রোধ কিছুতেই উপশম হইবার নহে। উপ-কারী লোকের অপকার করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করে না। এই ভয়ানক লোকের চরিত্র বিষয়ে অনেকেই অনভিজ্ঞ। বাক্যের মধুরতা থাকাতে সকলেই ইহাকে মধুরভাষী ও অমায়িক বলিয়া প্রশংসা করে। বাহ্যে দেব দ্বিজের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, ত্রিকালীন সন্ধ্যা উপাসনায় রত, মুখে সর্ব্বদাই হরি হরি ধ্বনি, সুতরাং দশের নিকটে ধার্ম্মিক বলিয়াও প্রতিপন্ন।

পাত্রীর পার্শ্বে আর একজন লোক বসিয়া আছে, তাহার নাম বলদেব। গঠন খর্ব্ব, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চেহারা, নিতান্ত বিশ্রী নয়। বয়স অনুমান ২২।২৩ বৎসর। বদন বিষণ্ণ, এক একবার পাত্রোদ্দীর কাণে কাণে চুপি চুপি কি কথা কহিয়া উদাস নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। পাত্রোদ্দীও ভ্রূভঙ্গী করিয়া সেই দৃষ্টিপাতের উত্তর দান করিতেছে। বলদেব এ সময়েই বিষণ্ণ। পাঠক মহাশয়! জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শুভকর্ম্মে সকলেই প্রফুল্ল, এ ব্যক্তি বিষণ্ণ কেন? কারণ এই যে, এই বিবাহের পাত্রীর প্রতি বলদেবের অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহাকে লাভ করিতে না পারিয়া হতাশে অধৈর্য্য হইয়া বসিয়া আছে। পাত্রী নিজেই তাহাকে হতাশ করিয়াছেন। বলদেব হৃদয়ের আবরণ মোচন করিয়া তাঁহার নিকট প্রণয়াকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু সুন্দরী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, রত্নদেবের প্রতিই অনুরাগ প্রকাশ করেন। তাহাতেই বলদেব হতাশ। হতাশ প্রেমিক সাহারাই বিষণ্ণ।

নিমন্ত্রিত লোকদিগকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্তে দ্বারে একজন লোক ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। এ ব্যক্তি পেশোয়ারী, নাম নাহোড় সিং। অধিক সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া ইহার ব্যবসায়। বরপাত্রের প্রতিবাসী বলিয়াই নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

রত্নদেবের বৃদ্ধ পিতা শুকলালের অসীম আনন্দ। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় অশীতি বর্ষ। মস্তকের কেশ শুভ্রবর্ণ, মুখে দন্ত মাত্র নাই। গাত্রমাংস লোলিত শিথিল, কলেবর জীর্ণ শীর্ণ। এই বৃদ্ধ বয়সে, একমাত্র পুত্রের শুভবিবাহ দর্শন করা পরম সুখের বিষয়। পুত্রের বয়ঃক্রম বিংশতি সীমা অতিক্রম করে নাই, অথচ এই অল্প বয়সে বাণিজ্যপোতের অধ্যক্ষ হইয়া প্রভুর নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভাবী বধূ, সে কন্যাটীও পরমসুন্দরী, পরমগুণবতী। অবস্থামত অলঙ্কারের ও অধিকারিনী। মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিয়াই বৃদ্ধের অতুল আনন্দ। কেবল একমাত্র দুঃখ, রত্নদেবের

তুলনা নাই। ভাবিতেছেন, আজি যদি রঞ্জনের মাতা জীবিত থাকিত, তাহা হইলে এই আনন্দস্রোত দ্বিগুণতর বেগে ছুটিয়া উঠিত, আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু সকলই ঈশ্বরের হাত, পৃথিবীতে সর্ব্ব সুখের সুখী কেহই নাই। এক একবার এইরূপ ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছেন।

বর পাত্র রঞ্জন লাল, এই আখ্যায়িকার নায়ক, দেখিতে অতি সুশ্রী। বর্ণ গৌর, গঠন মধ্যবিধ, — চেহারা, বক্ষঃস্থল উন্নত, হস্তপদ সুগোল, অঙ্গুলী মোটা মোটা, ঈষৎ দীর্ঘ। চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ, বেশ টানা — দৃষ্টি কোমল, — তাহাতে যেন মনের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে — স্বভাব যেন কোমলতায় পরিপূর্ণ, — অন্তরে যেন কোন প্রকার কপটতার লেশ মাত্র নাই। ভ্রূযুগল টানা, — যেন তুলি দিয়া আঁকা। মস্তকের কেশ কৃষ্ণবর্ণ চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ, — সেই কেশ স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বাইয়া পড়িয়াছে। স্বর অতি সুমধুর, — স্বভাব অতি ধীর, শান্ত, পরদুঃখ কাতর, পরোপকারে তৎপর। বয়স অনুমান বিংশতি বৎসর। এই অল্প বয়সে "মাতঙ্গী" লোকের অধীন হইয়াছেন, মনোনীত রমণীরত্ন লাভে অধিকারী হইয়াছেন, বহুদিবসাবধি যাহার সহিত মিলনের আশা করিতেছিলেন, যে রমণী প্রথমাবধি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী, যাহাকে লাভ করিবার আশায় এতদিন অতিবাহিত, সেই যুবতী আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী শুভক্ষণে করগত, অতএব আনন্দের আর পরিসীমা নাই, আনন্দ রাখিবার স্থানমাত্র নাই।

পাঠক মহাশয়! আসুন, আমরা এই সময় একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করি। হিন্দুর অন্তঃপুরে অপরিচিত ব্যক্তির প্রবেশ করা নিষিদ্ধ, যদি এরূপ সঙ্কোচ করেন, আমরা বলিতেছি, তাহাতে বিন্দুমাত্র ভয় নাই। কারণ — আমরা

শঙ্করীর, কুটুম্ব, তাহাতে আবার নিমন্ত্রিত, অতএব আমাদের সমনে বাধা নাই।

পাত্রীর নাম মধুমতী, তাহারই আজ বিবাহ। মধুমতী সৌন্দর্যে পরমা সুন্দরী। উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী, অতসী পুষ্পের ন্যায় গৌরাঙ্গী। গঠন নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব। ক্ষীণাঙ্গী, মুখখানি অতি সুঠাম, শুক্লপক্ষের তৃতীয়া চন্দ্রের ন্যায় ললাট। চক্ষু তাহার টানা, পক্ষ ঘনকৃষ্ণ, তারকা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যে মধ্যে কালো কালো রেখা। ওষ্ঠ কোমল, তাহাতে সরলতা লজ্জা ও মাধুরী বিরাজমান। ভ্রুযুগল যোড়া, নাসিকার উপর হইতে ক্রমে ক্রমে ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া চক্ষের প্রান্তভাগ পর্যন্ত আসিয়াছে। নাসিকা খগ-চঞ্চুর ন্যায় সুদৃশ্য। কপোল দেশ পদ্মকোরকের ন্যায় মনোহর। ওষ্ঠাধর বিম্বফলের ন্যায় আলোহিত। দন্তপংক্তি মুক্তার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ। বক্ষঃস্থল পীবর, কটিদেশ ক্ষীণ, বাহু সুগঠিত, অঙ্গুলী গুলি চম্পক কলিকার ন্যায় সুকোমল। নখ গুলি শুভ্র শুভ্র, তাহাতে লালাভা আভায় সুরঞ্জিত। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি নিতম্ব দেশ পর্যন্ত বিলম্বিত, বয়স অনুমান ষোড়শ বৎসর।

প্রতিবাসিনী কুলবালাগণ মধুমতীকে সাজাইতে আসিয়াছে কেহ কেহ সব লইয়া গাত্রে লেপন করিতেছে, কেহ অলঙ্কার পরাইতেছে, কেহ কবরী বন্ধন করিয়া দিতেছে, কেহ কেহ সহাস্য বদনে বরের কথা লইয়া সম্পর্ক অনুসারে রহস্য করিতেছে। কেহ কহিতেছে, "মধুমতী তুই পরম ভাগ্যবতী! ভাগ্যফলে মনের মত বর আসিয়াছে, যেমন কনে তেমনি বর! সাবিত্রী পূজা করিয়াছেন, তোর ভাগ্যের আর সীমা পরিসীমা নাই।" কেহ কহিতেছে "মধুমতী আর আমাদের মনে থাকবেনা, মনের মত পতি লাভ করিয়া মনের সুখে কাল-যাপন করিবে। তবে আশা করি সুখবতী হইবে, আমাদিগকে ভুলিয়া যাইবে।"

কেহ কহিতেছে —

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কোন পল্লীতে একটি-মাত্র পুলিসের লোক উপস্থিত হইলে সে পাড়ায় আর কাহারও সচ্ছন্দে থাকিবার "যো" ছিল না। সকলকেই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। চৌকিদার মহাশয় কাহাকেও "এটা কর, কাহাকেও ওটা কর" আদেশ প্রদান করিতেন। "না" বলিলে তখনই সেই নিরীহ ভদ্রলোককে বিচারালয়ে লইয়া যাইবে; কাজী সাহেব সেই একমাত্র চৌকিদারের জবানবন্দীতেই তাহাকে হয় ত ফাটকে দিবেন, নতুবা গুরুতর অর্থদণ্ড করিয়া ছাড়িবেন। সুতরাং সকলকেই শঙ্কিত থাকিতে হইত। মুসলমানে কোন রূপ অত্যাচার করিলে, তাহার আর নালিস ছিল না। অভিযোগ করিলেও কিছুই হইত না। হিন্দু বা অপর কোন জাতি মুসলমানের বিপক্ষে অভিযোগ করিলে প্রায়ই নিষ্ফল হইয়া যাইত। যখন দেশের এইরূপ অবস্থা, তখন একদল অস্ত্রধারী পুলিসের লোক বাটীর ভিতর বল পূর্ব্বক প্রবেশ করিলে লোকের মনে যে কতদূর শঙ্কা হয়, তাহা পাঠক মহাশয়ই বিবেচনা করিয়া দেখুন।

পুলিসের লোকেরা কিছুই গ্রাহ্য করে না; তাহাতে আবার তাহারা জাতিতে মুসলমান,—বাদসাহের জাত! নিমন্ত্রিত লোকেরা যে গৃহে উপবিষ্ট ছিল, তাহারা একেবারে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল। অস্ত্রধারী পুলিসের লোক দেখিয়া সকলেই শঙ্কিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই,—সকলেই আতঙ্কে জড়সড়,—সকলের হৃদয়ই সভয়ে প্রকম্পিত।

দাতাজী অগ্রবর্ত্তী হইয়া জমাদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়েরা এখানে কি প্রয়োজনে আগমন করিয়াছেন? আপনাদের আগমনের অভিপ্রায় কি?"

জমাদার গর্ব্বিতভাবে, গর্ব্বিত স্বরে, সদর্পে উত্তর করিল, "আমরা আইনের চাকর, আইনমতেই কার্য্য করিয়া [illegible];—নবাব সরকারের হুকুম! অপরের গৃহে প্রবেশ করিবার আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

কিঞ্চিৎ বিকৃত স্বরে দাতাজী কহিলেন, "আপনাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, অসীম ক্ষমতা তাহা আমার সবিশেষ জানা আছে। আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না ;—বলি, এই এতগুলি ভদ্রলোকের উৎসব স্থলে কি প্রয়োজনে প্রবেশ করিলেন, তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য,—সেই কথাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"প্রবেশ ?—প্রয়োজন ?—এখনই তাহা জানিতে পারিবেন।" সদম্ভে এই কটি কথা বলিয়া জমাদার সাহেব তৎপরে স্বদলস্থ এক ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "তরিকদ্দিন ! খুব হুঁসিয়ার, খুব সাবধান, কেহই যেন বাহিরে যাইতে না পায়।"

পশ্চাৎ হইতে "যো হুকুম খাবিন্।" উত্তর হইল।

আদেশ ও উত্তর শ্রবণে গৃহস্থিত সমস্ত ব্যক্তিই সভয়ে অভিভূত ; কাহারও মুখে বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না ; সশঙ্কচিত্তে সকলেই কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান।—কেবল বলদেব ও পাথোজী, নির্ভয় হৃদয়ে ভ্রূকুটিভঙ্গী করিয়া পরস্পর পরস্পরের নয়নে বদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যে কারণে, যে প্রয়োজনে, এই সকল অস্ত্রধারী লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই নিগূঢ় কারণ কেবল তাঁহাদেরই জানা ছিল। আনন্দে উভয়েরই হৃদয় প্রফুল্লিত। পাথোজী দেখিল; যে তাহার নিক্ষিপ্ত কূটাস্ত্র বিপক্ষ হৃদয়ে প্রগাঢ়তর প্রবিদ্ধ হইবে, কিছুতেই আর অব্যাহতি পাইবে না, অব্যর্থ চোট !

সাহসে ভর করিয়া দাতাজী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার জিজ্ঞাসা করি ;—বলি, এখানে মহাশয়দের প্রবেশ কি অভিপ্রায়ে ?"

"অভিপ্রায় ?—অবশ্যই প্রয়োজন আছে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া জমাদার সাহেব দুই একপদ অগ্রসর হইল, দাতাজীকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "রঞ্জনলাল কাহার নাম ?"

নির্দ্দোষীর হৃদয়ে ভয় নাই, কিছুতেই তাহার শঙ্কা হয় না। যাহার মন পরিষ্কার, তাহার হৃদয়ে ভয় কখনই আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যে মনে জানে যে, আমি কোন অপরাধে অপরাধী নই তাহার

আবার কিসের ভয় ?—রাজপুরুষ দর্শনে তাহার আর শঙ্কা কি ? আমাদের নায়ক রঞ্জনলালের পক্ষেও তাহাই।—তিনি অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "আমারই নাম রঞ্জনলাল, আমার নিকট আপনার প্রয়োজন কি ?"

"তোমার নামে পরোয়ানা আছে ;—সরকারের হুকুমে তোমাকে বন্দী করিলাম।—তৈরিকদ্দীন ! রাস্তা খোলাসা কর।" এই কথা বলিয়া জমাদার সাহেব রঞ্জনলালের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিল।

রঞ্জনলালের বদনমণ্ডল ঈষৎ রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিল। তিনি স্থির, গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "হস্তত্যাগ করুন, আমি সহমানেই যাইতেছি, অধিক অবমাননা করিবেন না, হস্তত্যাগ করুন।"

অপ্রস্তুতভাবে রঞ্জনলালের হস্তত্যাগ করিয়া জমাদার সাহেব কহিল, "ভাল ভাল, তবে অগ্রসর হও।"

রঞ্জন কহিলেন, "এখনই যাইতেছি ; কিন্তু আমাকে কি নিমিত্ত বন্দী করিলেন ?—আমার অপরাধ কি ?—কি অপরাধে আমি বন্দী ?"

জমাদার উত্তর করিল, "তাহা আমি বলিতে পারি না ; সে কথা দারোগা সাহেব বলিতে পারেন, আমি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ।—এখন চলো।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া রঞ্জনলাল জমাদারের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ সুকলাল,—রঞ্জনের পিতা বৃদ্ধ সুকলাল, পুত্রের এই অবস্থা দর্শন করিয়া যুগলহস্তে জমাদারের যুগলহস্ত ধারণ পূর্ব্বক সজল নয়নে অতি কাতর স্বরে বিস্তর স্তুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। সে কাতরোক্তি শ্রবণ করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যায়, মানবের হৃদয়ের ত কথাই নাই। জমাদারের কঠিন হৃদয়ে করুণা সঞ্চার হইল, সান্ত্বনা বাক্যে কহিল, "চিন্তা করিও না, তোমার পুত্র এখনই খালাস হইয়া আসিবে। আমি অনুমান করি, জাহাজের মালামালের ফর্দ্দ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করিতে বিলম্ব হওয়াতেই এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকিবে; আপনি তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না। দারোগা সাহেবকে বলিয়া

যাহাতে এ বিষয়ের সুবিধা করিতে পারি, সাধ্যমত সে চেষ্টা করিতে কোন ক্রমেই আমি ত্রুটী করিব না।—রঞ্জনলাল চলো।"

রঞ্জনলাল উপর হইতে নীচে নামিলেন। সদর রাস্তায় একখানি শকট উপস্থিত ছিল, জমাদার রঞ্জনকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, শকটখানি হেলিতে দুলিতে অমৃতসর নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

এদিকে নাছোড় সিং, পাথোজীর সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর বদনে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি?—ইহার অর্থ কি?"

পাথোজী উত্তর করিল, "তাহা আমি কিরূপে জানিব?—এ বিষয়ে তুমিও যেমন অনভিজ্ঞ, আমিও তদ্রূপ, আমি ইহার কিছুই বুঝিতেছি না।"

নাছোড় সিং গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, বলদেব তথায় উপস্থিত নাই। দেখিয়া আরও বিস্ময় জন্মিল। সবিস্ময়ে গম্ভীর স্বরে,—গম্ভীর অথচ ভঙ্গস্বরে কহিল, "বটে বটে, তামাসা করা?—বুঝিয়াছি, সে রাত্রে কাজী সাহেবকে পত্র লেখা তামাসার জন্য? দেখিতেছি, সেই তামাসার এই পরিণাম।—আমি এখন সমস্তই বুঝিয়াছি, সমস্তই জানিতে পারিয়াছি।"

পাথোজী কহিল, "তামাসাই ত?—তামাসা করিয়াই ত লিখিয়াছিলাম।—সে পত্র ত আবার তোমার সম্মুখেই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি, স্বচক্ষেই ত তুমি তাহা দর্শন করিয়াছ! এখন আবার ও কিরূপ কথা?"

নাছোড় ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "কোথায় ছিন্ন করিয়াছ? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কখনই তাহা তুমি ছিন্ন কর নাই, মোচড় করিয়া ফেলিয়া দিয়াছ মাত্র। আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, ঘরেই ফেলিয়া দিয়াছিলে, কখনই ছিন্ন কর নাই।"

বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া পাথোজী কহিল, "বিলক্ষণ! তুমি ত তখন নেশায় ভোঁ! বাহ্য জ্ঞান এককালেই তিরোহিত, তুমি কিরূপে জানিতে পারিবে? স্মরণ শক্তি তোমার——"

বাধা দিয়া নাছোড় উত্তর করিল, "ভোঁ হই, আর যা-ই হই,—বাহ্য জ্ঞান থাক্, আর না-ই থাক্, কিন্তু এটি আমার বিশেষ স্মরণ

হইতেছে, সে পত্রখানি কখনই তুমি ছিন্ন কর নাই, গৃহমধ্যেই ফেলিয়া দিয়াছিলে।"

মৃদুস্বরে পরস্পরে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় দাতাজীকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ সুকলাল কাতরস্বরে কহিলেন, "মহাশয় কি হইবে? আমার মন কিছুতেই সুস্থির হইতেছে না। আহা! বাবার আজ সমস্ত দিন আহার হয় নাই! কৈ এখনও ত কোন সংবাদ আসিল না? জমাদার সাহেব ত অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন, এখনও কোন সংবাদ আসিল না কেন?"

সান্ত্বনা করিবার ছলে পাথোজী কহিল, "আপনি এত উতলা হইবেন না, স্থির হউন; বিলম্ব ত অধিক হয় নাই, এই সবে অর্দ্ধঘণ্টা হইয়াছে মাত্র! এখনই সংবাদ আসিবে,—চিন্তার বিষয় কি আছে? জমাদার সাহেব যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই ঠিক। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, মালামালের ফর্দ্দ দিতে বিলম্ব হইয়া থাকিবে, সেই নিমিত্তই এই দুর্ঘটনা। আপনি অধৈর্য্য হইবেন না, স্থির হউন; রঞ্জনলাল এখনই ফিরিয়া আসিবেন, চিন্তা করিবেন না।"

বৃদ্ধ অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, "বাবা! মন যে প্রবোধ মানিতেছে না! আহা! তাহার যে সমস্ত দিন আহার হয় নাই, আহার করাইবার উপায় কি?"

মহানুভব দাতাজীর চক্ষে জল আসিল, মন অতিশয় ব্যাকুল হইল। অতিকষ্টে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "ভাল, আমিই নয় সেখানে যাইতেছি। এখনই সংবাদ লইয়া আসিব।"

আগ্রহে বৃদ্ধ সুকলাল কহিলেন, "তবে অনুগ্রহ করিয়া কিছু মিষ্টান্ন লইয়া যাউন। তাহাকে খাওয়াইয়া আসুন। বাছা আমার সমস্ত দিন কিছুই খায় নাই, আহা!"

"মিষ্টান্ন লইয়া যাইতে হইবে না। যদি প্রয়োজন হয়, সেখান হইতেই যোগাড় হইতে পারিবে, আমি ত্বরায়ই আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া দাতাজী তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

কএক মুহূর্ত্ত পরে বলদেবজী গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। নাছোড় সিং, পাথোজীকে সম্বোধন করিয়া বলদেবের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিল, "এই দুর্ঘটনার মূলাধারই ঐ।—আমার নিশ্চয বোধ হইতেছে, ঐ-ই এই দারুণ অনর্থের আদি কারণ।"

"ও ইহার কি জানে?—তুমি কেবল কুতর্কই ঘটাইতেছ—মনে মনে সে পত্রের কথাই কেবল আন্দোলন করিতেছ;—কিন্তু কি কারণে যে রঞ্জনলাল ধৃত হইল, সে বিষয়ের কিছুই অনুসন্ধান লইলে না, সে বিষয়ের কিছুই বিবেচনা করিলে না,—কেবল ঐ একই কথা।—বিলক্ষণ লোক বটে তুমি!" এই কথা বলিয়া পাথোজী নিস্তব্ধ হইল। কিন্তু নাছোড় সিংহের তীব্র দৃষ্টি তাহার আর সহ্য হইল না, আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইচ্ছা, সে গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করে। ভয়,—পাছে নাছোড় সিং তাহার অসাক্ষাতে সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া ফেলে।—এই সন্দেহে গৃহ ত্যাগ করিতে সাহস করিল না; চঞ্চলমনে দুই একপদ অগ্রসর হইয়া দশের সহিত মিলিত হইয়া গেল।

সকলেরই মুখে ঐ একই কথা;—সকলেই এই উপস্থিত দুর্ঘটনা লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, পাথোজীকে দর্শন করিয়া একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, পাথোজী! ব্যাপারটা কি হে?—জমাদার যে সকল কথা প্রকাশ করিয়া গেল, তাহার সত্যাসত্যের বিষয় কতদূর প্রমাণ?"

পাথোজী উত্তর করিল, "তাহাও হইতে পারে, কিম্বা হয় ত রঞ্জনলাল মাস্থল প্রদান না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের অগোচরে কোন দ্রব্য লইয়া আসিয়া থাকিবেন, হয় ত তাহাতেই এই উপস্থিত দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে।"

অপর একজন কহিলেন, "ভাই তাহা হইলে ত তুমি জানিতে পারিতে,—তুমি ত ভাই সে জাহাজের মুহরী; তোমার অগোচরে ত কিছুই হইবার সম্ভাবনা ছিল না?"

পাথোজী উত্তর করিল, "সুগোচর আর অগোচর কি? রঞ্জনলাল ত কোন কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন না;—তিনি মালামাল

খরিদ করিতেন, আমাকে জমা খরচ রাখিতে বলিতেন মাত্র। তাঁহারই কথা মত রোকড় বহিতে খরিদ বিক্রয়ের জমা খরচ রাখিতাম। সুতরাং, সে অবস্থায় আমার পক্ষে সমস্ত বিষয় জানিবার সম্ভাবনা কি?"

রঞ্জনের পিতা তথায় উপস্থিত ছিলেন, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ, এখন আমার স্মরণ হইল। সে দিন রঞ্জন আমার জন্য অতি উত্তম একখানি পট্টবস্ত্র রত্নগিরি নগর হইতে আনয়ন করিয়াছিল, শুল্ক প্রদান করিয়াছিল কি না, তাহা সে—"

কথা সমাপ্ত করিবার অবসর না দিয়া জয়োল্লাসিত লোচনে পাথোজী বলিয়া উঠিল, "এই দেখ, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহাই ঠিক। কেমন, আমার কথা প্রমাণ হইল ত?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ শুকলালকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল, "তা এ অতি যৎসামান্য অপরাধ;—কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড করিয়াই কাজী সাহেব তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিবেন এখন, সে নিমিত্ত আপনি চিন্তিত হইবেন না।"

সহসা এলোকেশী ম্লানমুখী মধুমতী যেন পাগলিনীর ন্যায়, সভাগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। রঞ্জনলাল পুলিসের হস্তে বন্দী, এই সংবাদ শ্রবণে মধুমতীর মস্তকে যেন বজ্রপতন হইল; অন্তঃপুরে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। লজ্জা তাঁহার শরীর হইতে লজ্জা পাইয়া একেবারেই তিরোহিত। এলোকেশী ম্লানমুখী মধুমতী যেন উন্মাদিনীর ন্যায় এই বহুজন-পরিপূর্ণ সভাগৃহ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সাশ্রু-নয়নে শ্বশুরের চরণ ধারণ পূর্ব্বক করুণস্বরে ছড়িভঙ্গ কথায় কহিলেন, "বাবা একি,—কোথায়,—কি হইল,—কেন এমন হইল,—আমার কি হইবে?"

বৃদ্ধ সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "মা, স্থির হও, কোন চিন্তা নাই, রঞ্জন এখনই খালাস হইয়া আসিবেন। পুলিসের লোকেরা যে কারণে তাহাকে ধৃত করিয়াছে, তাহার প্রকৃত সংবাদ এইমাত্র প্রাপ্ত হইলাম, সে অতি সামান্য অপরাধ;—পোতের মুহুরী মহাশয়ই সে বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন,—তজ্জন্য তুমি চিন্তিত হইও না, দাতাজী স্বয়ংই তাহার

তত্ত্ব লইতে গিয়াছেন, এখনই তিনি রঞ্জনকে উদ্ধার করিয়া ; তুমি চিন্তা করিও না,—অশ্রুজল সম্বরণ কর। যাও : ভিতর যাও,—সভামাঝে দাঁড়াইতে নাই।—গুরুজনের সাক্ষ হইতে নাই,—যাও মা, বাটীর ভিতর যাও।"

কে শোনে?—বৃদ্ধের এই কথা মধুমতীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না।—শোকদুঃখে তাঁহার কর্ণ বধির, তিনি কিছুই শুনিতে পাইলেন না। উভয় হস্তে বদনমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। পতিবিরহে সাধ্বীসতী দময়ন্তী যেমন অনাথিনী হইয়া পাগলিনীবেশে বনে বনে রোদন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, মধুমতীও আজ রঞ্জনবিরহে সেইরূপ বিষাদিনী, সেইরূপ পাগলিনী। এই জনাকীর্ণ সভাস্থলী তাঁহার নয়নে অদ্য জনশূন্য বনস্থলীর ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল। বিদর্ভ-রাজকুমারী যেমন নিষধাধিপতি নলরাজের অন্বেষণে ব্যাকুলিনী হইয়া বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, মধুমতীও সেইরূপ তাঁহার চিত্তরঞ্জন রঞ্জনের অন্বেষণে অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সভারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। রঞ্জনের অদর্শনে বিষাদিনী হইয়া নিদারুণ হতাশে নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিস্তর সাধ্যসাধনার পর, একজন পরিচারিকার স্কন্ধদেশে ভর দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ।—কাহারও মুখে বাক্য নাই।—মধুমতীর অবস্থা দেখিয়া অনেকেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ,—সকলেই সকাতর,—সকলেই শোকাকুল,—কাহারও মুখে বাক্য নাই।

কিছুক্ষণ পরে গৃহস্থিত একটী ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দাতাজী আসিতেছেন, আমি তাঁহাকে শকট হইতে নামিতে দেখিয়াছি;—এখনই সমস্ত সংবাদ জানিতে পারা যাইবে।—সুসংবাদ বটে, তাহা না হইলে তিনি এত শীঘ্র আসিবেন কেন?"

সকলেই শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সংবাদ জানিবার নিমিত্ত সকলেই সমুৎসুক,—সকলেই ব্যগ্র।

দাতাজী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সকলেই একবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! সংবাদ কি? কি করিয়া আসিলেন?"

বিষণ্নবদনে দাতাজী উত্তর করিলেন, "সংবাদ অতি ভয়ানক।—দারোগার মুখে যেরূপ শ্রবণ করিলাম, তাহাতে ত বড় ভয়ানক বলিয়াই অনুমান হয়।"

আগ্রহে, শঙ্কিতচিত্তে বৃদ্ধ শুকলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কেন, কি হইয়াছে?—দারোগা সাহেব কি বলিলেন?"

দাতাজী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "ভয়ানক সংবাদ! —রঞ্জনলাল ষড়যন্ত্র করা অপরাধে অপরাধী!"

কাতরে বৃদ্ধ কহিলেন, "সে ইহার কিছুই জানে না,—ষড়যন্ত্র কাহাকে বলে, সে তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে;—ষড়যন্ত্র?—কিসের ষড়যন্ত্র? কিরূপ ষড়যন্ত্রে সংলিপ্ত?"

দাতাজী উত্তর করিলেন, "রাজ-বিদ্রোহে,—বর্ত্তমান নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মহারাজ মহীপতরাওকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার চক্রান্ত করা, এই অপরাধে অপরাধী।—রঞ্জনলাল এই অপরাধেই বন্দী।"

সভাস্থ সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে "ষড়যন্ত্র" এই কথাটী শুনিলে সকলেরই লোমাঞ্চ হইত। ইহা যে কিরূপ ভয়ানক অপরাধ, রাজনীতিকুশল পাঠক মহাশয়ের নিকট তাহার আর অধিক করিয়া পরিচয় প্রদানের আবশ্যক নাই,—সহজেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, এই অপরাধে তৎকালে যে হতভাগ্য পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইত, তাহার আর অব্যাহতি পাইবার উপায় ছিল না। বিচারালয়ে নীত হইত বটে; কিন্তু বিচার নামমাত্র সার;—পরিণাম অতিশয় শোচনীয়,—প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য!

বৃদ্ধের মুখে আর বাক্য নাই।—প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে এইমাত্র বলিতে পারিলেন, "সে নির্দ্দোষী।—জগদীশ্বর সাক্ষী, সে নির্দ্দোষী।"

"তাহা আমি জানি। সে যে নির্দ্দোষী, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।—"ষড়যন্ত্র" এই কথাটী অতি ভয়ানক বটে, কিন্তু চিন্তা নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটী বিষয়ে সুবিধা দেখিতেছি। কাজী সাহেব সম্প্রতি এখান হইতে স্থানান্তরিত,—সহকারী কাজীই তাহার বিচার করিবেন, তাই বলিতেছি সুবিধা———"

দাতাজীর কথায় বাধা দিয়া একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাতে আর সুবিধাটা কি?"

দাতাজী উত্তর করিলেন, "সুবিধা এই যে, সহকারী কাজী জাতিতে হিন্দু,-বিশেষতঃ তাঁহার সহিত আমার সবিশেষ আলাপ পরিচয় আছে; রঞ্জনলাল অতিশয় নিরীহ লোক,—তাহার স্বভাবচরিত্র অতিশয় সুনির্ম্মল, এ কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে, বিলক্ষণ উপকার হইবার সম্ভাবনা। রঞ্জনলাল অতিশয় নির্ব্বিরোধী ভদ্রলোক, এইটী তাঁহার অন্তরে ধারণা হইলে অবশ্যই তিনি তাহাকে মুক্তিদান করিতে পারিবেন। যাহাতে সকল দিকে সুবিধা হয়, দারোগা সাহেবও সে বিষয়ে সবিশেষ-যত্ন পাইবেন স্বীকার করিয়াছেন; এখন পরিণাম ঈশ্বরের হাত।"

নাছোড় সিং অগ্রসর হইয়া পাথোজীর প্রতি মৃদুস্বরে কহিল, "কেমন এখন আর অস্বীকার করিতে পার? পূর্ব্ব সন্দেহ ত এখন সত্যেই পরিণত হইল; বড়ই অন্যায় কার্য্য। আমি এখনই সে সমস্ত কথা দাতাজীকে বলিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া দাতাজীর নিকট যাইতে উদ্যত হইল।

হস্তধারণ পূর্ব্বক পাথোজী কিঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে কহিল, "নির্ব্বোধ! কিছুই জ্ঞান নাই?—কিসে কি হয়, কিছুই বোধ নাই?—রঞ্জন যদি যথার্থই ষড়যন্ত্রকারী হয়, যথার্থই যদি সে রাজবিদ্রোহে সংলিপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাহার পক্ষসমর্থন করিবে, সে-ই সে অপরাধে অপরাধী হইবে। রঞ্জনের পাঁচজন বন্ধুবান্ধব আছে, তাহাদের সহায়তায় সে ব্যক্তি রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু তোর কে আছে, তুই বিপদে পতিত হইলে উদ্ধার পাইবার উপায়

কি? নির্ব্বোধ! কিছুই বুঝে না, তুই যে ঠুস্ করিয়া মারা পড়িবি। দেখনা, কি হয়, অপেক্ষা কর্ না, কিসে কি দাঁড়ায়!"

নাছোড় ভয় পাইল;—পাথোজীর কথায় নির্ব্বোধ নাছোড় ভয় পাইল। সভয়ে কহিল, "হাঁ ভাই, ঠিক কথা, ভাল পরামর্শই বটে, অপেক্ষা করাই উত্তম কল্প! দেখা যাউক, কিসে কি হয়। কিন্তু আমি ভাই আর এখানে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না,—বৃদ্ধের যন্ত্রণা আর দেখিতে পারা যায় না, অসহ্য হইয়াছে। আমি ভাই পান্থশালায় প্রস্থান করি।"

"সেই কথাই উত্তম, চল আমিও যাই।" এই কথা বলিয়া নাছোড়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পাথোজী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় দাতাজী পাথোজীকে আহ্বান করিয়া নির্জ্জনে কহিলেন, "কি ভয়ানক ব্যাপার!—অ্যাঁ! রঞ্জনলাল একজন ষড়যন্ত্রকারী? এ কথা আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতাম না।"

"কেন মহাশয়, পূর্ব্বেই ত এ কথা আমি আপনাকে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম। রঞ্জনলাল রত্নগিরিবন্দরে উপস্থিত হইয়া তথায় দুই দিবস বৃথা বৃথা সময়ক্ষেপ করিয়াছিল, এ কথা ত পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছিলাম।—কিন্তু আপনি তখন সে কথায় মনোযোগই করিলেন না, বলিলেন——"

সমস্ত কথা না শুনিয়া দাতাজী কহিলেন, "হাঁ হাঁ, তাহা বলিয়াছিলে বটে, কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলি, একথা কি তুমি অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়াছিলে?"

পাথোজী সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, "সে কথা আবার কাহার নিকট প্রকাশ করিব? কাহাকেও না।—আপনি আশ্রয়দাতা,—প্রভু,—প্রতিপালক,—আপনাকে জ্ঞাপন না করিলে কর্ত্তব্যকর্ম্মের ক্রটী হয়, এই বিবেচনায় আপনাকেই বলিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই।"

দাতাজী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে পুলিসের লোকেরা সে কথা কিরূপে জানিতে পারিল?"

মুহম্মদ হাস্য করিয়া পাথোজী উত্তর করিল, "মহাশয়! পুলিসের সহস্র চক্ষু! তাহাদের নিকট কিছুই গোপন থাকে না, সময়ে সমস্তই তাহারা জানিতে পারে। না জানাই আশ্চর্য্য!—জানিতে পারাটা কিছুই বিচিত্র নয়।"

"তা বটে, তা বটে।—কিন্তু একটী বিষয়ের নিমিত্ত, আমার মন কিছু উচাটন হইতেছে। রঞ্জন যদি শীঘ্রই পরিত্রাণ না পায়, কিম্বা যদি তাহার কোনরূপ বিপদই ঘটে, তাহা হইলে পোতের দশা কি হইবে? কে তাহার পর্য্যবেক্ষণ করিবে?"

বিনীতভাবে পাথোজী কহিল, "আজ্ঞা, আমি আপনার চিরদাস। আমাকে যাহাই অনুমতি করিবেন, এ অধীন তৎসমস্তই প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছে।"

"ভাল ভাল, আপাততঃ তোমাকেই সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইল।—কিন্তু আর একটী কথা।—ইতিমধ্যে রঞ্জন যদি মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে কি হইবে?"

অধিকতর বিনম্রস্বরে পাথোজী কহিলেন, "আমি আপনার ক্রীত-দাস!—যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই সম্পাদন করিব। সে জন্য চিন্তার বিষয় কি?—রঞ্জন যদি পরিত্রাণই পায়,—আহা! তাহাই হউক,—ভগবান যেন তাহাই করেন।—সে যদি মুক্তিলাভই করে, তাহা হইলে পোতাধ্যক্ষের কর্ম্ম তাহারই হইবে, সে স্থলে আমি আমার পূর্ব্বপদেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইব। তাহার জন্য চিন্তা কি?—সে নিমিত্ত আপনি চিন্তিত হইবেন না।"

দাতাজী সন্তুষ্ট হইলেন,—পাথোজীর এই অনায়িকতা দর্শনে অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া তিনি সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি অতি সাধুলোক,—মন তোমার অতিশয় পরিষ্কার,—অতি সরল অন্তঃকরণ তোমার!"

"আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম।—আপনার ন্যায় মহাত্মালোকের মুখে এরূপ প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হওয়াতে আমি আপনাকে কৃতকৃতার্থ

জ্ঞান করিলাম।" পাথোজী এই পর্য্যন্ত বলিয়া দাতাজীকে নমস্কার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল, "তবে মহাশয় আমি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করি।"

দাতাজী কহিলেন, "বিদায় কেন?—রাত্রিকাল এইখানেই যাপন কর না কেন?—এ রাত্রে আর কোথায় যাইবে?"

"আজ্ঞা, ক্ষমা করিবেন, আমি আর বৃদ্ধের যন্ত্রণা দেখিতে পারি না।—উহার যন্ত্রণা দেখিয়া আমার মন অতিশয় আকুলিত হইতেছে,—মুহূর্ত্তমাত্রও তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।" বলিতে বলিতে হঠাৎ যেন কোন কথা স্মরণ হইল, এই ভাব প্রকাশ করিয়া পাথোজী ব্যগ্র-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞা, আপনি যে তখন বলিতেছিলেন, সহকারী কাজীর দ্বারা রঞ্জনলালের বিচার হইবে। সহকারী কাজী কে? মুকিম মহাশয় নাকি?"

"হাঁ, তিনিই বটেন।—কেন হে, এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে কেন?"

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া পাথোজী উত্তর করিল, "আজ্ঞা, অন্য কারণ কিছুই নাই, তবে শুনিয়াছি, মুকিম বিষণচাঁদ নাকি অতিশয় স্বার্থপর,—তাঁহার নাকি অতিশয় উচ্চ আশা;—আবার কেহ কেহ এমনও রটনা করিয়া থাকেন যে, তিনি অতিশয় আত্মম্ভরী,—মানসম্ভ্রম পদমর্য্যাদার লোভে যদি জন্মদাতা পিতাকেও বিসর্জ্জন বা পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও তিনি পরাঙ্মুখ নহেন, অক্লেশেই তাহা সম্পাদন করিতে সর্ব্বতোভাবে সকল সময়েই প্রস্তুত আছেন।"

"ভাল স্বীকার করিলাম, কিন্তু এই উপস্থিত বিষয়ের সহিত তাঁহার আত্মম্ভরিতার সংস্রব কি?"

"আজ্ঞা আর কিছুই না; তবে কথা এই যে, যখন তাঁহার চরিত্র এইরূপ শঠতায় পরিপূর্ণ, তখন তাঁহাকে উপরোধ অনুরোধ করাটা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ,—ন্যায়সঙ্গত,—তাহা মহাশয়ই বিবেচনা করিয়া দেখুন। সে যদি আপনার অনুরোধ গ্রাহ্যই না করে, যদি

কোনরূপ হতাদরই করে, আপনার উপযুক্ত মানসম্ভ্রমের প্রতি যদি সে উপেক্ষাই প্রদর্শন করে, তাহা হইলে কি হইবে? লজ্জা রাখিবার যে আর স্থান থাকিবে না। সেই নিমিত্তই বলিতেছি যে, একটু বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে ভাল হয় না?"

ধীরভাবে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া দাতাজী প্রশান্তভাবে কহিলেন, "কেন, হতাদর করিবেন কেন?—অপমানের কথাই বা কহিবেন কেন? আমি কিছু আর তাঁহাকে অন্যায় কর্ম্ম করিতে উপরোধ করিব না। যাহাতে রঞ্জনের পক্ষে সুবিচার হয়, সেই কথাই তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিব মাত্র। তা এ কথাতে তিনি বিরক্ত হইবেন কেন, আর আমাকেই বা কটুকাটব্য বলিবেনই বা কেন?"

আন্তরিক ইচ্ছা ফলবতী না হওয়াতে পাথোজী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইল। কিন্তু ভাব গোপন করিয়া বিনম্রভাবে কহিল, "আজ্ঞা, আমি আপনার ক্রীতদাস। মহাশয় যাহাতে অপদস্থ না হন, যাহাতে মহাশয়ের মান হানি না হয়, সেই নিমিত্তই আমার এইরূপ আকিঞ্চন, আমার আন্তরিক অভিপ্রায়ও তাহাই।—নতুবা এ সকল কথার উত্থাপনে আমার অপর কোন অভিসন্ধি নাই।—না, কখনই না।"

সস্নেহে কোমলস্বরে দাতাজী কহিলেন, "তাহা আমি জানি,—তুমি যে আমার একজন শুভানুধ্যায়ী তাহা আমার বিশেষরূপ জানা আছে। ভাল, তবে এখন তুমি বিদায় হও।—আমি রঞ্জনের পিতাকে যৎকিঞ্চিৎ আহার করাইবার চেষ্টা দেখি।"

পাথোজী বিদায় হইল।—নিম্নতলে নাছোড় অপেক্ষা করিতেছিল, উভয়ে একত্রে নির্দ্দিষ্ট পান্থশালাভিমুখে যাত্রা করিল।

যাইতে যাইতে পাথোজী নাছোড়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "কেমন, এখন আর রঞ্জনের অনুকূলে কথা কহিবে?—দেখিলে ত কতদূর ভয়ানক ব্যাপার?"

নাছোড় উত্তর করিল, "না ভাই আমি তখন ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি নাই;—এতদূর জটিল, তাহা আমার তখন বোধগম্য হয়

য়াই। কিন্তু ভাই, কি ভয়ানক ব্যাপার।—তামাসা করিতে করিতে যে এতদূর হয়, তামাসার ফল যে এতদূর ভয়ানক, তাহা আমার পূর্ব্বে জানা ছিল না;—দেখ দেখি কি হইতে কি হইল? তুমি তামাসা করিয়া পত্র লিখিলে, কিন্তু তাহাতে কিরূপ ভয়ানক ফলই না সমুৎপন্ন হইল?—কি আকুণ্ডকুণ্ডই না বাধিয়া উঠিল!"

উত্তেজিতভাবে উত্তেজিতস্বরে পাথোজী কহিল, "তাহাতে আর আমার অপরাধটা কি?—তোমার কথা প্রমাণে বরং বলদেবই দোষী হইতে পারে, আমার অপরাধটা কি? সে যদি সেই ছিন্ন পত্রখানি কুড়াইয়া না লইত, তাহা হইলে এই অনর্থ পাতটা ত কখনই ঘটিয়া উঠিত না;——এই দুর্বিপাকটা কখনই উপস্থিত হইত না।"

নাছোড় তীব্রস্বরে কহিল, "আমি পুনঃপুনঃ কহিতেছি সে পত্র তুমি ছিন্ন কর নাই, মোড়ক করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলে মাত্র,—নিশ্চয় বলিতেছি, কখনই ধ্বংস কর নাই।"

"তোমার যদি এতদূরই বিশ্বাস,—তোমার যদি এতদূরই ধারণা,—তবে হয়ত তাহাই।—কিন্তু আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে যেন পত্রখানি তৎক্ষণাৎই ছিন্ন করিয়াছিলাম।"

"যদি তাহাই হইবে, তবে এরূপ ভীষণ বিপত্তি কিরূপে সমুত্থিত হইল?"

"তবে বোধ হয় বলদেবই সেই ছিন্ন পত্র সংগ্রহ করিয়াই এই ভয়ানক কাণ্ড বাঁধাইয়া থাকিবে। সে-ই ইহার মূল।"

গম্ভীরস্বরে নাছোড় কহিল, "যাহাই হউক, কিন্তু এই কর্ম্মটা বড়ই গর্হিত হইয়াছে।—যে-ই করুক, তাহাকে এই মহাপাপের ভোগ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে,—নিশ্চয় জানিও, সময়ে সে ইহার সমুচিত প্রতিফল পাইবেই পাইবে।"

সচঞ্চলভাবে পাথোজী উত্তর করিল, "বিলক্ষণ! ইহাতে আর আমাদের দোষ কি? বলদেবই যথার্থ দোষী!—যদি কাহাকেও দোষভাগী হইতে হয়, তবে বলদেবই প্রকৃতপক্ষে অপরাধী!—যদি তাহাতে কোন-

রূপ পাপ স্পর্শে, তবে সে পাপ তাহার।—যদি কাহাকেও সে পাপের ফলভোগ করিতে হয়, তবে সে-ই তাহার উচিত ফল উপভোগ করিবে,—ইহাতে আর আমাদের সংশ্রব কি? আমাদের তাহাতে আর ক্ষতি-বৃদ্ধিটাই বা কি?"

"তাহাই হউক।" বলিয়া নাছোড় সিং নিস্তব্ধ হইল।—যথাসময়ে উভয়ে হরিহোড়ের পান্থশালায় আসিয়া উপস্থিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিচার,—আশ্বাস প্রদান।

জম্বুসরের ফৌজদারী আদালতে আজ অতিশয় জনতা। রঞ্জনলাল ষড়যন্ত্র করা অপরাধে ধৃত হইয়াছেন এ কথা আর কাহারও শুনিতে বাকি নাই। একজন সামান্য অবস্থাপন্ন হিন্দু এমন প্রবলপরাক্রান্ত মুসলমান নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চক্রান্ত করিয়াছে, এই কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত। বিচারে তাহার কি হয়, অপরাধ সপ্রমাণ হইলে কাজী সাহেব তাহার কিরূপ দণ্ডবিধান করেন, এইটী দেখিবার জন্যই আদালত লোকারণ্য,—অসম্ভব জনতা। বাহিরেও যেরূপ ভিড়, ভিতরেও সেইরূপ জনতা। প্রবেশদ্বারে চাপরাসিরা সারি সারি দণ্ডায়মান আছে, ভদ্রলোক ভিন্ন অপর কেহই বিচারালয়ে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। বিচারপতি তখনও আগমন করেন নাই। তিনি আসিলেই বিচার আরম্ভ হইবে। সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বেলা প্রায় দুইপ্রহর অতীত, এমন সময় বাহিরে একটা গোল উঠিল। "হঠ্ যাও, হঠ্ যাও, তফাৎ তফাৎ" এরূপ চীৎকারের সহিত ভয়ঙ্কর গোল। লোকেরা বুঝিল,

এইবার মুফ্‌তী সাহেব দর্শন দিবেন। জনতা ভেদ করিয়া চাপরাসিরা পথ করিল, মুফ্‌তি মহাশয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, হুলস্থূল ব্যাপার!

পাঠক মহাশয়! আপনার সহিত এই মুফ্‌তী মহাশয়ের অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে, অতএব ইহাকে আপনি বিশেষরূপে চিনিয়া রাখুন। আকৃতিটী উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত না থাকিলে পাছে চিনিয়া লইবার ভ্রম হয়, অধিক লোকের সঙ্গে একত্রে থাকিলে গোলমালে যদি চিনিতে না-ই পারেন, এই জন্য ইহাঁর মূর্ত্তিটী আপনার হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া দিতেছি, আপনি তাহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন।

মুফ্‌তী মহাশয় কৃষ্ণবর্ণ,—নবজলধরের ন্যায় নহে; দণ্ডকাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ,—স্থূল,—বরাহের ন্যায় স্থূল,—গঠন খর্ব্ব, বামনদেবের ন্যায় নহে, সে পরিমাণে অনেক দীর্ঘ,—কিন্তু স্বাভাবিক মনুষ্য অপেক্ষা অনেক খর্ব্ব,—মাপে তিনহস্ত পরিমাণ! চক্ষু টানা বটে, কিন্তু আকর্ণ নয়, মধ্যবিধ,—ভ্রূতে অধিক চুল নাই, স্থানে স্থানে এক একগাছি মাত্র বিরাজমান,—দৃষ্টি অতিশয় কদর্য্য,—মুখে গোঁপের লেশমাত্রও নাই, খোসা মাকুন্দ! ওষ্ঠাধর অতিশয় স্থূল। গ্রীবা খর্ব্ব, বক্ষস্থল বিশাল, উদর স্ফীত, নাসিকার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত। মস্তকের কেশ কাফ্রী-দিগের ন্যায় কুঞ্চিত। স্বর কর্কশ, বয়স অনুমান ২৭।২৮ বৎসর। জাতিতে হিন্দু, নাম বিষণচাঁদ,—উপাধি মুফ্‌তি।

মুফ্‌তী মহাশয় প্রথমে বিচারাসনে উপবেশন না করিয়া, তিনি তাঁহার বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিলেন। দারোগা সাহেব উপস্থিত হইলে বিষণজী তাঁহাকে কহিলেন; "কল্য যে পত্রখানা পাঠাইয়াছিলে, তাহা পাঠ করা হইয়াছে। এখন তদারকে কিরূপ অবস্থা জানিতে পারিলে? কিরূপ প্রকাশ হইল?" দারোগার নাম পরমলজী।

দারোগা উত্তর করিলেন, "বন্দীর সিন্দুকে যে সকল কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে, তৎসমস্ত ঐ পুলিন্দার মধ্যে আছে, দেখিলেই জানিতে পারিবেন।"

"আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। অপরাধীর চরিত্র কেমন, কোনপ্রকার চক্রান্ত করা তাহার পক্ষে সম্ভব কি না?"

"আজ্ঞা আমার বিবেচনায় সম্ভব বোধ হয় না। সে ব্যক্তি বালক, বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক নয়। বিশেষতঃ তদন্তে জানিয়াছি সে অতি নিরীহ লোক। বিবাদ বিসম্বাদ কাহাকে বলে তাহা সে জানে না। অধিকন্তু দাতাজীর মুখে যেরূপ শ্রবণ করিলাম, তাহাতে ত রঞ্জনকে অতি সচ্চরিত্র বলিয়াই অনুমান হয়।"

বিষণচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দাতাজী?"

দারোগা উত্তর করিলেন, আজ্ঞা, মহাজনপটীর।"

"ওহো! সেই দাতাজী? রঞ্জনলাল তাঁহারই অধীনে কর্ম্ম করে?"

"আজ্ঞা হাঁ, তাঁহারই বাণিজ্য-পোতের প্রধান অধ্যক্ষ।"

"বটে? হাঁ হাঁ, এখন স্মরণ হইল। বেনামী পত্রেও পোতাধ্যক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা আছে বটে; কিন্তু বিংশতি বৎসর বয়সে পোতা-ধ্যক্ষ? আশ্চর্য্য!"

"আজ্ঞা, হজুরকে তাহাই ত নিবেদন করিতেছি। উত্তম লোক ও কর্ম্মক্ষম না হইলে এত অল্প বয়সে এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইবে কেন?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দারোগা সাহেব মুফ্‌তি মহাশয়কে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আবার বলিলেন, "তাহার চাক্ষুষ প্রমাণও আপনি। সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বলিয়াই এই অল্প বয়সে এরূপ সম্রান্ত উচ্চপদের অধিকারী হইয়াছেন। যোগ্যতা থাকিলে অল্প বয়সে উচ্চপদ লাভ বিচিত্র নহে।"

বিষণজী ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, "আমার বোধ হইতেছে, কোন শত্রুপক্ষ উহার অনিষ্ট করিবার জন্যই ওরূপ লিখিয়া থাকিবে। কেমন, তুমি কি বিবেচনা কর?"

দয়ালু দারোগা উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা তাহাই নিশ্চয়, ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

এমন সময় একজন চাপরাসি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিষণচাঁদকে

সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "আজ্ঞা, হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একটী ভদ্রলোক দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই ভদ্রলোক? তাহার নাম কি?"

চাপরাসি সভয়ে উত্তর করিল, "আজ্ঞা, নাম বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাহিরে বড়ই গোলমাল, কিছুই শুনা যায় না, একারণ শুনিতে পাই নাই।"

বিষণচাঁদ দারোগাকে বলিলেন, "দেখ দেখি, কে আসিয়াছে?—যদি সম্ভ্রান্ত লোক হয়, আর যদি উচিত বিবেচনা কর, তবে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া চাপরাসির সঙ্গে দারোগা সাহেব বাহিরে আসিলেন। বিষণজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দাতাজী দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দারোগাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে দারোগা সাহেব!—আপনিও এখানে আছেন? তবে ত ভালই হইয়াছে। আমি চাপরাসি দ্বারা স্ফূর্ত্তি মহাশয়কে সংবাদ পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন।"

"চাপরাসি আপনার নাম, হুজুরকে বলিতে পারে নাই, কে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, সেইটী জানিবার জন্য হুজুরই আমাকে পাঠাইয়াছেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দাতাজীর কাণের কাছে মুখ লইয়া স্ফূর্ত্তি মৃদুস্বরে দারোগা সাহেব বলিলেন, "মহাশয় চিন্তা করিবেন না, আমি সমস্ত বিষয়েরই সুবিধা করিয়াছি! রঞ্জনলাল এখনই খালাস পাইবে!"

দাতাজী আনন্দে দারোগার হস্তধারণ পূর্ব্বক গদ্গদস্বরে কহিলেন, "আমি যে, কতদূর উপকৃত হইলাম, তাহা আর আপনাকে জানাইতে পারিলাম না।—আপনি একটী নিরীহ লোকের প্রাণদান করিলেন! এ মহৎ কার্য্যের পুরস্কার ঈশ্বরই আপনাকে প্রদান করিবেন,

জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! আশীর্ব্বাদ করি, আপনি সুখ স্বচ্ছন্দে পুত্রকলত্রাদির সহিত কালাতিপাত করুন!”

“ইহাই যথেষ্ট!—এই আশীর্ব্বাদই যথেষ্ট! এখন আসুন, যদি হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে আসুন।” এই কথা বলিয়া দারোগা সাহেব দাতাজীকে সঙ্গে লইয়া বিষণজীর বিরামগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দাতাজীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিষণচাঁদ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক আপনার পার্শ্বে লইয়া বসাইলেন। কহিলেন, “আমি সমস্তই শুনিয়াছি,—সকল বিষয়ই জানিয়াছি, রঞ্জন যে নিরীহ লোক, তাহা আর জানিতে আমার বাকী নাই।”

আহ্লাদিত হইয়া দাতাজী কহিলেন, “আজ্ঞা হাঁ, সে অতি নিরীহ লোক, তাহার চরিত্র অতি নির্ম্মল, শরীরে পাপের লেশমাত্রও নাই। আমি অনুমান করি, অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত তাহার কোন বৈরীপক্ষ এরূপ ভয়ানক অপবাদ রটাইয়া থাকিবে।”

“হাঁ,—তাহা সম্ভব বটে।”

সাগ্রহে দাতাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে বিচার কখন করি-বেন? কাছারীঘরে চলুন না কেন?”

বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, “না,—কাছারীঘরে বিচার করিব না,—অদ্য সেখানে অসম্ভব ভিড়!—অদ্য এইখানেই বিচার করিব।”

সোৎসুকে দাতাজী আবার বলিলেন, “তবে কি রঞ্জনকে এখানে আহ্বান করিব?”

ঈষৎ হাস্য করিয়া মুফ্‌তী সাহেব কহিলেন, “সে কর্ম্ম আপনার নহে, সে কার্য্য থানার দারোগার। দারোগাই তাহাকে এখানে আন-য়ন করিবে এখন।” এই কথা বলিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীরস্বরে আবার বলিলেন, “মহাশয়! আপনি এখন এস্থান হইতে প্রস্থান করুন,—নির্জ্জনে বিচার,—তাহাতে যদি আপনি উপস্থিত থাকেন, তাহা

হইলে লোকে নানারূপ কুতর্ক ঘটাইতে পারে ;—আপনি এখান হইতে চলিয়া যাউন, আদালতেও থাকিবেন না, একেবারে বাটীতে গমন করুন।"

"আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। এখানে থাকাটা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না ; লোকে অপর কিছু ভাবিতে পারে বটে ;" এই কথা বলিয়া দাতাজী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মুফ্‌তী মহাশয় দারোগাকে বলিলেন, "এখন রঞ্জনলালকে এখানে আনয়ন কর। আর দেখ, বিচারের সময় তুমিও গৃহে উপস্থিত থাকিও না।"

"যে আজ্ঞা হুজুর!" এই কথা বলিয়া দারোগা সাহেব বাহিরে আসিলেন। ক্ষণকাল পরে রঞ্জন গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত! বিষণচাঁদ রঞ্জনের মুখপানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্বে ইহার চরিত্রের বিষয় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সে বিষয়ের প্রমাণ পাইতে তাঁহার আর অপেক্ষা রহিল না। রঞ্জনের বদন নিরীক্ষণ করিয়াই তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন। রঞ্জনের বদনে দয়া, দাক্ষিণ্য, সাহস, ধৈর্য্য, বীর্য্য, সহিষ্ণুতা, ও সরলতা সমস্তই যেন জাজ্জ্বল্যরূপে বিরাজমান। মুফ্‌তী সাহেবের দয়া হইল। তিনি বসিবার নিমিত্ত অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক একখানি আসন দেখাইয়া দিলেন। রঞ্জনলাল প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। প্রশ্নের প্রতীক্ষায় স্থিরভাবে বিচারপতির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বিষণচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম ও ব্যবসা কি ?"

উ।—আমার নাম রঞ্জনলাল, পূর্ব্বে আমি মাতঙ্গী জাহাজের মালিম ছিলাম, এক্ষণে তাহার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত আছি।

প্র।—তোমার বয়স কত ?

উ।—ঊনবিংশ গত, বিংশতিতে পদার্পণ করিয়াছি।

প্র।—কখন্ তুমি ধৃত হইয়াছিলে ?

উ।—গত রজনীতে।—তখন রাত্রি অনুমান নয়টা হইবে।

প্র।—পুলিসের লোকেরা যখন তোমায় ধৃত করে কি করিতেছিলে?

উ।—তখন আমি সম্প্রদানগৃহে উপস্থিত ছিলাম।

প্র।—সম্প্রদান গৃহ? তবে বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলে?

উ।—নিমন্ত্রণ নহে,—আমারই বিবাহ।

প্র।—তোমারই বিবাহ? সম্প্রদানগৃহেই ধৃত হইয়াছিলে?

উ।—আজ্ঞা হাঁ।

বিষণচাঁদ শিহরিয়া উঠিলেন। বিবাহের দিন বর সম্রাটের পদ প্রাপ্ত হয়, একারণ সেদিন তাহাকে "নওসা" অর্থাৎ—নূতন বাদসা বলিয়া ডাকে। বিবাহের রাত্রি, আমোদের রাত্রি, সে রাত্রে বাসরগৃহে শালি, শালাজ ও অপরাপর পূজনীয়া স্ত্রীলোকেরা কেহ ব্রাহ্মণকন্যা, কেহ গোপবধূ, কেহ মোদকদুহিতা সাজিয়া বরের সহিত হাস্যপরিহাসে রজনী অতিবাহিত করিয়া থকেন। সুখময় রজনী দেখিতে দেখিতেই প্রভাত হইয়া যায়। বিষণজী মহাশয়ের সম্প্রতি বিবাহ হইয়া গিয়াছে; তাঁহার সে কথা স্মরণ হইল, সেই অতুল সুখনিশা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। এমন সুখশর্ব্বরী রঞ্জনের নিদারুণ ক্লেশে অতিবাহিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "হাঁ, তাহার পর? বলিয়া যাও।"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "আমাকে কি বিবরণ বলিতে অনুমতি করেন?"

প্র।—এই যাহা যাহা তোমার জানা আছে।

উ।—আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।—যাহা যাহা অবগত আছি, তাহার প্রকৃত উত্তর এখনই আপনাকে প্রদান করিতে যত্নবান হইব। জিজ্ঞাসা করুন।

প্র।—তুমি ভূতপূর্ব্ব মহারাজ সরকারে কি কোন কর্ম্ম করিয়াছিলে?

উ।—আজ্ঞা না।

প্র—শুনিয়াছি তুমি না কি বর্ত্তমান নবাবের শাসনপ্রণালীতে অতিশয় অসন্তুষ্ট?

উ।—অসন্তুষ্ট? কিসে সন্তুষ্ট, আর কিসে অসন্তুষ্ট হইতে হয়, তাহা আমি অবগত নহি। পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমি এই তিনটি কথা জানি মাত্র। প্রথমতঃ, আমার পিতা বৃদ্ধ তাঁহাকে আমার ভরণপোষণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দাতাজী আমাকে যথেষ্ট স্নেহানুগ্রহ করেন, তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধাভক্তি করা উচিত। তৃতীয়তঃ, যাহার সহিত বিবাহ হইতেছিল, তাহার যা হয় যৎকিঞ্চিৎ ধনসম্পত্তি আছে, রীতিমত তাহা পর্য্যবেক্ষণ এবং যাহাতে সেই রমণী সুখে ও সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, সে বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে আমার যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন অপর আর কিছুই আমার জানা নাই।

আসামীর উত্তর প্রত্যুত্তর শ্রবণে দোষী ও নির্দ্দোষী অনুমান করিতে বিচারপতিরা প্রায়ই সমর্থ হইয়া থাকেন। রঞ্জনলালের এই সরল উত্তরেই বিষণজী তাহার নির্দ্দোষিতার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু! তোমার কি কোন শত্রু আছে?"

উ।—আজ্ঞা, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, আমার আবার শত্রু কে?

প্র।—প্রকৃতপক্ষে শত্রু নাই হউক্, কিন্তু তোমার অবস্থায় কেহ কেহ হিংসাও ত করিতে পারে! ভাবিয়া দেখ, এই অল্প বয়সে তোমার পোতাধ্যক্ষের পদ, আর যাহার পাণিগ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তাহারও যা হয় যৎকিঞ্চিৎ ধন সম্পত্তি আছে, সে ধন আবার তোমারই হস্তগত হইত। এই সকল অবস্থায় অনেকেরই তোমার উপর ঈর্ষা জন্মিতে পারে, অনেকেই তোমার শত্রু হইতে পারে।

উ।—আজ্ঞা হাঁ, আপনি যথার্থই অনুভব করিয়াছেন, এ অবস্থায় অনেকেই আমার শত্রু হইতে পারে বটে; কিন্তু কে যে শত্রু, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

"ভাল এই পত্রখানি পাঠ কর দেখি, দেখ দেখি অক্ষর দেখিয়াও যদি লোক নির্ণয় করিতে পার।" এই কথা বলিয়া বিষণজী মহাশয় রঞ্জনলালের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন।

পত্রখানিতে এরূপ লেখাছিল :——

"আশেষক্ষমতাপন্ন শ্রীলশ্রীযুক্ত কাজীমল কুজ্জাং আমীর সাহেব
মহাশয় বরাবরেষু—

ধর্ম্মাবতার।

আপনার সুগোচরার্থ নিবেদন করিতেছি যে, সম্প্রতি এই রাজ্যে ভয়ানক একটী ষড়যন্ত্র হইয়াছে। বর্ত্তমান নবাব সাহেবকে সিংহাসনচ্যুত করাই এই ষড়যন্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য!

"মাতঙ্গী" জাহাজের দ্বিতীয় কর্ম্মচারী (সম্প্রতি পোতাধ্যক্ষ) রঞ্জনলাল এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক! সে বরদা নগরের ষড়যন্ত্রকারীদিগের নিকট হইতে পত্র লইয়া রত্নগিরি দুর্গের বন্দী মহারাজকে প্রদান করে, আবার তথা হইতে প্রত্যুত্তর লইয়া বরদা নগরে প্রত্যাগত হয়। বহুদিবস হইতেই এইরূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ধর্ম্মাবতার! আপনি দেশের শাসনকর্ত্তা, দেশের শান্তিরক্ষা করা মহাশয়ের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব যাহাতে ইহার প্রতিবিধান হয়, এরূপ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

পোতস্থিত রঞ্জনলালের সিন্দুকটী অনুসন্ধান করিলেই যথেষ্ট হইবে, এই ষড়যন্ত্রের আশু-প্রমাণ তাহাতেই প্রাপ্ত হইবেন।

সাধারণের যাহাতে উপকার হয়, ইহাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য!— যাহাতে দেশের শান্তিভঙ্গ না হয়, ইহাই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা!— তাহার অপর কোন দুরভিসন্ধি নাই।

লেখক পারিতোষিকের প্রার্থী নয়, এ কারণ বিনাস্বাক্ষরেই এই আবেদন পত্রখানি হুজুর সন্নিধানে প্রেরণ করিল। হুজুর মালিক, নিবেদন ইতি।"

পাঠ করিতে করিতে রঞ্জনলালের ললাট হইতে স্বেদবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, বদন রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল। তিনি গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না, হস্তাক্ষর চিনিতে পারিলাম না" এই কথা বলিয়া পত্রখানি বিষণ্জীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন।

প্র।—এখন বল দেখি, এ পত্রে যে যে বিষয় লেখা আছে, সে সকল কতদূর সত্য?

উ।—রত্নগিরি নগরে গমন করিয়াছিলাম, এ বিষয় সত্য, সেখানে আজীম খাঁ সাহেবকে একখানা পত্র প্রদান করি, তাহাও——

প্র।—র৪.—সে পত্র তোমাকে কে প্রদান করে?

উ।—আজ্ঞা, আমাদের পূর্ব্ব পোতাধ্যক্ষ ত্রিগুণা বাবু।

প্র।—ত্রিগুণা এখন কোথায়?—সে এখন কি কর্ম্মে নিযুক্ত?

উ।—আজ্ঞা,—তাঁহার লোকান্তর হইয়াছে।

প্র।—ভাল,—আব আর সমস্ত কথা বলিয়া যাও।

উ।—আজ্ঞা,—পত্র দিবার দুইদিবস পরে রাত্রি দুইপ্রহরের সময় খাঁ সাহেব আমাদের জাহাজে ত্রিগুণা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। ত্রিগুণাবাবু তখন শয্যাগত। কিছুক্ষণ পরে অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে তাঁহার প্রকোষ্ঠে আহ্বান করেন। আমি উপস্থিত হইলে খাঁ আজীম একখানি শিলমোহর করা পত্র আমার হস্তে প্রদান করেন। যাহাতে সেখানি বরদানগরে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছে, ইহার জন্য আমাকে বিস্তর অনুরোধ উপরোধও করেন। কিন্তু প্রথমে আমি তাহাতে সম্মত হই নাই, পরিশেষে ত্রিগুণাবাবুর বিশেষ উপরোধে অগত্যাই আমাকে সম্মত হইতে হইয়াছিল। ইহাই আমার সমস্ত কাহিনী, ইহার অধিক আর আমি কিছুই অবগত নহি।

প্র।—তোমার কথা সত্য বলিয়া অনুমান হইতেছে। ভাল, সে পত্রখানা যাহার নামের?—তাহাকে কি তুমি প্রদান করিয়াছ?

উ।—আজ্ঞা না,—এই বিবাহের গোলমালে অবসর পাই নাই, কল্য পাঠাবার ইচ্ছা ছিল।

তিরস্কার ব্যঞ্জকস্বরে বিষণচাঁদ কহিলেন, "তুমি অতিশয় নির্ব্বোধ,—কিসে কি হয় তা তোমার জ্ঞান নাই। যাহার জন্য এত বিপদ, এত লাঞ্ছনা, এরূপ ভোগাভোগ, সেই কর্ম্ম করিতে আবার এখনই উদ্যত! এখনও তাহাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা! কি আশ্চর্য্য! ভবিষ্যতে সাবধান

হইও।—এখন সেই পত্রখানা আমাকে প্রদান কর, আর প্রয়োজন হইলে, এই বিচারালয়ে উপস্থিত হইবে ; এই মর্ম্মের একখানি অঙ্গীকারপত্র দারোগাকে লিখিয়া দাও গে।

রঞ্জনলাল গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সাহ্লাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞা, এখন আমি তবে বিদায় হইতে পারি ?"

"হাঁ,—কিন্তু অগ্রে সেই পত্রখানা আমাকে প্রদান কর।"

"আজ্ঞা সেখানি ত আমার নিকট নাই,—শুনিয়াছি, সমস্ত কাগজপত্র জাহাজ হইতে পুলিসের লোকেরা লইয়া আসিয়াছে, বোধ করি ঐ পত্রখানিও ঐ পুলিন্দার ভিতরে থাকিতে পারে।"

"রও,—একটু অপেক্ষা কর" এই কথা বলিয়া বিষণজী মহাশয় পুলিন্দামধ্যে সেই পত্রখানি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎপরে বিরক্তভাবে কহিলেন, "ইঃ! এ যে বহুৎ কাগজাৎ, অন্বেষণ করিতে যে অধিক বিলম্ব হইবে ? ভাল, সে পত্রখানা কাহার নামে ?"

রঞ্জন বলিলেন, "বরদা, দাওয়ান মহল্লার সামন্তগিরির নামে।"

যদি তন্মুহূর্ত্তে সেখানে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলে বিষণচাঁদ অধিকতর শঙ্কিত হইতেন না। "সামন্ত গিরি" এই নামটীমাত্র শুনিয়া তিনি একেবারে আড়ষ্ট,—স্পন্দরহিত,—মুখে আর বাক্য নাই! ক্ষণেকপরে আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "সামন্তগিরি, তিনি এখন বরদায় ? দাওয়ান মহল্লায় ?"

বুঝি আমাকেই প্রশ্ন করিতেছেন, ভাবিয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, বরদায়। তাঁহার সহিত কি মহাশয়ের আলাপ পরিচয় আছে ?"

অতি কর্কশস্বরে বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, "কাহার সহিত আলাপ পরিচয় ? ষড়যন্ত্রকারীর সহিত ?—সাধুলোকেরা ষড়যন্ত্রকারীর মুখাবলোকনও করেন না,—বরঞ্চ ধৃত করিতে পারিলে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন।"

রঞ্জনের মনে ভয় হইল।—সামন্তগিরি একজন ষড়যন্ত্রকারী, ইহা শ্রবণে তাঁহার মনে শঙ্কার উদয় হইল। সভয়ে বলিয়া উঠিলেন,

"সে ষড়যন্ত্রকারী, তাহা আমি জানিতাম না,—শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহা আমি জানিতাম না। পত্রের মর্ম্মও আমি অবগত নহি, যেমন মোড়ক করা পাইয়াছিলাম, তেমনই আছে। আমি বাহকমাত্র।"

"কিন্তু যাহার নামের পত্র, তাহার নাম ত তুমি জানিতে পারিয়াছ?"

"আজ্ঞা, নাম না অবগত হইলে কাহাকে প্রদান করিব? সুতরাং অগত্যাই শিরোনামটী পাঠ করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া বিষণচাঁদ অধিকতর আগ্রহে পুনরায় সেই পত্রখানি অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্বেষণ বিফল হইল না, প্রাপ্ত হইলেন। কহিলেন, "দেখ দেখি, এখানি কি সেই?"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, এ-ই বটে!"

"ভাল,—এ পত্রখানি আর কেহই দর্শন করে নাই?"

"আজ্ঞা না,—কেহই নহে, কেহই দর্শন করে নাই।"

"সামন্ত সিরিকে প্রদান করিবার নিমিত্ত তুমি যে রত্নগিরি হইতে এই পত্রখানি আনয়ন করিয়াছিলে, তাহাও কেহ অবগত নহে?"

"আজ্ঞা না,—কেহই না,—কেবল ত্রিগুণা বাবু জানিতেন মাত্র।"

বিষণজী মনোযোগ পূর্ব্বক পত্রখানি পাঠ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে বিমর্ষবদনে চিন্তামগ্ন হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার বদন পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল। উভয় হস্তে বদনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎপরে স্তম্ভিতভাবে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ইহাই যথেষ্ট! উঃ, কি কষ্ট!"

রঞ্জনলাল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি হইয়াছে? কোন অসুখ হয় নাই ত?"

উত্তর নাই, নিস্তব্ধ!—কএক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ। বিষণজী পত্রখানি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন, তৎপরে রঞ্জনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই বলিতেছ পত্রখানি পাঠ কর নাই? সত্যই তুমি ইহার মর্ম্ম অবগত নহ?"

রঞ্জন অকম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "যথার্থই আমি কিছুই জানি না, উহার কোন অংশই পাঠ করি নাই; কেবল শিরোনামটী দর্শন করিয়াছি মাত্র। কিন্তু আপনার কি হইয়াছে, আপনি এরূপ করিতেছেন কেন? কি হইয়াছে, পরিচারকদিগকে আহ্বান করিব কি?" বলিয়া ব্যস্ত সমস্তে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন।

অতি কঠোর স্বরে বিষণজী কহিলেন, "রও,—তুমি যেখানে আছ, সেইখানেই থাক। তোমার হুকুম দিবার প্রয়োজন নাই, তুমি কে,—আদেশ প্রদান করিবার তুমি কে?"

রঞ্জনলাল ক্ষুণ্ণ হইলেন, অভিমান পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "আমি! আমার প্রয়োজনে নয়, আপনারই সাহায্যের নিমিত্ত যাইতেছিলাম,—আমার প্রয়োজনে নহে।"

"না আমার প্রয়োজন নাই, আমার কিছুই হয় নাই,—ও কিছু নয়;—এখন তোমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহারই প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে থাক,—তাহারই প্রকৃত অবস্থা বিজ্ঞাপন কর।" তীব্রস্বরে এই কথা বলিয়া বিষণচাঁদ নিস্তব্ধ হইলেন। প্রশ্ন করা দূরে থাকুক, স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ললাট হইতে স্বেদবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। তিনি পুনরায় সেই পত্রখানি অনন্যমনে পাঠ করিলেন, আবার আপনা আপনি বলিলেন, "উঁহু" অবিশ্বাস কিসে হইবে?"

এই কএকটী কথা রঞ্জনের শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিল, তিনি ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "মহাশয়, আমি সত্য বলিতেছি, একটী কথাও গোপন করি নাই, যদি আপনার সন্দেহ হইয়া থাকে, আবার আমাকে প্রশ্ন করুন, তাহা হইলেই সমস্ত বিষয় সুবিদিত হইবে।"

অনেক কষ্টে ভাব গোপন করিয়া বিষণচাঁদ কোমলস্বরে বলিলেন, "বাপু! এখনই তোমাকে মুক্তিদান করিতে পারিতাম, আমার ইচ্ছাও তাহাই ছিল, কিন্তু পারিলাম না।—সম্প্রতি এই পত্রখানা প্রাপ্ত হওয়াতে পূর্ব্বাবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমি একণে প্রধান কাজীর

[illegible] অনুমতিতে তোমাকে অব্যাহতি প্রদান করিতে সক্ষম হইতেছি না। তাঁহার সহিত একবার পরামর্শের আবশ্যক হইতেছে; কিন্তু তুমি কিছুই চিন্তা করিও না। যাহাতে তোমার সুবিধা হয়, সে বিষয়ে আমি সর্ব্বতোভাবে যত্নবান থাকিব। কেমন, আমার উপর তোমার বিশ্বাস আছে ত? আমার বাক্যে তোমার প্রত্যয় হয় ত?"

রঞ্জনলাল কহিলেন, "আজ্ঞা, সম্পূর্ণ বিশ্বাস! তাহার অনেক প্রমাণও প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার অনুগ্রহ কখন বিস্মৃত হইব না।"

"তাহাই বলিতেছি, যাহাতে তুমি অবাধে নিষ্কৃতি পাও, তাহার উপায় করিতে আমি সাধ্যমত ত্রুটী করিব না। তোমার বিপক্ষে প্রধান সাক্ষ্য এই পত্র, এখানা নষ্ট করিলে আর কোন বিষয়েরই চিন্তা থাকিবে না। এই দেখ, এখানা আমি স্বয়ংই নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি।" এই কথা বলিয়া বিষণচাঁদ তৎক্ষণাৎ সামন্তগিরির নামের পত্রখানি শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া পার্শ্বস্থ অগ্নিকটাহ মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ছিন্ন পত্রখানি একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল। বিষণচাঁদ সহর্ষে কহিলেন, "যাও,—এখন নিরাপদ হইলে!"

রঞ্জনলাল আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি আমার পিতার ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছেন, আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম! দয়া মূর্ত্তিমান!"

বিষণচাঁদ বলিতে লাগিলেন, "এখন একটী কথা বলি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। যাহাতে তোমার শীঘ্রই মুক্তিলাভ হয়, তাহার উপায় করিতে শীঘ্রই আমার একবার স্থানান্তর গমনের আবশ্যক হইতেছে;—আমার অনুপস্থিতিতে যদি কেহ তোমাকে ঐ পত্রের কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে তুমি তাহার কিছুই উত্তর করিও না, সামন্তগিরির নামটীও মুখে আনিও না; আনিলে তোমার বড়ই বিপদ ঘটিবে।"

"আজ্ঞা,—আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।"

"এটী আজ্ঞা নয়, এটী আমার উপদেশ! এ উপদেশটী বিশেষরূপে স্মরণ রাখিও, কখনই ঐ পত্রের কথা ব্যক্ত করিও না, সামন্তগিরির নামও উল্লে

করিও না। যদি কেহ তোমাকে নিতান্ত উৎপীড়ন করে, তথাপি এ সকল কথা প্রকাশ করিও না। কেমন, স্মরণ থাকিবে ত?”

এই কএকটী কথায় বিষণজীর এমনি ভাবটী প্রকাশ পাইল, যেন তিনি স্বয়ং আসামী, আর রঞ্জনলাল বিচারপতি। রঞ্জনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত, তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় তিনি যেন তাঁহাকে অনুনয় ও বিনয় করিতেছেন।

রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, “আজ্ঞা, সমস্তই থাকিবে, আমি কাহাকেও প্রকাশ করিব না।”

বিষণজী আবার সেইভাবে বলিলেন, “শপথ করিয়া বলিতেছ সে কথা তুমি কাহাকেও প্রকাশ করিবে না?”

“আজ্ঞা আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি, যদি স্বয়ং দাতাজী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাকেও বলিব না;—যদি কেহ এই কথাটী জানিবার নিমিত্ত আমায় উৎকট যন্ত্রণা দেয়, তাহা হইলেও আমি কদাচ প্রকাশ করিব না;—সে বিষয় আপনি স্থির নিশ্চয় থাকুন।” এই কয়েকটী কথা বলিবার সময় রঞ্জনের বদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পাইতে লাগিল।

বিষণচাঁদ বলিলেন “উত্তম!—এত অধিক বলিবার আমার আর অন্য কোন অভিপ্রায় নাই, কেবল যাহাতে তোমার উপকার হয়, যাহাতে তুমি কোনরূপ বিপদে পতিত না হও, সেই নিমিত্তই আমি এরূপ যত্ন করিতেছি, আমার প্রধান উদ্দেশ্যও তাহাই, এইটীই আমার আন্তরিক ইচ্ছা!”

বিনীতভাবে রঞ্জনলাল কহিলেন, “আজ্ঞা, সেটী আমি নিশ্চয় জানি। সে বিষয়ে আমার ধ্রুব বিশ্বাস।—আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন, আমি কিছুতেই ইঁহার পরিশোধ করিতে পারিব না, চিরকালই ইহা স্মরণ থাকিবে!”

দারোগাকে আহ্বান করা হইল। দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইলে বিষণচাঁদ মৃদুস্বরে তাহার কর্ণে কর্ণে কি উপদেশ প্রদান করিলেন, পরে মহেন্দ্র মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিন্তু কিছুই উত্তর করিলেন না। রঞ্জনের

মূর্ত্তি করুণাকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া সহগামী হইবার সঙ্কেত করিলেন। রঞ্জননাথ ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

নির্জ্জন হইলে বিমলচাঁদ মহাশয় আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "উঃ। কি ভয়ানক ব্যাপার!—যদি কাজী সাহেব উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে না জানি কি বিপদই ঘটিত!—এই পত্র তাঁহার হস্তে পতিত হইলে আর কাহারও নিস্তার থাকিত না।—বিষম সঙ্কটেই পতিত হইলাম। পদ, মর্য্যাদা, মান, সম্ভ্রম, সমস্তই সেই সঙ্গে ভাসিয়া যাইত।—আর যাহার শুভকামনার নিমিত্ত আমি এতদূর অভিলাষী, তাঁহার অন্বেষণ করিতে কাহাকেও আর কষ্টভোগ করিতে হইত না।—সহজেই তিনি ধৃত হইতেন। কারাবাস, বিচার, দণ্ডাজ্ঞা, অবশেষে জল্লাদহস্তে সমর্পণ, সমস্তই এককালে সংঘটিত হইত।—উঃ! কি একটা ভয়ঙ্কর ফাঁড়াই না কাটিয়া গিয়াছে। হা প্রভু সামন্তগিরি! কবে আপনি দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে বিরত হইবেন? কবে আপনার সুমতি হইবে? কবে আপনি শান্তি-নিকেতনে পদার্পণ করিবেন?—হে জগদীশ্বর! কবে আমি আপন অন্তরে সচ্ছন্দতা লাভ করিতে সমর্থ হইব? হায়! কি বিপদ; কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। উভয় হস্তে বদনমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক তিনি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় প্রায় একদণ্ড অতিবাহিত। সহসা বদন হইতে হস্ত নিষ্কাসন করিয়া মহানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ ভালই হইয়াছে, যাহার জন্য আমার এত ভয়, এত চিন্তা;—এখন তাহার দ্বারাই সমস্ত কার্য্য গুছাইতে পারিব! সেই পত্রের মর্ম্মই এখন আমার অসীম সৌভাগ্যের প্রধান কারণ হইবে।" এই কথা বলিয়া সোৎসুকে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বাহিরে আগমন করিলেন। শীঘ্রই শকট প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। যথাসময়ে শকট উপস্থিত হইলে তিনি দ্রুতগতিতে বরদা রাজধানীতে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় কাণ্ড।

ভেকধারী।

বিষনচাঁদ বরদানগরে একজন পূর্ব্বপরিচিত হিন্দু সওদাগরের আবাসগৃহে অবস্থান করিতেছেন। মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, অতিশয় অস্থির, চিন্তায় অতিশয় ব্যাকুল। শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, নিদ্রা হইতেছে না। শয্যা যেন কণ্টকময় বোধ হইতেছে। মন অতিশয় চিন্তাকুল। এ চিন্তার কারণ কি? যে উদ্দেশে বরদারাজ্যে আগমন, তাহা সকল হইয়াছে। নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন—আকাঙ্ক্ষামত মান সম্ভ্রমও লাভ হইয়াছে। তবে এ চিন্তার কারণ কি?—তিনিই বলিতে পারেন।

তাঁহার যেন শয্যাকণ্টকী উপস্থিত হইল। আর শয়ন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অধৈর্য্য হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষন কি চিন্তা করিয়া একজন কিঙ্করকে আহ্বান পূর্ব্বক একখানি শকট আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

প্রায় একঘণ্টা পরে ভৃত্য প্রত্যাগত—হইয়া সংবাদ দিল, "গাড়ী পাওয়া গেল না।"

"বয়েল গাড়ী?"

"আজ্ঞা, তাও না।"

"ডুলী?"

"আজ্ঞা সেটার চেষ্টা করি নাই।"

"আপদ! আবার যাও। যাহা পাও একখানা লইয়া আইস,—শীঘ্র লইয়া আইস।"

ভৃত্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, বিষণজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিলম্ব করিতেছ কেন? শীঘ্র যাও।"

"আজ্ঞা! একটী সংবাদ আছে।"

"আবার সংবাদ,—কি সংবাদ?"

"আজ্ঞা! একজন ভিখারী দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। বলে, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব। বিশেষ প্রয়োজন।"

"বিশেষ প্রয়োজন?—ভিখারী?—ভিখারীর সহিত আমার কি প্রয়োজন? হাঁকাইয়া দাও নাই কেন?"

"আজ্ঞা সে যায় না। অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিছুতেই যায় না। বলে, 'রাজাকে সংবাদ দাও। আমার আগমন সংবাদে রাজা বাহাদুর সন্তুষ্ট হইবেন, তুমি পুরস্কার পাইবে, সংবাদ না দিলে আমি কখনই এখান হইতে যাইব না। রাজা বাহাদুর বাহিরে আসিলেই সাক্ষাৎ করিব।' ভিখারীর এই সকল কথা শুনিয়া অগত্যাই আমি আপনাকে সংবাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি।"

বিষণচাঁদ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আপনা আপনি বলিলেন, "রাজা বাহাদুর? আমি রাজা বাহাদুর হইয়াছি, ভিখারী ইহা কিরূপে জানিতে পারিল?" সন্দিহান হইয়া ভৃত্যকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তাহার বেশভূষা কিরূপ?"

"আজ্ঞা, পরিধান গেরুয়াবসন—"

"গেরুয়া বসন?"

"আজ্ঞা হাঁ!—শিরে জটাভার—"

"জটাভার?"

"আজ্ঞা হাঁ!—আর বিপর্য্যয় দাড়ী—"

"বিপর্য্যয় দাড়ী?"

"আজ্ঞা হাঁ!—আর গৌরবর্ণ।"

বিষণজীর হৃদয়ে যেন ঝটিকা বহিতে লাগিল, হৃদয়ের গুরুতর চিন্তা আরও চতুর্গুণ প্রবল হইল। ভাবিলেন, "তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি-

যার জন্ত মন এতদূর ব্যাকুল, ভাগ্যক্রমে সেই ব্যক্তি স্বয়ংই ভিখারী বেশে দ্বারদেশে উপস্থিত।" অতিকষ্টে ভাব গোপন করিয়া উত্তেজিতস্বরে ভৃত্যকে কহিলেন, "ওঃ! রক্ষা পাই! একথা এতক্ষণ বলিস্ নাই কেন?—বলে ভিখারী?—ভিখারী কে?—এ যে আমার সেই পরম শুভানুধ্যায়ী গুরু,—ভগবান স্বামী!—মোহন্ত!—ওরে পাগল, ভিখারীর কি এরূপ বেশ-ভূষা হয়?—ভাগ্যে বেশভূষার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতেই ত রক্ষা হইল?—তাহাতেই ত জানিতে পারিলাম,—নতুবা কি কাণ্ডই না ঘটিত?—তিনি অতি সিদ্ধপুরুষ,—পরম হংস!—রাগ দ্বেষ কাহাকে বলে, জানেন না। তাহা না হইলে তোর দশাটা কি হইত, ভাবিয়া দেখ্ দেখি!—এতক্ষণ শাপ প্রদান পূর্ব্বক তিনি কোন্‌কালে তোকে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন। যা যা এখনই তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া লইয়া আয়,—সাধ্যসাধনা করিয়া লইয়া আয়।—দেখিস্, কিছুতেই যেন সে বিষয়ের ক্রটী না হয়। সাবধান! সাবধান!"

ভৃত্য ভয় পাইল,—মনে করিল, "আমার গ্রহ সুপ্রসন্ন, সেই সিদ্ধ ঋষির কোপে পতিত হই নাই। ভাগ্যক্রমে অক্রোধী অজাতশত্রু ঋষির নিকট অপরাধী হইয়াছিলাম।"—জটাধারী যে একজন সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার যে দৈবশক্তি আছে, ইহা জানিতে ভৃত্যের আর অপেক্ষা রহিল না। বিষণচাঁদের বাক্যে তাহার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল,—মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল যে, যদি ইনি সিদ্ধ পুরুষ না হইবেন, যদি ইঁহার দৈবশক্তি না থাকিবে, তবে বিষণচাঁদ "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ সংবাদ ইনি এতশীঘ্র কিরূপে অবগত হইতে সক্ষম হইবেন? ইত্যাদি ভাবিয়া গললগ্নিকৃতবাসে সভয়ে বলিয়া উঠিল, "ধর্ম্মাবতার! আমার অতিশয় অপরাধ হইয়াছে।—আমি লোক চিনিতে পারি নাই।—মহাপুরুষকে ভিখারী জ্ঞান করিয়াছিলাম।—কিন্তু মহারাজ! এ প্রকার বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া অনেকেই না কি এখানে ভিক্ষা করিতে আগমন করিয়া থাকে, সেই নিমিত্ত প্রথমে আমি ইহাকে সামান্ত ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। লোক চিনিতে পারি না, ঐটীই আমার

কেমন মহৎদোষ। ” তড়িৎগতিতে এইকটী কথা উচ্চারণ করিয়া নব-রাজভৃত্য শশব্যস্তে তথা হইতে বাহিরে আসিল। কিঞ্চিৎপরে জটাজাল বিভূষিত স্থূলকায়, খর্ব্বাকৃতি, গৈরিক বসনধারী একব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে পুনরায় প্রবিষ্ট হইল।

প্রভুর ইঙ্গিতে ভৃত্য তথা হইতে বিদায় হইলে বিষণচাঁদ সন্তর্পণে গৃহদ্বারটী অবরুদ্ধ করিয়া জটাধারীর চরণযুগল উভয়হস্তে ধারণ করিলেন। “শুভমস্তু” এই বাক্য প্রয়োগে আশীর্বাদ করিয়া স্বামীঠাকুর বিষণচাঁদের পরিত্যক্ত শয্যায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজা বাহাদুরও যোগীবরের সম্মুখে অপর একখানি আসন আনয়নপূর্ব্বক তদুপরি আপনিও উপবেশন করিলেন।

গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিষণচাঁদ অতি গম্ভীরস্বরে কহি-লেন, “ মহাশয়ের সাহস ত সামান্য নয় ?—আপনি এখনও এইবেশ ধারণ করিয়া আছেন—এখনও পরিত্যাগ করেন নাই? কি আশ্চর্য্য! বোধহয় সংবাদ প্রাপ্ত না হইয়া থাকিবেন ? ”

সাশ্চর্য্যে জটাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ কিসের সংবাদ ?—ব্যাপারটা কি ?—বেশ পরিত্যাগ করিব কেন ? কি হইয়াছে ? ”

“ পরে বলিতেছি। ” বিষণচাঁদ কহিলেন, “ পরে বলিতেছি, কিন্তু আপনি এ সময় এখানে কেন ? ”

উৎফুল্ললোচনে ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক জটাধারী কহিলেন, “ কি করি, তুমি রাজধানীতে আগমন করিলে,—অসীমক্ষমতাপন্ন নবাব সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ করিলে,—রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তে আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলে,—কিন্তু এই বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত মুহূর্ত্তমাত্রও সাবকাশ প্রাপ্ত হইলে না। সুতরাং বৃদ্ধ নিরুপায়!—নিরুপায় হইয়াই স্বয়ং আগমন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ”

অবনত বদনে মস্তক কণ্ডূয়ণ করিতে করিতে রাজা বিষণচাঁদ কহি-লেন, “ মহাশয় লজ্জা দিবেন না,—অগ্রে হেতু শ্রবণ করুন, [illegible] সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হই নাই, তাহার প্রকৃত কারণ সর্ব্বাগ্রে অবগত

হউন, তৎপরে লাঞ্ছনা করিবেন। দিনমানে গমন করিলে পাছে সমস্ত বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় সাক্ষাৎ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় মহাশয় স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি উপেক্ষা বা আলস্য করিয়া সময় অতিবাহিত করি নাই, আপনার মঙ্গলের নিমিত্তই এই বিলম্ব করিয়াছি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে গম্ভীরবদনে পুনরায় কহিলেন, "আমার রাজধানীতে আগমন করিবার প্রধান কারণও আপনি। যাহাতে আপনি নিরুদ্বেগে থাকিতে পারেন, যাহাতে আপনার সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল হয়, যাহাতে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া সর্ব্বস্থানে অকুতোভয়ে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, ইত্যাদি কারণেই আমার এখানে আগমন, শুদ্ধ পদমর্য্যাদা লাভের নিমিত্ত নহে। আপনার মঙ্গল——"

শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ না করিয়াই জটাধারী হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "ভাল ভাল এ কৌতুক বড় মন্দ নহে।—আমারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন,— এ কাব্য বড় মন্দ নয়।—তুমি একজন বিচারপতি, বিচার করিবারই তোমার ক্ষমতা আছে, সেই বিষয়েই তুমি বিলক্ষণ সুদক্ষ, তাহারই কলকৌশল তোমার জানা আছে। কিন্তু নাট্যকার আবার কবে হইলে?—নিরুদ্বেগে থাকিতে দেওয়া, সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করা, সর্ব্বস্থানে পরিভ্রমণ করিতে দেওয়া, এ সকল কৌশলময় কথার অর্থ কি? ইহার তাৎপর্য্য ত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলাম।"

কিঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে বিষণচাঁদ কহিলেন, "মহাশয় তাচ্ছিল্য করিবেন না,—যাহা বলি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।"

ভেকধারী সেইভাবেই বলিতে লাগিলেন, "ইস্! ভারি যে গাম্ভীর্য্য? তা না হইবে কেন?—বিচারপতি কি না, গাম্ভীর্য্য হইবারই ত কথা! ভাল,—দেখি,—নূতন রাজা বাহাদুর, পুরাতন বিচারপতি কিরূপ উপদেশ প্রদান করেন!—দেখাই যাউক, তাহার বক্তৃতাশক্তি কতদূর তেজস্বিনী!"

"মিনতি করি, রহস্য ত্যাগ করুন!—বড়ই ভয়ানক সংবাদ, অবহেলা করিবেন না;—মনোনিবেশ করুন।"

"কি এমন ভয়ানক সংবাদ? ভাল, বলিয়া যাও, শ্রবণ করিতেছি।"

বিষণজী কহিলেন, "বোধ হয় অবশ্যই ইহা আপনি অবগত আছেন যে, এই রাজধানীস্থ একটী উদ্যান বাটীতে অনেকে দলবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান নবাবের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে।—নবাবকে রাজ্যচ্যুত করাই সেই ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য! কেমন, একথা সত্য কি না?"

"হাঁ, দেওয়ান মহল্লায়,—বকাওলি নামক উদ্যানবাটীতে।—আমিই আবার সে সভার সভাপতি,—আমিই সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোগী,—এ কথা সমস্তই সত্য।—তা তুমি ইহা কিরূপে জানিতে পারিলে?—এ সংবাদ তুমি আবার কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিলে?"

বিষণজী তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার বদনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "সামন্তগিরির নামের একখানি পত্র পাঠেই তাহা অবগত হইয়াছি।"

"সামন্তগিরির নামের পত্র? সে পত্র কি প্রকারে তোমার হস্তগত হইল?"

"ঘটনাক্রমে বাহকের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি।"

"ভালই ত।" উদাসভাবে ব্রহ্মচারী কহিলেন, "ভালই ত, তাহাতে আর ক্ষতিটাই বা কি হইয়াছে?—ইহাতে আর ভয়ানক কাণ্ডই বা কি ঘটিয়াছে?"

"মহাশয়, নবাব দরবারে আপনার প্রতিকূলে, অনেক ভয়ানক অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল; আমি তাহা শ্রবণে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। আপনাকে পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দিয়া সাবধান করিবার নিমিত্তই আমার এখানে——"

বাধা দিয়া তাচ্ছিল্যভাবে ভেকধারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল

নবাব দরবারে কি কি ভয়ানক অভিযোগ শ্রবণ করিয়াছিলে? সেগুলি স্পষ্ট করিয়া বল দেখি?—না, তাহাতেও আবার সেইরূপ ভূমিকা ফাঁদিয়া আড়ম্বর করিবে?"

"আপনার নির্ভীকতা দেখিয়া আমি অতিশয় ব্যাকুল হইতেছি,—বিপদকে বিপদ জ্ঞান করেন না, দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর কম্পমান হইতেছে;—এই দেখুন, আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল!"

ঈষৎহাস্য করিয়া সিদ্ধপুরুষ কহিলেন, "যে লোক এই প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমানের হস্ত হইতে সুরাটনগরের অমন সুন্দর বন্দরটী ছারখার করিয়া লুটিয়া লয়, মুসলমানের দুর্ভেদ্য কারাগার ভগ্ন করিয়া যে লোক অক্লেশে পলায়ন করে, যাহাকে ধরিবার জন্য শত শত অশ্বারোহী সেনা পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হয়, যে বনে দুর্দ্ধর্ষ সাহসী মুসলমান শতজনেও প্রবেশ করিতে সাহস করে না, সেই ভীষণ বনে যে লোক একাকী প্রবেশ করিয়া সেই সকল পশ্চাদ্ধাবিত অশ্বারোহীর উদ্যম বিফল করিয়া দেয়, ভীষণ অরণ্যবাসী হইয়া যে লোক সিংহব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক বন্য পশুর সহিত একত্র বাস করিয়া কৌশলক্রমে তাহাদের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পায়, যে লোক কখন ফলমূল, কখন লতাপত্র ভক্ষণ করিয়া শত শত ক্রোশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে হিন্দুরাজ্যে আসিয়া নিরাপদ হয়, যে লোক সর্ব্বদাই চক্ষের উপর সর্ব্বসংহারককালের করালমূর্ত্তি দর্শন করিতেছে, তাহার আর মৃত্যুতে ভয় কি? তাহার আবার বিপদে বিপদ জ্ঞান কি?—তাহার আবার কিসের শঙ্কা?"

জটাধারীর এই সদর্প বক্তৃতা, তাঁহার এই অসীম সাহস, বিপদে নির্ভীকতা দেখিয়া বিষণজী মনে মনে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। কিন্তু ভাবীবিপদ আশঙ্কা করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। বলিলেন, "হাঁ, কেবল আমি জানিলে ক্ষতি ছিল না, তাহাতে ভয়েরও কোন কারণ ছিল না; কিন্তু নবাব সাহেব সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন, দেওয়ান মহলের ব্যাপার সমস্তই অবগত হইয়াছেন।"

"নবাব কিরূপে জানিতে পারিল?" জটাধারী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবাব কিরূপে জানিতে পারিল?"

"আপনি যে দাওয়ান মহল্লায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই বটে, তবে সন্দেহ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু গজাননের হত্যাকাণ্ডে যে একজন ব্রহ্মচারী সংলিপ্ত ছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন। গজানন সেদিন একজন উদাসীন ব্রহ্মচারীর সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, সেদিন আর তিনি প্রত্যাগত হইলেন না। পরদিন এক সরোবর তীরে তাঁহার মৃতদেহটী মাত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল। অতএব সেই ব্রহ্মচারী যে এই হত্যার আদি কারণ তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহাই নবাব সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস।"

"ভাল, তর্কস্থলে স্বীকার করা গেল হত্যাকাণ্ড যথার্থ। কিন্তু ইহাতে দেওয়ান মহল্লার ঠিকানা কি প্রকারে জানিবে? দেওয়ান মহল্লার সহিত সেই হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধই বা কি?"

"সেই ব্রহ্মচারীই বলিয়াছিল।" বিষণজী কহিলেন, "সেই ব্রহ্মচারীই বলিয়াছিল। গজানন যখন বাটী হইতে বাহিরে আইসেন, সেই সময় কোথায় যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করাতে, দেওয়ান মহল্লার নাম, সেই ব্রহ্মচারীই কহিয়াছিলেন। গলী ও বাটী সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলেন, কিন্তু———"

কথা সমাপ্ত করিবার অবসর না দিয়া জটাধারী কহিলেন, "যদি সমস্তই জানিতে পারিয়াছে, তবে এতদিন ধরে নাই কেন?— দেওয়ান মহল্লার বকাওলি উদ্যানের খানাতল্লাসি লয় নাই কেন?

"গজানন আত্মহত্যা করিয়াছে, পুলিসের লোকেরা ইহাই প্রথম অনুমান করিয়াছিল; সেই নিমিত্তই তাহাদের মনে কোন প্রকার সন্দেহ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।—সম্প্রতি হত ব্যক্তির গৃহানুসন্ধানে একখানি বেনামী পত্র প্রাপ্ত হওয়াতেই হত্যা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা হত্যাকারীর সন্ধানে সন্ধানে ফিরিতেছে।—সময়ে যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে, তাহাতে আর তিলমাত্রও সন্দেহ নাই।"

উচ্চহাস্য করিয়া জটাধারী কহিলেন, "সময়ে কেন, অদ্যই ত ধরিতে পারে?—বকাওলি উদ্যানটীর অনুসন্ধান লইলেই ত যথেষ্ট হয়, তাহা না করিয়া বৃথা বৃথা এইরূপে কালহরণ করিতেছে কেন?"

"আজ্ঞা, দেওয়ান মহল্লার নামটী মাত্র জানিতে পারিয়াছে, কিন্তু গলী ও বাটীর সন্ধান করিতে পারে নাই, সেই নিমিত্তই এই বিলম্ব।—নতুবা এতদিন কবে সে কারাগারে বিনিক্ষিপ্ত হইত।"

"হাঁ হাঁ বুঝা গিয়াছে।—তোমার পুলিসের লোকেরা যতদূর কর্ম্মক্ষম, তাহা এই এক হত্যাতেই জানিতে পারা গিয়াছে।"

"মহাশয়! পুলিসের লোকেরা যতদূরই অপদার্থ হউক না কেন, কিন্তু একটী বিষয় তাহাদের জ্ঞাতসার হইয়াছে, একটী ভয়ানক গুপ্ত বিষয় তাহাদের——"

"সে আবার কি?" বাধা দিয়া জটাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি? কি বিষয় তাহাদের সুগোচর হইয়াছে?"

"সেই ব্রহ্মচারীর বেশভূষা। গজাননের হত্যাকারীর বেশভূষা।

উত্তেজিতস্বরে ব্রহ্মচারী কহিলেন, "হত্যাকারী? হত্যাকারীটা কে? গজাননকে হত্যা করিয়াছে, ইহা তুমি কিরূপে সিদ্ধান্ত করিলে?—অন্য কারণেও ত মরিতে পারে।—হত্যা, ইহা কিরূপে সাব্যস্ত হইল?"

"অন্য কারণ আবার কি? গজানন বাটী হইতে বহির্গত হইয়া একজন অপরিচিত ব্রহ্মচারীর সহিত চলিয়া গেলেন, পরদিবস সরোবর-তীরে তাহার মৃতদেহটী দৃষ্ট হইল মাত্র।—সুতরাং ইহা হত্যা ভিন্ন আর কি অনুমিত হইতে পারে?"

"এরূপ অনুমান হয় বটে,—মুসলমানেরা ওরূপ বিবেচনা করিতে পারে বটে।—কিন্তু তোমার মনে ওরূপ ধারণা হওয়াটা কোনমতেই উচিত হয় না।—গজানন যে খুন হইয়াছে, তাহার স্থিরতা কি?—দ্বৈরথ যুদ্ধেও ত হত হইতে পারে?"

"দ্বৈরথ যুদ্ধ?" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিষণচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, "দ্বৈরথ যুদ্ধ? তাহার কারণ?"

"সে অনেক সমস্যার কথা।—আর একসময় তখন বলা যাইবে। এখন তোমার সেই পুলিসের কথাই শুনা যাউক,—তোমার প্রশংসনীয় পুলিস কতদূর পর্য্যন্ত সন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে বিষয়েরই তর্ক-বিতর্ক করা যাউক।"

গম্ভীরভাবে বিষণচাঁদ কহিলেন, "পুলিসের লোকেরা সেই ব্রহ্মচারীর বেশভূষা জানিতে পারিয়াছে; গেরুয়াবসন পরিধান, মস্তকে জটাভার, মুখময় বিপর্য্যয় শ্মশ্রু, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েরই সন্ধান লইয়াছে।"

উচ্চহাস্যপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী কহিলেন, "বটে বটে, এতদূর?—তবে এতদিন সে ব্যক্তি ধৃত হয় নাই কেন? পুলিসের লোকেরা এতদিন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে কেন?"

বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, "এতদিন পুলিসের সন্দেহ হয় নাই।—জটাধারীর উপর এতদিন সন্দেহ হয় নাই। সম্প্রতি গজাননের গৃহে সেই বেনামীপত্রখানি পাইয়াই তাহারা জানিতে পারিয়াছে।—দেখিলেই ধরিবে,—মোহন্তমাত্রকেই ধরিবে, জটাধারীমাত্রকেই ধরিবে,—চক্ষে পড়িলেই ধরিবে।"

"হাঁ তাহা বটে,—পূর্ব্বে সংবাদ না পাইলে, পূর্ব্ব হইতে সাবধান না হইলে, তাহার ঐরূপ দশা ঘটিতে পারিত বটে।—তবে এখন আর তাহার সে বেশ ধারণ করা উচিত হয় না,—হত্যাপবাদে কলঙ্কিত ব্রহ্মচারীবেশ ধারণ করা তাহার পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হয় না। এখনই তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" ব্রহ্মচারী এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে বিষণচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বস্ত্রাদি কোথায়?"

"ঐ পেটিকা মধ্যে।"

"কাছারীর পরিচ্ছদও কি উহার মধ্যে আছে?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"উত্তম।" এইকথা বলিয়া ভেকধারী পেটিকার আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক তন্মধ্য হইতে একটী পায়জামা, একটী চাপকান, ও একটী উষ্ণীষ, বাহির করিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে ভেকধারীর কটিবন্ধ গেরুয়া-

বসনস্থলে পায়জামা, অঙ্গত্রাণের পরিবর্ত্তে শুভ্রচাপকান প্রতিনিধি হইল। মস্তকের জটাবলীকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব জরীর তাজ শীর্ষস্থান অধিকারপূর্ব্বক পরমসুন্দর শোভায় শোভমান হইল। বক্ষ-বিলম্বিত শ্মশ্রুরাজী এই সকল অভিনব শোভা দর্শনে লজ্জা পাইয়া সহচর জটাভারের সহিত জীর্ণ অঙ্গত্রাণ ও মলিন গেরুয়াবসনের মধ্যে লুক্কায়িত হইল। বহুপ্রাচীন গেরুয়াবসন নানাভারে ভারাক্রান্ত হইয়া শরণাগতকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই যেন সভয়ে পেটিকাগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বিষণচাঁদ অবাক।—ভেকধারীর ভেক পরিবর্ত্তন ও প্রত্যুৎপন্নমতি দর্শনে একেবারে অবাক। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে অভিনব ভেকধারীর মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।—চক্ষের পলক নাই, একদৃষ্টে তাঁহার বদনমণ্ডলের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বস্তুতঃ জটাধারীকে আর চিনিতে পারা যায় না। জটাশ্মশ্রু অপসৃত হওয়াতে তাঁহার আকৃতিও সেই সঙ্গে বিভিন্নরূপ শ্রীধারণ করিয়াছে। সূত্রকীটের প্রজাপতিরূপ ধারণের ন্যায়, ইনি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া অভিনব শ্রীধারণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি যে জটাধারী মোহন্ত ছিলেন, এটী এক্ষণে আর কিছুতেই অনুভূত হয় না। বর্ত্তমান লক্ষণে ইহাঁকে একজন সম্ভ্রান্ত মুসালমান বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

পাঠক মহাশয়! বিষণজীর পূর্ব্বকথিত সিদ্ধগুরুদেব, ভগবান স্বামীর এখন আর সে বেশ নাই। দেখুন, ইহাঁর এখন এই এক নবীন বেশ, অপূর্ব্ব নবীন মূর্ত্তি। এক্ষণে ইহাঁকে আমরা কি নামে সম্ভাষণ করিব, কি বলিয়া সম্বোধন করিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। হংস-পক্ষের ন্যায় শুভ্রবসনে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া পরমহংস বলিয়াই আলাপ করা যাউক। এ সম্বোধনে বোধ হয়, আমরা ইহাঁর নিকট অণুমাত্রও অপরাধী হইব না; কেননা বিষণচাঁদ ইত্যগ্রে তাঁহার অনুচরের নিকটে ইহাঁকে পরমহংস বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ পরমহংস নামটীও অতিশয় সুশ্রাব্য। এ নামে অপমানও নাই, রহস্যও নাই, বরং তদ্বিনিময়ে

ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। সংসারে অতুল গৌরবেরও অদ্বিতীয় সামগ্রী!—এ নামে সম্বোধন করিলে ইনি আমাদের উপর অসন্তুষ্ট না হইতে পারেন, রাগ দ্বেষ না করিতে পারেন। অতএব আমরা ইহাঁকে নির্ভয়ে পরমহংস বলিয়াই এইস্থলে ইহাঁর সাদর অভ্যর্থনা করি। ইনি যখন এ নামে অগৌরব বোধ করিবেন না। তখন পাঠক মহাশয়েরও বিরাগভাজন হইতে হইবে না, ইহা আমরা সাহসপূর্ব্বক প্রত্যাশা করিতে পারি।

বিষণচাঁদের ভাবগতিক দর্শন করিয়া ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক পরমহংস কহিলেন, "কেমন, এখন কিরূপ হইল? পুলিসের লোকেরা সেই উদাসীন ব্রহ্মচারীকে কি এখন আর সহজে চিনিতে পারিবে?"

সাহ্লাদে সবিস্ময়ে সকৌতুকে বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, "না,—কোন ক্রমেই না;—তবে এখন ভগবানের ইচ্ছা।"

পরমহংস কহিলেন, "ভাল, তাহা যেন হইল। এখন পাদুকার কি হইবে?"

"দিতেছি, কিন্তু জরীর ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাহাও আবার এড়িতোলা নয়, লপেটা।"

হংসদেব উত্তর করিলেন, "তাহাই ত চাই।—তাহাই ত প্রয়োজন!—লপেটা হইলেই ত ভাল হয়। মাথায় জরীর তাজ, পায়ে জরীর লপেটা, ইহাই ত অতি উত্তম। ইহাবই ত আবশ্যক।"

বিষণচাঁদ অপর গৃহ হইতে একযোড়া লপেটা আনয়ন করিয়া, হংসদেব চরণে পরাইয়া দিলেন।—পরমহংস তাহাঁর এই ভক্তি দর্শনে হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাল ভাল, না হইবে কেন? কেমন লোকের পুত্র?—তোমার এই ভক্তি দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এখন জানিতে পারিলাম, যথার্থই তুমি এ যাত্রা আমার প্রাণরক্ষা করিলে। এ কর্ম্মের পুরস্কার পরে পাইবে, আমাদের মহারাজ সিংহাসনে পুনরারূঢ় হইলে, ইহার পুরস্কার তখন করিব, এখন এই পর্য্যন্ত।—এখন আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আর কিছুই প্রতিদান করিতে পারিলাম না।"

"পুরস্কার?—আপনার আশীর্ব্বাদই যথেষ্ট। কিন্ত

কি ? সৌরাষ্ট্রনগর অধিকার হইয়াছে বলিয়াই বুঝি যথেষ্ট হইল ? আজীম খাঁর প্ররোচনায়——"

বাধা দিয়া পরমহংস কহিলেন, " এ সংবাদ তুমি কিরূপে প্রাপ্ত হইলে ? কে তোমাকে এ সংবাদ প্রদান করিল ? মহারাজ সৌরাষ্ট্র অধিকার করিয়াছেন, এ কথা তুমি কাহার নিকট শ্রবণ করিলে ? "

"কাহারও নিকট শ্রবণ করি নাই।—আপনার নামের পত্রেই সে সমস্ত প্রকাশিত ছিল,—তৎপাঠেই তাহা অবগত হইয়াছি।"

"আমার নামের পত্র ? " সচিন্তিতভাবে হংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, " আমার নামের পত্র ? কোন্ পত্র ?—হাঁ হাঁ, ইতিপূর্ব্বেই তুমি একখানা পত্রের কথা বলিয়াছিলে বটে, সেইখানা কি ? "

" হাঁ, সেইখানাই বটে।—সেখানি যদি অপর কাহারও হস্তে নিপতিত হইত, তাহা হইলে আর নিস্তার থাকিত না। সামন্তগিরির ছিন্নমস্তক নাবাব সাহেবের সিংহাসনতলে কোন্‌কালে বিলুণ্ঠিত হইত।"

" হাঁ হাঁ, তাহা সম্ভব বটে। তুমি সহায়তা না করিলে সামন্তগিরি বিষম বিপদে নিপতিত হইতেন বটে। মুসলমানেরা যেরূপ নৃশংস ও নির্দ্দয়, তাহাতে গিরিঠাকুরের যে ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা হইত, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? "

" মহাশয় উপহাস করিবেন না, তাচ্ছিল্য করিবেন না, যথার্থই—"

গম্ভীরভাবে পরমহংস কহিলেন, " না না, আমি তাচ্ছিল্য করিতেছি না, যথার্থই তুমি আমার প্রাণদান করিয়াছ, এ যাত্রা তোমা হইতেই জীবন রক্ষা হইল, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিতেছি।—কিন্তু সে পত্রখানা কৈ ?—কোথায় সেখানা রাখা হইয়াছে ?"

ত্রস্তভাবে বিষণচাঁদ কহিলেন, " নারায়ণ, নারায়ণ, সে পত্র আর রাখিতে আছে ? আমি তাহা পাইবামাত্রই দগ্ধ করিয়াছি,—তাহার চিহ্নমাত্রও রাখি নাই ;—দগ্ধাংশ প্রাপ্ত হইলে লোকে যদি প্রমাদ ঘটায়, এই আশঙ্কায় তাহার ভস্মাবশেষ পর্য্যন্ত ও নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিয়াছি। সে নিমিত্ত——"

অর্দ্ধোক্তিতে বাধা দিয়া হংসদেব সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"আর বাহক,—তাহার নাম,—নিবাস ? সে বিষয়ের ত কিছুই উল্লেখ করিলে না। —কোথায় যাইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে ?"

"কেন, তাহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন ?"

"অপর কিছুই নহে, কিঞ্চিৎ পারিতোষিক প্রদান করা,—পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা।—কোথায় তাহার নিবাস ?"

"কারাগারে !" উজ্জ্বলদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে বিষণচাঁদ কহিলেন, "বাহক কারাগারে,—আমি তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছি।"

"কেন, কারাগারে প্রেরণ করিলে কেন ? অপরাধ ?"

"একমাত্র সামন্তগিরির নাম অবগত হওয়াই তাহার পক্ষে যথেষ্ট অপরাধ !—পত্রবাহক পাছে গিরিঠাকুরের নাম প্রকাশ করিয়া ফেলে, সামন্তগিরি বড়যন্ত্রে সংলিপ্ত, এ কথা পাছে কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয়, পাছে আমার স্বার্থ ও আপনার নিরাপদের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা করে, এই ভয়ে, এই আশঙ্কায়, আমি তাহাকে দলিত ও পেষিত করিয়া ফেলিয়াছি।"

"কেন, সে ব্যক্তি কি সেই পত্রখানা পাঠ করিয়াছিল ? তাহার মর্ম্ম কি সে ব্যক্তি অবগত হইয়াছিল ?"

"না, পাঠও করে নাই,—তাহার মর্ম্মও অবগত ছিল না ; কেবল শিরোনামাটী—"

"তবে" কথা সমাপ্ত করিতে অবসর না দিয়া হংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ?—তবে তাহাতে আশঙ্কা কি ছিল ?"

"কি জানি !" বিষণজী কহিলেন, "কি জানি ! কিসে কি হইত, কে বলিতে পারে ?—একজনকে স্থানান্তর করিলে যদি মনের সমস্ত উদ্বেগই দূরীভূত হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়,—সাবধানের বিনাশ নাই। সে যাহাহউক্, একটী বিষয় জানিবার জন্য আমার মন অতিশয় আকুলিত হইতেছে। যে সংবাদটী এ পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারে নাই,—দুইজন ভিন্ন তৃতীয় ব্যক্তি যে সংবাদের

বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে, সে সংবাদ আপনি পূর্ব্ব হইতে কিরূপে, কি কৌশলে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইলেন?"

ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক পরমহংস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কথা? তোমার রাজাবাহাদুর উপাধি প্রাপ্তির বিষয় জানিবার কথা?—তোমার রাজধানীতে আগমন করিবার কথা?"

সোৎসুকে বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, "হাঁ হাঁ, সেই কথাই বটে। আপনি ইহা কিরূপে জানিতে পারিলেন? নবাব সাহেব যখন আমাকে রাজাবাহাদুর উপাধি প্রদান করেন, তখন সে গৃহে ত অপর কেহই উপস্থিত ছিল না, কেবল দেলওয়ার খাঁ ও আমীর দওলত সাহেব উপস্থিত ছিলেন মাত্র। অতএব এ সংবাদ আপনি কাহার দ্বারা প্রাপ্ত হইলেন? কে আপনাকে এ সংবাদ প্রদান করিল? আমার রাজধানী আগমনের সংবাদই বা আপনি কিরূপে অবগত হইলেন?"

হাস্য করিতে করিতে হংসদেব উত্তর করিলেন, "বাপু, ইহা আর বুঝিতে পারিলে না? এ সামান্য ব্যাপারটাও তোমার বোধগম্য হইল না?"

"না, কিছুই ত না।"

"তোমার এখানে আগমন ও রাজাবাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইবার সংবাদ জানিবার কারণ এই যে, যখন তুমি দওলত সাহেবের বাটীতে গমনপূর্ব্বক সম্মানসূচক পরিচ্ছদাদি প্রাপ্ত হও, সেই সময় আমীর সাহেবের একজন পরিচারক তথায় উপস্থিত ছিল, সে ইহার তদন্ত লইয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে বিজ্ঞাপন——"

উত্তেজিতভাবে উত্তেজিতস্বরে বিষণচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত? তবে বলুন না কেন, নবাব সাহেবের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, আর তিনি স্বয়ং ও শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত আছেন? চারিদিকেই মহারাষ্ট্রীয়ের চরেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিশেষ কোন গুহ্য বিষয় জানিবার আবশ্যক হইলে আপনাদের আর অধিক কষ্ট পাইতে হয় না, সহজেই তাহা অবগত হইতে পারেন। যবনেরা কেবল আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত

থাকিবে, আর বসিয়া বসিয়া এটা কর্, ওটা কর্ বলিয়া আদেশ প্রদান করিবে! রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে, তাহার কিছুই সন্ধান রাখিবে না। প্রজারা সুখে আছে, কি কষ্টভোগ করিতেছে, ইহার কিছুই তদন্ত করিবে না, এরূপ লোকের রাজ্য থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল।"

পরমহংস মৃদুমন্দ হাস্য করিলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর করিলেন না। বিষণজী পুনর্ব্বার কহিলেন, "যাহাই হউক, কিন্তু আপনি কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া চলিবেন।—সতর্ক হইয়া থাকিবেন?"

"এ প্রহেলিকার তাৎপর্য্য ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহার অর্থ কি?"

"হিন্দুদিগের অভ্যুদয় হইবে, এইটাই আপনি মনে মনে স্থির করিয়াছেন? এইটাই আপনার ধ্রুব বিশ্বাস? কেমন না?"

"অবশ্য। ত্বরায়ই হিন্দুরাজা গুর্জ্জরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবেন। ইহাতে আর সংশয়মাত্রও নাই!"

"আপনি এরূপ বিবেচনা করিবেন না।—হিন্দুদিগের পরস্পরে কিছুমাত্র একতা নাই,—সকলেই স্ব স্ব প্রধান,—পরস্পরে পরস্পরের শত্রু;—বিপদ সময়ে কেহই কাহাকে সাহায্য করে না। বরঞ্চ যাহাতে অনিষ্ট হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকে। মহীপত, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, মনে মনে যদি এরূপ আশা করিয়া থাকেন, তবে সেটা তাঁহার ভুল। তিনি দশপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই, সেই মহারাষ্ট্রীয়েরাই আবার তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিবে। পরাস্ত হইলে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া কোন অপরূপ বন্যপশুর ন্যায় তিনি এস্থানে নীত হইবেন। পরিশেষে তাঁহার ভাগ্যে যে কি হইবে, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে চাহি না; আপনিই তাহা অনুমান্ করিয়া লউন।"

"বাপু, মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিবে বটে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য নহে, তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত।"

"মুষ্টিমাত্র হিন্দুসেনা তাঁহার অধীনে আছে, এখান হইতে সহস্র

সহস্র সুশিক্ষিত যবন সৈন্য তাহাঁর বিপক্ষে প্রেরিত হইবে, তখন আর তাহাঁর বিপদের ইয়ত্তা থাকিবে না।”

“যত অধিক সৈন্য প্রেরিত হইবে, ততই উত্তম, ততই সুবিধা।—তাহাঁকে সমাদরপূর্ব্বক আনয়ন করিবার ততই সুবিধা।”

“আজীমশাঁর প্ররোচনায় সৌরাষ্ট্র অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া মহীপত মনে করিতেছেন, বুঝি সকল কর্ম্মচারীই সেই প্রকৃতির লোক,—সকলেই বুঝি সেই পথ অবলম্বন করিবে. সকলেই বুঝি বিশ্বাসঘাতক,—
—সকলেই বুঝি নবাবের বিপক্ষতাচরণে তৎপর। কিন্তু তাহা নহে; আজীমের প্রকৃতির লোক এ রাজ্যে প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুর্ঘট। আজীমের প্ররোচনায় আপাততঃ সৌরাষ্ট্র করায়ত্ব করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেখানে আর তাহাকে অধিকদিন নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে হইবে না; কঙ্কণরাজ শীঘ্রই তাহাঁর পশ্চাৎদিক আক্রমণ করিবেন।”

“হাঁ, কাঙ্কণরাজ পশ্চাতে আসিবেন বটে, কিন্তু আক্রমণ করিবার নিমিত্ত নহে, তাহাঁর পৃষ্ঠরক্ষক হইবার জন্য।”

“বিজয়পুরের রাজা, নবাব সাহেবের একজন অতি বিশ্বাসী বন্ধু, এ সময় কখনই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন না। অবশ্যই তাহাঁর সৈন্য রাওজীর পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিবে,—হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়া উঠিবে।”

“হাঁ, এখানে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে বটে।—বিজয়পুরের রাজা, রাওজীর পার্শ্বরক্ষক হইলে এখানে একটা হুলস্থুল ব্যাপার হইয়া উঠিবে বটে।”

“যাহাই বলুন, আর যাহাই ভাবুন, কিন্তু আমি যতদূর শ্রবণ করিয়াছি, যতদূর আমার জানা আছে, তাহাতে যে আপনারা কৃতকার্য্য হইবেন, এমনটী ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।”

“বাপু এটী তোমার বুঝিবার ভ্রম।—মনের ভ্রান্তি মাত্র।—আমাদের চর, চতুর্দ্দিকেই পরিভ্রমণ করিতেছে।—কি আমীর ওমরা, কি গরিব গোবুবা, সকলেরই গূঢ় সংবাদ প্রত্যহই প্রাপ্ত হইতেছি।—উজির

হইতে শিক্ষানবিস পর্য্যন্ত, রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে কি কি উপায় অবলম্বন করিতেছে, সমস্তই আমরা যথাসময়ে জানিতে পারিতেছি।—সে বিষয়ের সংবাদ পাইতে আমাদের মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব হয় না,—তাহার প্রমাণও তুমি, তোমার রাজধানীতে আগমন, রাজাবাহাদুর উপাধিলাভ, এ সমস্ত বিষয় জানিতে পারাই সে বিষয়ের জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য।—অতএব আমি যাহা বলিলাম, সে সমস্তই ঠিক।—আমার ভবিষ্যবাণীটী মনে রাখিও, কর্ম্মের সময় উপস্থিত হইলে, একটী একটী করিয়া মিলাইয়া লইও,—দেখিবে ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইবে। আমাকে জ্যোতির্ব্বিদ্ জ্ঞান করিয়া তুমিই তখন আমাকে মনে মনে কতশত ধন্যবাদ প্রদান করিবে।"

"ভাল দেখা যাউক, আপনার অনুমান কতদূর সত্যে পরিণত হয়। কিন্তু আবার বলি, আপনি কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া চলিবেন,—ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা,—ইহাই আমার বক্তব্য,—ইহাই আমার সবিশেষ অনুরোধ।—এখন ভগবান আপনার মঙ্গল করুণ।"

"সে নিমিত্ত চিন্তা করিও না, আমি সাবধানেই আছি, আমার ছদ্মবেশ অদ্যাপিও প্রকাশ পায় নাই। কি বেশে কখন যে কোথায় পরিভ্রমণ করি, তাহা অদ্যাপি কেহই জানিতে পারে নাই। কখন মোহন্ত, কখন আমীর, কখন ভিক্ষুক, কখন কিছু, কি বেশধারণ করিয়া রঙ্গভূমে অভিনয় করি, তাহা তোমার সুচতুর পুলিসের কথা দূরে থাকুক, আমার সংদলস্থ অতি অন্তরঙ্গ মিত্রও সে বিষয়ে এখন পর্য্যন্তও অনভিজ্ঞ।—তজ্জন্য তুমি চিন্তিত হইও না। আমি সতর্কভাবেই বিচরণ করিয়া থাকি। তবে এখন বিদায় হই, আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও।"

"ঈশ্বর আপনারে রক্ষা করুন, মহাশয় প্রণাম হই, পদধূলি প্রদান করুন।" বিষণচাঁদ এইকথা বলিয়া হংসদেবের চরণযুগল পরিচুম্বন করিয়া ভক্তিভাবে চরণরেণু আপন মস্তকে ধারণ করিলেন। সন্তর্পণে গৃহদ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক কোথায় কেহ আছে কি না দেখিবার নিমিত্ত, একবার বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। পথ পরিষ্কার দর্শনে সাহ্লাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বাহিরে আসিবার জন্য অতি ব্যগ্রভাবে পরমহংসের

প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। মনোভাব বুঝিতে পারিয়া হংসদেব ত্বরিত-পদে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। প্রস্থান সময়ে তিনি কাহারও নয়নপথে নিপতিত হইলেন না।

কএক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত। সহসা চারিজন পুলিসের লোক গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত। প্রধান ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বিষণচাঁদকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! একজন মোহন্ত না আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়াছিল?"

প্রশান্তভাবে বিষণজী উত্তর করিলেন, "হাঁ, আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সে ত বহুক্ষণ হইল প্রস্থান করিয়াছে। কেন হে, ব্যাপারটা কি?"

প্রশ্নকারী কহিল, "মহাশয়! বড়ই সুবিধা ছিল, মূল আসামীকে ধৃত করিবার বড়ই সুবিধা ছিল। সে ব্যক্তি মোহন্ত নয়, রাজ্যের একজন ভয়ানক ষড়যন্ত্রকারী। মোহন্তের বেশ তাহার ভেক, জটাধারী ভেকধারী ভণ্ড মাত্রেণ ভাল মহাশয়, সে ব্যক্তি আপনার নিকট কি নিমিত্ত আসিয়াছিল?—তাহার অভিপ্রায়টা কি?"

বিষণচাঁদ অম্লানবদনে কহিলেন, "দেওয়ান মহল্লাস লইয়া যাইবার চেষ্টা,—বাপ, বিশেষ কার্য্য আটকাইয়া আছে;—কি বর্ণিয়া, এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বিষয়ের উত্তর দান করে না, অন্য কথার উত্থাপনে প্রকৃত বিষয়টী চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা পায়; ইহাতে অন্তর মধ্যে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তাহার সহিত গমন করিতে অস্বীকার পাইলাম; সুতরাং সে ব্যক্তি হতাশ্বাস হইয়া আমার নিকট হইতে চলিয়া গেল।"

আগ্রহ সহকারে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া জমাদার কহিল, "বেশ করিয়াছেন,—উত্তম করিয়াছেন, সুবিবেচনারই কার্য্যকরা হইয়াছে, যাইলে আর রক্ষা থাকিত না,—আপনারে ধ্বংস করিয়া ফেলিত,—প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িত।"

সবিস্ময়ে বিষণচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, "তবে সেটা হত্যাকারী? হত্যাই তাহার ব্যবসা?"

"আজ্ঞা না, হত্যা তাহার ব্যবসা নহে, তবে রাজ্যের প্রধান প্রধান

কর্ম্মচারী, এবং সরকারের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণকে ষড়যন্ত্রে সংলিপ্ত করাই তাহার জীবনের একমাত্র সারব্রত, সে তাহারই চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়! আজ দুইদিবস হইল আমরা তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছি, বেটাকে আজ ধরিয়া ছিলাম আর কি। কিন্তু বেটার ভারি কপাল জোর, বাঁচিয়া গেল। দেখি, এখনও যদি নারকী বেটাকে ধরিতে পারি।” সদম্ভে এই শেষ কএকটী কথা উচ্চারণপূর্ব্বক জমাদার সাহেব শশব্যস্তে সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিল। অপরাপর লোকেরাও একে একে তাহার অনুগামী হইল, মুফ্‌তী বিষণজী তখন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

চতুর্থ কাণ্ড।

অঙ্গীকারের পরিণাম।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, মুফ্‌তী বিষণচাঁদ রঞ্জনলালকে আশ্বাসবাক্যে আশ্বাসিত করিয়া আপনি স্বয়ং বরদানগরাভিমুখে প্রস্থান করেন। তাঁহার সেই আশ্বাসবাক্যের ফল কিরূপে পরিণত হইল, মৃদুস্বরে দারোগা সাহেবকে তিনি কিরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, রঞ্জনলালের গ্রহ সুপ্রসন্ন কি অপ্রসন্ন, আসুন, সে বিষয়ের তদন্ত করিতে আমরা একবার তাঁহার নিকট গমন করি।

দারোগা সাহেব রঞ্জনলালকে বিষণজীর গৃহ হইতে লইয়া আসিয়া অপর একটী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় দশবারজন অস্ত্রধারী পুলিসের লোক বসিয়াছিল, দারোগাকে দেখিবামাত্র সকলেই সসম্ভ্রমে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিল। তিনি সম্মুখস্থ একব্যক্তিকে সম্বো-

ধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ করিম! এ ব্যক্তিকে আপাতত হাজত-গৃহে লইয়া যাও, সেখানে যত্ন করিয়া রাখিও; দেখিও তথায় ইহার যেন কোনরূপ শারীরিক কষ্ট না হয়। পরে যেরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইবে সেইমত কার্য্য করিও।"

করিমসেখ বন্দীকে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে, দারোগা সাহেব পুনর্ব্বার কহিলেন, "আর দেখ, একজন হিন্দুদ্বারা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনয়নপূর্ব্বক ইহাকে আহার করিতে দিও। দেখিও, ইহার যেন অন্যথা না হয়।"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "আহারের প্রয়োজন করে না, বাটীতে যাইয়াই আহার করিব।"

দারোগার চক্ষে জল আসিল, তিনি মুখ ফিরাইলেন। অতিকষ্টে চক্ষের জল সম্বরণপূর্ব্বক কহিলেন, "না'না, কাল তোমার সমস্তদিনটা উপবাসে গিয়াছে। রাত্রিতেও আবার আহার নিদ্রা হয় নাই। নিরাহারে এতদূর আসা বড় সামান্য কষ্ট নয়। এখন পর্য্যন্তও—"

বাধাদিয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, "আজ্ঞা, পথে আমার কিছুই কষ্ট হয় নাই, শকটারোহণে আগমন করিয়াছি, তাহাতে আর কষ্টটা কি হইয়াছে? তবে আপনি বারবার অনুমতি করিতেছেন, আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘনকরা আমার পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হয় না। কিন্তু মহাশয়, এখানে ত আর আমাকে অধিকক্ষণ থাকিতে হইবে না, এখনই ত মুক্তিলাভ করিতে পারিব। সেই নিমিত্তই বলিতেছি, বাটীতে যাইয়াই আহার করিব, এ নরককুণ্ডে আর কেন?"

দয়ালু দারোগার মুখে কথা সরিল না, তাহাঁর হৃদয় দুঃসহ দুঃখে পরিপূর্ণ হইল। রঞ্জনের এই শেষকথাটী সুশাণিত অস্ত্রের ন্যায় তাহাঁর মর্ম্মদেশে আঘাত করিল। তিনি অতিকষ্টে ভাবগোপন করিয়া রঞ্জনের উভয়স্কন্ধে উভয়হস্ত প্রদানপূর্ব্বক ছাড়াছাড়া কথায় কহিলেন, "মুক্তিলাভ ত করিতেই পারিবে, কিন্তু কখন,—তাহার স্থিরতা নাই, যাইতে অনেক পথ, পৌঁছিতে অধিকরাত্রি হইবে, হয় ত আজ পৌঁছিতে

পারিবেই না, দুইদিন উপবাস, কিঞ্চিৎ আহার কর, শরীরটা কতক পরিমাণে সুশীতল হইবে।"

"যে আজ্ঞা, যেরূপ অনুমতি করেন। কিন্তু আপনি এত কাতর কেন?"

"না কাতর কিসের? রৌদ্রটা অধিক, সেই নিমিত্ত মুখ শুকাইয়া উঠিতেছে। এখন যাও, এই লোকটীর সঙ্গে যাও।" বলিতে বলিতে দারোগা সাহেব সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

আহারাদি সমাপন হইলে করিমের সহিত রঞ্জনলাল নীচে নামিয়া আসিলেন। সম্মুখে প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের তিনদিক অতি উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, একদিকে সারিবন্দী কএকটী গৃহ। প্রতি গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটী গবাক্ষ। রক্ষীর নিকট হইতে চাবী লইয়া করিমসেখ একটী গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক রঞ্জনকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল। রঞ্জনলাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন; মহাশব্দে হাজতগৃহের বৃহৎদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

গৃহটী নিতান্ত ক্ষুদ্র। দীর্ঘে ছয় হস্ত, এবং প্রস্থে চারিহস্ত পরিমাণ, উর্দ্ধে পাঁচহস্তের অধিক হইবে না। বসিবার অন্য কোন আসন নাই, কেবল একখানি লৌহনির্ম্মিত টুল। রঞ্জনলাল টুলের উপর উপবেশন করিলেন। গৃহমধ্যে অতিশয় দুর্গন্ধ;—নির্ম্মল বায়ু প্রাপ্ত হইবার আশায় টুলখানি টানিয়া লইয়া গবাক্ষের সন্নিকটে যাইয়া আসন পরিগ্রহণ করিলেন। গবাক্ষপথ উর্দ্ধে থাকাতে তাঁহার মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইল না; যে দুর্গন্ধ, সেই দুর্গন্ধই নাসিকামধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইহাতে যদিও তাঁহার অতিশয় কষ্ট বোধ হইতেছিল, কিন্তু বিচারপতির সেই আশ্বাস বাক্যগুলি স্মরণ করিয়া তিনি সেই কষ্টকে কষ্টজ্ঞানই করিলেন না। মনে ধ্রুব বিশ্বাস, এখনই নিষ্কৃতিলাভ করিতে পাইবেন। প্রতি পদশব্দে চমকাইয়া উঠেন, মনে করেন, এইবার বুঝি দুঃখের অবসান হইল, এইবার বুঝি মুক্তিদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে।—ক্রমে সন্ধ্যা,—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহটী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, একটীমাত্র গবাক্ষ,

তাহাও অতিশয় ক্ষুদ্র, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অন্ধকার আগমনপূর্ব্বক সেই স্থানটী অধিকার করিয়া লয়। অন্ধকারে মশকের অতিশয় প্রাদুর্ভাব।—তাহারা দলে দলে অগ্রসর হইয়া রঞ্জনের অর্দ্ধশরীরে পরমসুখে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই;—তিনি একমনে বিষণচাঁদের সেই আশ্বাসবাক্য স্মরণ করিতেছেন, তখনও যেন সেই স্তোকবাক্যগুলি তাঁহার শ্রবণপুটে প্রতিঘাত করিতেছিল, একমনে তিনি তাহাই ভাবিতে ছিলেন। শরীরের দিকে দৃষ্টিপাতই নাই;—ভাবিতে ভাবিতে দশদণ্ডঘটিকা অতীত হইয়া গেল। এমন সময় কতকগুলি লোকের পদশব্দ সহসা তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিল। তিনি সহর্ষে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিষ্কৃতি পাইবার আশায় তাঁহার অন্তর মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎপরে গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া দুইজন উল্কাধারী তৎসঙ্গে পাঠক মহাশয়ের পূর্ব্বপরিচিত করিমসেখ ও অপর তিনজন অস্ত্রধারী প্রহরী তন্মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রহরীর আগমনে রঞ্জনলাল কিছু চিন্তান্বিত হইলেন,—হৃদয়ে কিঞ্চিৎ শঙ্কার উদয় হইল। ভাবিলেন, খালাসি হুকুম শুনাইতে প্রহরীর আবশ্যক কি? আবার ভাবিলেন, হয় ত পুলিসের নিয়মই এই, কোন বন্দীকে মুক্তিদান করিবার সময় তাহারা এইরূপ আড়ম্বরের সহিতই মুক্তির অনুমতি শ্রবণ করাইয়া থাকে, তাহাদের কাণ্ডই এইরূপ। মনে মনে এই সকল তোলাপাড়া করিয়া রঞ্জনলাল করিমসেখকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কি খালাসের হুকুম আসিয়াছে?"

করিম উত্তর করিল, "তোমাকে এখান হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্তই ত আমাদের আগমন।"

আগ্রহে রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার খালাসের হুকুম নামা কৈ? মুফ্‌তি মহাশয়, কি হুকুম দিয়াছেন?"

উত্তর হইল, "তাঁহারই ত হুকুম মত আসিয়াছি।"

দিরুক্তি না করিয়া রঞ্জনলাল তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে তথা হইতে বাহিরে আসিলেন। সদররাস্তার ধারে একখানি শকট উপস্থিত ছিল, করিমসেখ রঞ্জনলালকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল, রঞ্জনলাল

প্রবেশ করিলেন। তিনজন অস্ত্রধারী ভিতরে যাইয়া বসিল, অপর একজন ছাদে উঠিল। শকটখানি হেলিতে ঢুলিতে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

পরদিন বেলা দুইপ্রহর দুইঘটিকার সময় শকটখানি আমোদ নগরের সন্নিকট একটী পান্থশালায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে থামিলে কেন? আর কিছুদূর যাইলেই ত আমোদনগরে পৌঁছিতে পারিতে, পান্থশালায় থামিলে কেন?"

করিম উত্তর করিল, "বেলা অধিক হইয়াছে, এইখানেই আহারাদি করা যাউক, আমোদনগর পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে, এখানেই পাকশাকাদি করা যাউক। বিশেষত ঘোড়া আর পারিবে কেন? সমস্ত রাত্রি চালিত হইয়াছে, আর পারিবে কেন?"

"তাহাও বটে" বলিয়া রঞ্জনলাল শকট হইতে অবতরণপূর্ব্বক রক্ষিদিগের সহিত পান্থশালায় প্রবেশ করিলেন।"

আহারাদি সমাপন করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল, করিমসেখের ইঙ্গিতে রঞ্জনলাল পুনর্ব্বার শকটে যাইয়া আরোহণ করিলেন। গাড়ীখানি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। এবারে নূতন শকট নূতন ঘোটক, ঘোড়া দুটীও সতেজ, সবল, সুতরাং নক্ষত্রবেগে গমন করিতে লাগিল। কিছুদূর গমন করিলে পর, রঞ্জনলাল করিমসেখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই এদিকে কেন? বোধ হয় পথ ভুল হইয়া থাকিবে। আমোদ নগর যে উত্তরপশ্চিমদিকে, এদিকে যাইতেছ কেন?"

কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে করিমসেখ উত্তর করিল, "না না, পথ ভুল হয় নাই। ঠিক চলিতেছে। তুমি এরূপ অধৈর্য্য কেন? কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারন করিলেই ত সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবে। এত উতলা হও কেন?"

রঞ্জনলাল লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "হাঁ ভাই, অন্যায় হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করিও।"

করিম কহিল, "আর কথা কহিও না।"

প্রায় দুইঘণ্টাপথ অতিবাহিত করিয়া, শকটখানি নর্ম্মদানদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। করিমসেখের ইঙ্গিতে রঞ্জনলাল শকট হইতে অবতরণ করিলেন। সেখকরিম দুই তিনবার করতালি দিয়া কোন একটী বিশেষ সঙ্কেত করাতে, দূর হইতে "যাইতেছি" বলিয়া একখানি নৌকা ঝপ্ ঝপ্ শব্দে তীরে আসিয়া সংলগ্ন হইল। এই সকল সাঙ্কেতিক ব্যাপার দর্শনে রঞ্জনলাল শঙ্কান্বিত হইয়া, সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? নৌকায় কেন?"

একজন উত্তর করিল, "আর হাঁটাপথ নাই।"

রঞ্জন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষণচাঁদ মহাশয় কি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন?"

উত্তর হইল, "আমরা কি বিনা হুকুমে কাজ করিতেছি? তিনিই ত তোমার লইয়া যাইতে আমাদিগকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন! সেই নিমিত্তই ত——"

"তিনি এখন কোথায়? আমরা কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি? তোমরা কি আমায় সেইখানে লইয়া যাইতেছ?" সাগ্রহে এইকথা জিজ্ঞাসা করিয়া রঞ্জনলাল উত্তর প্রতীক্ষায় করিমের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ঔদাস্যভাবে করিমসেখ উত্তর করিল, "হাঁ হাঁ, কি আপদ! উঠ না, এই না তখন ক্ষমা চাহিয়াছিলে?"

রঞ্জনলাল অপ্রস্তুত হইলেন। মস্তক অবনত করিয়া স্থিরপদে রক্ষিদিগের সহিত জলযানে আরোহণ করিলেন। নিক্ষিপ্ত তীরবৎবেগে নৌকাখানি নর্ম্মদাবক্ষে পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে লাগিল।

দুইঘণ্টা অতীত,—নৌকাপথেও প্রায় দুইঘণ্টা অতীত। নর্ম্মদা নদীতে রঞ্জনলাল অনেকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন, দুইধারের বৃক্ষ এবং কোন কোন বিশেষ চিহ্ন তাঁহার বিলক্ষণরূপেই স্মরণ ছিল, দেখিবামাত্রেই চিনিতে পারিলেন। যদিও তখন রাত্রি, কিন্তু উজ্জ্বলজ্যোৎস্না থাকাতে, কোথায় আসিয়াছেন, দেখিবামাত্রই জানিতে পারিলেন, সোৎসুকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কতদূর যাইতে হইবে? আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

করিম সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ক্রমে জানিতে পারিবে।"

রঞ্জনলাল উত্তরকারীর উভয় হস্ত ব্যগ্রভাবে ধারণপূর্ব্বক, কাতরস্বরে কহিলেন, "ভাই, জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তোমরা কোথায় লইয়া যাইবে?—মিনতি করি প্রকাশ কর, শুনিলে আমি কিছুই করিব না,—দিব্য করিয়া বলিতেছি, কিছুই করিব না,—আমার ভাগ্যে যাহাই থাকুক; প্রকাশ করিয়া বল, ঈশ্বরের দোহাই প্রকাশ করিয়া বল, শুনিলে আমি তাহাতে কিছুমাত্র বাধা দিব না;—আর বাধা দিবারই বা ক্ষমতা কৈ?—এখান হইতে পলায়ন করিবার উপায় কৈ? চতুর্দ্দিকে জল,—বিশেষতঃ চারিদিকে প্রহরী বেষ্টিত, কিরূপে পলায়ন করিব? ঈশ্বরের দোহাই প্রকাশ করিয়া বল।"

এই কাতরোক্তি শ্রবণে নিষ্ঠুর করিমের হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্রও হইল না। তাচ্ছিল্যভাবে উত্তর করিল, "তুমি না পোতাধ্যক্ষ?—একখানা আদোত্ জাহাজ না তোমার জিম্মায়? প্রায়ই না তুমি এই পথে গমনাগমন করিয়া থাক? কোথায় যাইতেছ, তাহা তোমার বোধ হইতেছে না? ন্যাকামো?"

এই ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে রঞ্জনের ক্রোধোদয় হইল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া উত্তর করিলেন, "এটী নর্ম্মদানদী, এইমাত্র জানি,—তদ্ব্যতীত আর কিছুই আমার জানা নাই, দিব্য করিয়া বলিতেছি, তদ্ভিন্ন অপর কিছুই আমি অবগত নহি।"

রুক্ষস্বরে করিমসেখ আবার বলিল, "চালাকী?—চালাকী কর কেন? সর্ব্বদাই এই পথে গমনাগমন করিয়া থাক,—এইটী তোমার জানা পথ, এ পথে কোথায় যাইতে হয়, তাহা তুমি অবগত নহ? এও কি একটা কথা? চালাকী?"

সাগ্রহে রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই ত আমি বলিয়াছি, এটী নর্ম্মদানদী, ইহাই আমার জানা আছে।—তদ্ভিন্ন অপর কিছুই আমি অবগত ——"

বাধা দিয়া করিমসেখ কহিল, "জান না?—তবে ত ভালই হইয়াছে। তোমাকে বলিবার আমাদের সবিশেষ আপত্তি আছে।—অনুমতি নাই।"

অতি বিনীতভাবে অতি কাতরস্বরে রঞ্জনলাল কহিলেন, "ভাই! আমাকে বলাতে তোমাদের হানিটাই বা কি? যে বিষয়টী পাঁচমিনিট দশ মিনিট অথবা অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে জানিতে পারিব, সে বিষয়টী কিঞ্চিৎপূর্ব্বে প্রকাশ করিতে তোমাদের আর ক্ষতিবৃদ্ধিই বা কি? অনিশ্চিত পরিণাম বড়ই ভয়ানক।—শুনিলে যদি আমার মনটা কতক পরিমাণে স্থির হয়, তবে সেটী প্রকাশ করিতে তোমাদের আর বাধাই বা কি আছে?"

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া করিমসেখ কহিল, "তাহাও বটে। এখন প্রকাশ করিবার আর হানিই বা কি? কিন্তু যথার্থই কি তুমি জানিতে পারিতেছ না?—যথার্থই কি তোমার অনুমান হইতেছে না?"

রঞ্জনলাল কহিলেন, "সত্যই বলিতেছি, জানি না,—সত্যই আমার বোধ নাই।"

"কি আশ্চর্য্য! এমন কাণাও লোকে হয়,—এমন হাবা লোকও পৃথিবীতে থাকে! ভাল. সম্মুখে ওটা কি দেখ দেখি।" এই কথা বলিয়া করিমসেখ অঙ্গুলী দ্বারা একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

রঞ্জনলাল সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সম্মুখে "ভীমগড়" নামক প্রস্তরময় ভীষণ দুর্গ তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল, তিনি অন্তরে কাঁপিয়া উঠিলেন, তাঁহার জীবাত্মা প্রকম্পিত হইল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কি ঐখানেই লইয়া যাইতেছ? ভীমগড়ে লইয়া যাইবে কেন? কেন, আমার অপরাধ কি? কি কারণে আমায় ওখানে লইয়া যাইবে?"

করিমসেখ হাস্য করিয়া উঠিল, কিন্তু কিছুই উত্তর দান করিল না। রঞ্জনলাল বলিতে লাগিলেন, "ওখানে ত যত দুশ্চরিত্র, হত্যাকারী, রাজদ্রোহী, আর ভয়ানক ভয়ানক অপরাধে যাহারা অপরাধী, তাহাদেরই ত বাসস্থান ঐখানে।—তা আমাকে ওখানে লইয়া যাইবে কেন? আমার অপরাধ কি? কি অপরাধে আমি বন্দী! আমি হত্যাকারীও নই,

তস্কর্ও নই, তবে আমাকে ওখানে বন্দী রাখিবে কেন?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া পুনর্ব্বার দৃঢ়মুষ্টিতে করিমের হস্ত ধারণপূর্ব্বক আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল করিম! ওখানে কি কোন বিচারপতি থাকেন? ওখানে কি কোন অপরাধীর বিচার হয়?"

করিমসেখ হাস্য করিয়া উত্তর করিল, "ওখানে কেবল জেলদারোগা, লোকলস্কর, আর পুরু পুরু খুব মোটা পাথরের দেওয়াল, চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া আছে;—আর কিছুই নাই। অবাক হইলে যে?—সে দেওয়াল ভেদ করা বড় সহজ কথা নয়, ভয়ানক দৃঢ়,—উঃ! হস্ত ওরূপ দাবন কর কেন, লাগে যে।"

করিমের এই শেষকটী কথা রঞ্জনলালের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না। তিনি অন্যমনে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে বুঝি আমাকে ঐখানে লইয়া যাইতেছ? ঐখানে বুঝি আমাকে বন্দী অবস্থায় থাকিতে হইবে?"

করিম ঔদাস্যভাবে উত্তর করিল, "সম্ভব বটে।—আঃ! লাগে যে, হস্ত পরিত্যাগ কর না।"

রঞ্জনলাল সেইভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনা হুকুমে, বিনা বিচারে?"

উত্তর হইল, "বিচার ত শেষ হইয়াছে, আবার কি?"

রঞ্জনলালের মস্তক ঘুরিয়া গেল, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। নৈরাশ্য ব্যঞ্জকস্বরে উন্মত্তের ন্যায় সহসা বলিলেন, "আঁা বিষ-ণঙী কি কিছুই করিতে পারিলেন না? প্রধান কাজী তাঁহার অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন না? মুফ্‌তী সাহেবের অঙ্গীকার বৃথা হইয়া গেল?"

"সে বিষয় আমার জানা নাই। মুফ্‌তী সাহেব কি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু ভীমগড়—আরে একি, একি, পাখ্‌ড়ো পাখ্‌ড়ো।" বলিয়া করিমসেখ চীৎকার করিয়া উঠিল।

রঞ্জনলাল নদীতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, করিমসেখ সতর্ক থাকাতে তাঁহার এই উদ্যম দেখিতে পাইয়াছিল।

রঞ্জনলাল যেমনি লম্ফ প্রদান করিয়া নদীতে পড়িবেন, করিমসেখ অমনি তাঁহার কটিদেশের বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক পশ্চাৎদিকে আকর্ষণ করিল, তিনি নৌকার উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন। অমনি চারিদিক হইতে আর আর সকলে তাঁহাকে সজোরে চাপিয়া ধরিল। করিমসেখ বক্ষে হাঁটু দিয়া কঠোর উগ্রস্বরে ভৎর্সনা বাক্যে বলিতে লাগিল, "তবে রে হিন্দু? এই না তোর ধর্ম্মজ্ঞান? এই না তোর কিরে করা?—কাফের পাজী।—তোকে প্রথমে বিশ্বাস করাই অন্যায় হইয়াছে। তোকে পূর্ব্বাহ্নে জ্ঞাপন করাই অন্যায় হইয়াছে।—নচ্ছার পাজী!—কোথায় দয়া করিয়া বলিলাম, তাহারই কি এই প্রতিফল?—স্থিরভাবে বসিয়া থাক্—ছাড়িয়া দিতেছি, স্থিরভাবে বসিয়া থাক্। এদিক ওদিক করিলেই যমালয়ে প্রেরণ করিব।" এই কথা বলিয়া তাঁহার বক্ষদেশ হইতে হাঁটু উঠাইয়া লইল।

রঞ্জনলাল উঠিয়া বসিলেন, কিছুই উত্তর করিলেন না। নিদারুণ অপমানে তাঁহার অন্তরাত্মা ভয়ানকরূপে বিদগ্ধিত হইতে লাগিল,—বিজাতীয় ক্রোধে তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পান্বিত হইতে লাগিল। তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ, এবং বারম্বার হস্তে হস্ত পেষণ করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, ইহাদের ঠেলিয়া দিয়া নদীতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক সন্তরণ দ্বারা পলায়ন করি। আবার ভাবিলেন, চারিজন অস্ত্রধারীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। একান্তপক্ষে আটক রাখিতে না পারিলে, ইহারা অবশ্যই আমাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। নির্জ্জনে, গুপ্তভাবে, মুসলমান হস্তে এরূপ মৃত্যু তিনি শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন না। বিশেষতঃ মুফ্‌তী বিবণজীর সেই আশাজনক বাক্যে, অঙ্গীকার, উপদেশ, হঠাৎ তাঁহার শ্রুতিপথে সমুদিত হইল। অতএব এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আদৌ তাঁহার মন সরিল না। বৃথা বৃথা জীবনকে সংশয়াপন্ন করা, বিপদগ্রস্ত করা, তাঁহার অন্তর মধ্যে শ্রেয় বলিয়া জ্ঞান হইল না। মুফ্‌তী মহাশয় হয় ত কোন বিশেষ প্রতিবন্ধকতায় তাঁহার সেই অঙ্গীকার পালন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, কোন কার্য্যগতিকে অদ্য হয় ত সে কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইলেন না। কিন্তু সময় প্রাপ্ত হইলে সেই অঙ্গীকার পালন

করিতে অবশ্যই তিনি যত্নবান হবেনই হইবেন। ইত্যাদি ভাবিয়া এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তিনি এককালীনই নিরস্ত হইলেন;—ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক স্থিরভাবে নৌকার উপর বসিয়া থাকিলেন। কএক মুহূর্ত্ত পরেই নৌকাখানি ভীমগড়ের ভিতরে যাইয়া প্রবেশ করিল। গড়ের ভিতরেই ঘাট, দাঁড়ী মাঝিরা নৌকাখানি তথায় লইয়া ভিড়াইয়া দিল।

পঞ্চম কাণ্ড।

ভীমগড়,——পাতালপুরী।

ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলে রক্ষরা রঞ্জনলালের উভয় বাহু দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নৌকা হইতে অবতরণ করাইল। তিনি শান্তভাবে তাহাদের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। ভীমগড়ের সিংহদ্বারে একটী বৃহৎ ঘণ্টা শৃঙ্খল সংযোগে আলম্বিত ছিল, একজন যাইয়া তাহাতে দুই চারিবার আঘাত করিল। আঘাতপ্রতিঘাতে ঘোর শব্দে সেই ভীমঘণ্টা বিঘোর নিনাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কএক মুহূর্ত্তপরে উপরের গবাক্ষদ্বারে দীর্ঘ শ্মশ্রু বিশিষ্ট একটী কেশশূন্য মুণ্ড বিনির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?" একজন রক্ষী উত্তর করিল, "বন্দী,—দ্বার খুলিয়া দাও।" "যাইতেছি" এই শব্দ বিনিঃসৃত করিয়া মুণ্ডটী তথা হইতে অপসৃত হইল। প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে ভীষণ নির্ঘোষে ভীমগড়ের লৌহময় ভীমকবাট উন্মুক্ত হইয়া ভিত্তির উভয় পার্শ্বে সংলগ্ন হইল। একজন অস্ত্রধারী একটী প্রজ্জ্বলিত উল্কা হস্তে বহির্দ্দেশে আগমন পূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে সকলের মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

উল্কাধারী এই দুর্গের প্রবেশ দ্বারের প্রধান প্রহরী, রক্ষিদিগের পূর্ব্ব পরিচিত মিত্র, নাম লণ্ডদন খাঁ। তাহাকে দেখিয়া সকলেই শশব্যস্তে সাদর

সম্ভাষণের নিমিত্ত অগ্রসর হইল। পরস্পরের মিষ্টালাপ হইলে পর, দ্বাররক্ষক জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় হে? তোমাদের বন্দী কোথায়?"

একজন রক্ষী উত্তর করিল, "এই যে, সঙ্গেই আছে।"

লণ্ডসন বলিল, "ভিতরে লইয়া আইস।"

করিমসেথ রঞ্জনলালকে সম্বোধনপূর্ব্বক ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "আর কেন, ভিতরে চলুন, দাঁড়াইয়া ভাবিলে আর হইবে কি, ভিতরে অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন।" এই কথা বলিয়া প্রবেশ করিবার অবকাশ না দিয়াই ধাক্কা মারিতে মারিতে রঞ্জনকে ভিতরে লইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে অপর তিনজন রক্ষীও সেখ সাহেবের অনুসরণ করিল,—লণ্ডসন খাঁ সিংহদ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক পথ প্রদর্শন করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল।

যাইতে যাইতে সেখজী বলিল, "আজ ভাই বড়ই জ্বালাতন হইয়াছি,—হায়রান পেরেসান করিয়াছে।"

কৌতুহলে লণ্ডসন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হে? ব্যাপারটা কি?—কি হইয়াছে?"

করিম উত্তর করিল, "তবে ভাই একটু ধীরে ধীরে, পায় পায় চলো, আমি তোমাকে সকল কথা বলিতে বলিতে গমন করি। ভাই, ছোঁড়াটা সমস্ত পথটায় হ্যানোত্যানো বারোসতেরো জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া আমার কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছিল। আমি ভাই সরল জ্ঞানে দয়া করিয়া উহারে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম, তাহাতে কি না ছোড়াটা নদীতে ঝাপ দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল? ভাই, এ কি সামান্য জ্বালাতন?"

আশ্চর্য্যভাব প্রকাশ করিয়া লণ্ডসন কহিল, "অ্যাঁ, বল কি? ঝাপ? অ্যাঁ?"

করিম বলিতে লাগিল, "আরো শোনো! পলাইব না বলিয়া খোদার নামে শবুন পর্য্যন্তও করিয়াছিল, তৎপরেই এই কাণ্ড!—পলাইবার চেষ্টা!"

সেই ভাবে লণ্ডসন আবার বলিল, "অ্যাঁ বল কি? খোদার নামে শবুন? তাহার পর আবার পলায়নের চেষ্টা? অ্যাঁ?"

করিম কহিল, "কেবল তাহাই নয়, তাহার উপর আবার হুটোপুটি।"

দারুণ বিস্ময়ে লওসনের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। জন্মাবধি এরূপ ঘটনা কখনই যেন তাহার শ্রবণ গোচর হয় নাই, এমনি ভাব প্রকাশ করিয়া কহিল, "অঁ্যা, বল কি? তাহার উপর আবার ছুটোপুটি?—অঁ্যা?"

"হাঁ, তাহাই ত বলিতেছি। আবার শোনো। এজলাসে ইহার বিচার হইবার পর, সেখানকার দারোগা সাহেবের অনুরোধে আমি উঁহাকে উত্তম রূপ খানাপিনা দেওয়াই——"

বাধা দিয়া লওসন খাঁ বলিয়া উঠিল, "ঐটি ভাই, আমাদের কেমন দোষ, পরের কষ্ট দেখিলে আমরা আর নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিতে পারি না, অন্তরে সহজেই দয়ার উদয় হইয়া পড়ে। তাহার সাক্ষ্যই তুমি! এই দেখ না, তুমি যে উঁহার প্রতি এতটা করিয়া দয়া প্রকাশ করিলে, তাহার ফল কি হইল বল দেখি? লাভে হইতে পলায়নের চেষ্টা,—ছুটোপুটি; এই আর কি?—এ-ই তোমার লাভ।"

সেখজী কহিল, "হাঁ, লাভ যথেষ্ট,—বিলক্ষণই লাভ। আরো শোনো!—আমি ভাই আবার সেই খাবারগুলি ব্রাহ্মণের দ্বারাই আনাইয়া দিয়াছিলাম। তাহার কি না——"

পুনর্ব্বার বাধা দিয়া ক্ষুণ্ণমনে লওসন বলিয়া উঠিল, "এই কাজটী ভাই তুমি ভাল কর নাই।—হিন্দু,—কাফেরের জাত,—তাহাতে আবার ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণের হস্তে মুসলমানকে খানা দেওয়াটা, বড়ই অন্যায় হইয়াছে,—এই কাজটী তুমি বড় ভাল কর নাই।"

"আরে, আমি কি এমনই পাগল যে, হিন্দুর দ্বারা মুসলমানকে খানা দেওয়াইব? ছিঃ! তাও কি কখন করিতে আছে?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া করিমসেখ ঘৃণারস্বরে পুনর্ব্বার কহিল, "আরে, তোমার যে কয়েদি জাতিতে হিন্দু! সেই নিমিত্তই ত ব্রাহ্মণের দ্বারা খানা আনাইয়া দিয়াছি।"

হাঁফ ছাড়িয়া লওসন কহিল, "ওঃ! তবে এটা হিন্দু? মুসলমান নয়,—হিন্দু? তাই ত বলি, মুসলমানে কি ওরূপ নিমকহারামী করিতে

পারে? আমি সেইটাই এতক্ষণ মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছিলাম, এখন বুঝিলাম। ভাই, আমাদের মত দয়ালু কি আর ভূভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? এই দেখ না কেন, জেলখানায় যে সকল হিন্দু কয়েদিরা মিয়াদ খাটে, তাহাদের খানা হিন্দুদ্বারাই পাকানো হয়, আবার হিন্দুদ্বারাই সে সমস্ত সরবরাহ হইয়া থাকে। আমরা কি সে সমস্ত স্পর্শ করি, না সে বিষয়ে কিছুমাত্র কথা কহি? তাই বলিতেছি, দেখদেখি আমরা কতদূর ভদ্র, কতদূর দয়ালু, আর বিবেচনা কর, কতদূর আমাদের উঁচু মেজাজ।"

করিম উত্তর করিল, "তা বটেই ত? ওহে, বাদসা হইলেই তাহার ওরূপ উঁচু নজর হইয়াই থাকে, উঁচু মেজাজ তাহার হয়ই হয়।—আমরা হলেম বাদসার জাত, আমাদের উঁচু নজর হইবে না ত আর কাহার হইবে? তা যাক্, এখন সে কথা যাক্। এখন এই পরোয়ানাখানা লও, সময় মত দারোগা সাহেবকে প্রদান করিও।" বলিয়া গওসনের হস্তে একখানি মোড়ক করা কাগজ প্রদান করিল। পরে ব্যঙ্গ করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "ভাই গওসন! এখন তোমার এই কুটুম্বকে একটী ঘর দেখাইয়া দাও, বেচারা সেখানে গিয়া কিঞ্চিৎ আরাম করুক। পথে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছে, বিছানায় বসিয়া চৌৎপটাং হউক।—বেচারাকে বৃথা বৃথা কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি?"

খাঁ সাহেবও রহস্য করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, "তা বটেই ত।—কুটুম্বকে কি কষ্ট দেওয়া যায়? কুটুম্ব মহাশয় রাগ করিলে কি আর নিস্তার আছে? এও কি একটা কথা?"

এই ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে সকলেই হো হো শব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। রঞ্জনলাল এতক্ষণ অন্যমনে শূন্যদৃষ্টিতে আপনার পূর্ব্ব অবস্থার বিষয় নানারূপ চিন্তা করিতেছিলেন, রক্ষিদিগের একটী কথাও তাঁহার শ্রবণ-পুটে প্রবেশ করে নাই। কতক্ষণ ভীমগড়ে প্রবেশ করিয়াছেন, কোন্ পথ দিয়া কোথায় আসিয়াছেন, রক্ষিদিগের কতক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ পিতার কিরূপে

আহার চলিবে, মধুমতীকে কে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, একমনে ইহাই তিনি চিন্তা করিতেছিলেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছিল।—প্রহরীদিগের এই বিকট হাস্য চীৎকারে তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি চমকাইয়া উঠিলেন, একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল, তিনি নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

করিমকে সম্বোধনপূর্ব্বক লওসন খাঁ জিজ্ঞাসা করিল, " ভাই, তোমার এই কুটুম্বটার নাম কি ? "

করিম উত্তর করিল, " কুটুম্বটীর নাম রঞ্জনলাল, ভারি উচ্চ জাত,—মারহাট্টা। "

উরুদেশে চপেটাঘাত করিয়া উচ্চহাস্যে লওসন কহিল, " বাহোবা কি বাহোবা, বেশ বেশ, জোটাজোট অতি উত্তম ; কয়েদির নাম রঞ্জনলাল, আর আমাদের এখানকার জমাদারের নাম ভঞ্জনলাল, তা নামে নামে মিলিয়াছে ভাল, কিয়াবাৎ লাগে লাগে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তৎপরে রঞ্জনকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল, " ওহে দুলাল, এখন চলো, তোমাকে সেই হালাল ঘরে লইয়া যাই। "

লওসনের এই রহস্য টিট্‌কারীতে সকলেই পুনর্ব্বার বিকটশব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। রঞ্জনলাল কিছুই বলিলেন না, তিনি ধীরে ধীরে লওসনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

প্রথম প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া সকলে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত। এই প্রাঙ্গণের উত্তরধারে সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি ঘর। প্রতি গৃহে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত বৃহৎ বৃহৎ এক একটা প্রবেশদ্বার। সম্মুখে গবাক্ষমাত্রও নাই। গৃহের নিকট উপস্থিত হইলে, লওসন খাঁ তাহার অঙ্গরাখার মধ্য হইতে একটী চাবিগুচ্ছ বহির্গত করিয়া তদ্দ্বারা সম্মুখস্থ গৃহের দ্বারটী উদ্‌ঘাটন করিল। রঞ্জনের দিকে চাহিয়া বলিল, "যাও, গৃহমধ্যে প্রবেশ কর,—রাত্রিকাল এইখানেই যাপন করিতে হইবে,—পরে দারোগা সাহেব যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, সেইরূপই তখন কার্য্য করা যাইবে।—আপাততঃ এ-ই তোমার শয়ন গৃহ।' রঞ্জনলাল

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, লওসন আবার বলিতে লাগিল, "ঐ দেখ, ঐ কোনে রাশিকৃত একমোট বিচালি আছে, বিচাইয়া শয্যা প্রস্তুত করিও। ওধারে একখানি টুলও আছে, ইচ্ছা হয় তদুপরি উপবেশন করিও।—বিচালির উপর একখানা কম্বল পাইবে, বিছানার উপর পাতিও, বিলক্ষণ সুবিধা হইবে, চাদরের অভাব জানিতে পারিবে না। আর যদি পিপাসা লাগে, তবে ঐ কুলুঙ্গির উপর জল আছে, ঢালিয়া পান করিও, বেশ ঠাণ্ডা জল, পান করিলেই তৃষ্ণা নিবারণ হইবে।" এই সকল কথা বলিয়া, কোথায় কি আছে দেখিতে অবসর না দিয়াই সজোরে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিল। রঞ্জনলাল অন্ধকারে, নির্জ্জনে, বন্দী হইয়া রহিলেন।

পরদিন প্রাতে দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক লওসন ও অপর একব্যক্তি তন্মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। রঞ্জনলাল তাহা দেখিতে পাইলেন না, দ্বারোদ্ঘাটন শব্দও তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। শোক দুঃখে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত;—অজস্র অশ্রুপাতে ও বারবার মার্জ্জনে তাঁহার উভয় চক্ষু স্ফীত ও রক্তবর্ণ, চিন্তানলে তাঁহার বদনমণ্ডল মলিন ও বিবর্ণ। তিনি হেঁটমুণ্ডে, গৃহভিত্তিতে পৃষ্ঠ প্রদানপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছেন; সমস্ত নিশা এই অবস্থাতেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে,—অনিদ্রায় সমস্ত নিশাটি অতিবাহিত। লওসন দুইএকপদ অগ্রসর হইয়া অতি কর্কশস্বরে কহিল, "দারোগা সাহেব এই গৃহই ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন, এইখানেই তুমি থাকিতে পাইবে। আর দেখ, এই লোকটীর নাম ভজনলাল, এব্যক্তি জাতিতে হিন্দু,—আহার সামগ্রী এই সরবরাহ করিবে, যাহা আবশ্যক, ইহারই দ্বারা পাইতে পারিবে।—কেমন, বুঝিলে ত?"

রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন না।—শোক দুঃখে তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় বধির,—তিনি গভীরচিন্তায় নিমগ্ন।—লওসনের বাক্য তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না।—যে ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেইভাবেই রহিলেন। তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে নিষ্ঠুর লওসনের হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্রও হইল না, দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া রঞ্জনের দক্ষিণবাহু

ধারণপূর্ব্বক সজোরে প্রকম্পিত করিল, রঞ্জনলাল সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, "অাঁা, কি?"

লওসন কহিল, "অাঁা কি? বলি, এভাবে দাঁড়াইয়া কেন?"

"বলিতে পারি না।"

অঙ্গুলী দ্বারা ভজনকে দর্শাইয়া লওসন খাঁ বলিতে লাগিল, "তোমার যখন যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, ইহাকে আদেশ করিও, এব্যক্তি সে সমস্ত তোমাকে সরবরাহ করিবে। কেমন, এখন বুঝিলে ত?"

অন্যমনস্কভাবে রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিষয় আদেশ করিতে হইবে?"

কঠোরস্বরে লওসন কহিল, "কি আবার কি? এই খানাপিনা যাহা যখন প্রয়োজন হইবে, তাহাই। তদ্ভিন্ন আবার কি আদেশ?"

রঞ্জনলাল সেই ভাবে কহিলেন, "হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ কি? অগ্রে সমস্ত বিষয় বুঝিয়া লও, তাহার পর তখন 'হ্যাঁ' বলিও। বলি কথাটা এই যে, জেলখানার কয়েদিদিগের নিমিত্ত যাহা কিছু খানাপিনার বন্দোবস্ত আছে, তাহা ছাড়া যদি তোমার অপর কোন কিছু আহার করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই লোকটাকে তাহার উচিত মূল্য প্রদান করিও, এ ব্যক্তি তোমার ইচ্ছা মত সেই সমস্ত খাদ্য সামগ্রী যোগাড় করিয়া দিবে। কেমন এখন বুঝিলে ত?"

লওসনের এত অধিক করিয়া বলিবার কারণ এই, যদি কোন হিন্দু বন্দী কোন বিশেষ খাদ্যসামগ্রী আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে ভজনের দ্বারা সেই সমস্ত আনয়নপূর্ব্বক, তাহার মূল্য অপরিমিত রূপে দাবী করিয়া থাকে, তৎপরে যখন যে বিষয়ের যাহা হয় একটা চুক্তি হইয়া যায়, তখন তাহার লাভালাভ সকলে অংশমত বণ্টন করিয়া লয়। লওসনেরও ইহাতে একটা অংশ আছে। মুসলমান বন্দীদিগের পক্ষে অন্যরূপ নিয়ম।

রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "ইচ্ছা হইলেই বা পারি কৈ? আমার টাকা কোথায়?"

"কি আপদ! বলে টাকা কোথায়? আরে, কয়েদির সঙ্গে কি টাকা থাকে? টাকা বাটী হইতে আনাইয়া লওনা।"

রঞ্জনলাল কহিলেন, "পাইব কোথায়?—কে দিবে? আমার কিছুই নাই।"

"কিছুই নাই।" শ্রবণ করিয়া ঘৃণারস্বরে লওসন কহিল, অঁ্যা, এটা কি কম্‌বখ্‌তি? ছ্যাঃ!—যাক্, এখন সে কথা থাক্, এখন, কোন্ সময় তোমার খানাপিনা আনয়ন করিতে হইবে, সেইটাই ইহাকে বলিয়া দাও, ও আপনার কার্য্যে চলিয়া যাউক। কিছুই নাই, ছ্যাঃ!"

রঞ্জনলাল কহিলেন, "আমার ক্ষুধা নাই, কিছুই আহার করিব না।"

অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গী করিয়া লওসন কহিল, "আরে ছ্যা!—কিছুই বলিতে পারে না, যাহা বলি, তাহার কিছুই উত্তর দেয় না;—ছ্যাঃ! আমি জিজ্ঞাসা করি এক, ও উত্তর দেয় আর। বলি, কোন্ সময় প্রত্যহ তোমার খানার দরকার? সেইটি উহাকে বলিয়া দাও, ও স্বস্থানে প্রস্থান করুক। তাহা নয়, কেবল আলত পালত উত্তর করিয়া মিছামিছি সময় নষ্ট করে।"

রঞ্জন কহিলেন, "তা তোমাদের যখন ইচ্ছা হয় প্রেরণ করিও, আমি আর তাহাতে কি উত্তর করিব।"

"বলে, কি উত্তর করিব? নিজের ক্ষুধা, নিজে জানে না, বলে, যখন ইচ্ছা হয় পাঠাইয়া দিও।—এও কি একটা কথা?—ছ্যাঃ!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভঞ্জনকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল, "ওহে ভঞ্জন! ওসব কোন কাজেরই কথা নয়, তুমি তাহা গ্রাহ্যই করিও না। আর আর কয়েদির যখন তুমি খানাপিনা দিয়া আসিবে, সেই সময় ইহারও পাঠাইয়া দিও;—কেমন, বলিয়াছি ত?"

ভঞ্জন উত্তর করিল, "তাহার আর কথা? আমি তৎক্ষণাৎই পাঠাইয়া দিব।" পরে মৃদুস্বরে বলিল, "খানা না পাঠাইলে যে, দুই দুইটা পয়সা ক্ষতি হয়।"

উভয়ে সে গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। রঞ্জনলাল পুনর্ব্বার চিন্তামগ্ন

হইলেন। যথা সময়ে রসদদার একখানি মৃণ্ময়পাত্রে কিঞ্চিৎ অন্ন ব্যঞ্জন তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। রঞ্জনলাল তাহার কিছুই স্পর্শ করিলেন না। তিনি একমনেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার ক্রোধের উদয় হইল। লওসনের সেই সকল অপমান জনক বাক্য,—করিমসেখের সেই সমস্ত মর্ম্মভেদী তিরস্কার ও বিদ্রূপ, হঠাৎ তাঁহার স্মৃতিপটে সমুদিত হইল, তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় গৃহের এধার ওধার করিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন। গৃহের পশ্চাৎভাগে একটীমাত্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ, পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে এক একবার তাহার নিকট উপস্থিত হন, সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় সজোরে পদ-বিক্ষেপ পূর্ব্বক এদিক ওদিক বেড়াইতে থাকেন। এইরূপে সমস্ত দিনমান অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার পর, গৃহস্থিত বিচালিগুলি মধ্যস্থলে আনয়ন পূর্ব্বক, তদ্দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া তদুপরি শয়ন করিলেন। শারীরিক ও মানসিক কষ্টে অতি শ্রান্ত কাতর হইয়াছিলেন, শয়ন করিবামাত্রই অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। প্রাতঃকালে দ্বারোদ্‌ঘাটনের শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। চক্ষুমার্জ্জন করিয়া দেখেন, সম্মুখে লওসন খাঁ।

মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া লওসন জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, তোমার আজ সে ভাবটা গিয়াছে ত?" উত্তর না পাইয়া আবার বলিতে লাগিল, "আবার তাহই?—আবার সেই প্রকার?—ভাল, তোমার প্রয়োজনটা কি? আমাকে তাহাই প্রকাশ করিয়া বল না কেন?"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "প্রয়োজন?—আমি একবার দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি।"

"দারোগার সহিত সাক্ষাৎ? তা এখানে থাকিতে থাকিতেই একদিন ঘটিয়া যাইবে।"

উত্তেজিত হইয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, "ঘটিয়া যাইবে কি? থাকিতে থাকিতে হইবে কি? আমি এখনই সাক্ষাৎ করিতে চাহি।"

সস্মিত মুখে লওসন কহিল, "তাহা কিছুতেই হইতে পারে না।"

"কেন?"

"বেআইন।"

"বেআইন?—তবে আইন সঙ্গত কি?"

"এই টাকা খরচ কর, উত্তম সামগ্রী খাইতে পাইবে,—খোসগল্প শুনিবার ইচ্ছা হয়, টাকা খরচ কর, আর বেড়াইবার ইচ্ছা হয়, তাহাও সপ্তাহে দুইদিন করিয়া পাইতে পারিবে। এই সকলই আইন সঙ্গত আর আইন সঙ্গত কি?"

তীব্রস্বরে রঞ্জনলাল কহিলেন, "আমার উত্তম খাদ্যসামগ্রীর প্রয়োজন নাই, এখানে যেরূপ খাদ্য আছে, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।—আমি উপন্যাস শ্রবণ করিতে চাহি না, তাহাতে আমার মনও নাই।—আমার ভ্রমণ করিবারও ইচ্ছা নাই!—স্বয়ং আমি দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি, অপর কিছুরই প্রয়োজন নাই।"

"পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি সেটী বেআইনি, সেটা ঘটিবার উপায় নাই। তবে সে কথার উত্থাপনে আর ফল কি? জিজ্ঞাসা করিয়া বৃথা বৃথা আমাকে বিরক্ত কর কেন, কেস্‌সা শুনিবার মন নাই? ছোঃ।"

রঞ্জনের ক্রোধ হইল, তিনি কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "তাহার অর্থ কি? বন্দীরা কারাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলে পাইবে না? ইহার অর্থ কি? ইহা অতিশয় অন্যায় নিয়ম, অত্যন্ত অবিচার, ভয়ানক অত্যাচার!"

রুক্ষস্বরে লওসন উত্তর করিল, "ন্যায়ই হউক, আর অন্যায়ই হউক, বিচারই হউক, আর অবিচারই হউক, ইহাই আমাদের আইন, ইহাই এখানে ন্যায় সঙ্গত।"

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, "ভাল জিজ্ঞাসা করি, কবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে? কখন তাঁহার দর্শন পাইব?—কখন তিনি দেখিতে আসিবেন?"

উত্তর হইল, "সে মেজাজের উপর নির্ভর করে। সম্পূর্ণ মেজাজের

উপর ভরন্তর।—দুমাস,—ছমাস,—এমন কি, একবৎসর হইলেও হইতে পারে।—সে তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার মেজাজ।"

উত্তর শুনিয়া রঞ্জনের ক্রোধ দ্বিগুণতরবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু অতিকষ্টে সেভাব সম্বরণপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি এই সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে পারিব না। অদ্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি।"

লওসন ঘৃণারস্বরে উত্তর করিল, "যাহা বেআইনি,—যাহা কোন শাস্ত্রেই নাই,—কোরানে যাহার উল্লেখমাত্রও নাই,—যাহা অতিশয় অসম্ভব,—তাহার নিমিত্ত চিন্তা করিলে কি হইবে? তাহাতে আর ফল কি? লাভে হইতে পাঁচ সাতদিবসের মধ্যে পাগল হইবে আর কি? নিশ্চয়ই পাগল হইবে।"

বিমর্ষভাবে রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "পাগল?—পাগল হইতে হইবে? তাহা হইবারও আর অধিক বিলম্ব নাই।"

"তা বৈ কি? ঐ এককথা লইয়াই তোলাপাড়া,—উহা লইয়াই নাড়াচাড়া।—তুমিও দেখিতেছি, সেই ব্রহ্মচারীর পথ অবলম্বন করিবে আর কি?"

"সে আবার কি?—কিসের পথ অবলম্বন?—ব্রহ্মচারীর সহিত ও কথার সংশ্রব কি?"

লওসন গম্ভীরভাবে কহিল, "তাহাই ত বলিতেছি, এই সেদিন এখানে একজন ব্রহ্মচারীকে আনা হয়, তাহাকে কয়েদ করিয়াই আনা হয়।—দুইএকদিন পরে তাহারও এই দশা ঘটে! সে ব্যক্তিও প্রথম প্রথম দারোগা সাহেবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে চাহে। কিন্তু সে আবার তোমা হইতে একগ্রাম সরেস। বলে, আমাকে খালাস করিয়া দাও, আমি তোমাদের ক্রোর দুক্রোর টাকার মিঠাই খাওয়াইতেছি। বিবেচনা কর, ক্রোর দুক্রোর টাকার মিঠাই!—এক পৃথিবী পোলাও আর কি।"

"সে আবার কবে?"

"এই প্রায় দুইবৎসর গত।—প্রথমে দারোগা সাহেব তাহার নিমিত্তও এই ঘর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে নানা-মতে হেঙ্গাম হুজ্জত করাতে অবশেষে তাহাকে নীচেকার ঘরেই রুদ্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইতে হইল। তোমার অদৃষ্টেও তাহাই নৃত্য করিতেছে,—দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তোমার অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিবে।"

এই সকল কথা শ্রবণে রঞ্জনলাল আশ্চর্য্যভাবে, আশ্চর্য্য অথচ ভয়াকুলিত অন্তরে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ও কথার অর্থ কি? নীচেকার ঘর আবার কাহাকে বলে?—এ-ই ত নীচেকার ——"

বাধা দিয়া মৃদুমন্দ হাস্যে লওসন উত্তর করিল, "জেরে জমীন। বাঙ্গালাতে যাহারে তোমরা পাতালপুরী কহ।—এখন তাহাকে সেইখানেই রাখা হইয়াছে।—কিন্তু সেই খেয়াল এখনও তাহার মগজ্ হইতে বাহির হয় নাই,—তাহাতেই সে একান্ত বিভোর।—সে এখন সেইখান হইতেই লাখপঁচাশি মারিতেছে, এমন দিনই নাই যে, দুক্রোর দশক্রোর টাকা কাহাকে না কাহাকে বিতরণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকে!—তুমিও দেখিতেছি দুই একদিন মধ্যে——"

গোৎমুকে রঞ্জনলাল কহিলেন, "আচ্ছা, আমার একটী প্রস্তাব আছে শ্রবণ কর। আমি সে ব্রহ্মচারীও নই, আর তাহার ন্যায় উন্মত্তও নহি যে, তোমাকে দুইকোটি বা দশকোটি মুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকার করিব।—তবে যদি তুমি আমার একটী কথা শ্রবণ কর, যদি তুমি আমার ইচ্ছামত একটী কার্য্য করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে তোমার পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ দশবারটী স্বর্ণপদক প্রদান করিতে স্বীকৃত আছি। কেমন, ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি?"

"বলিয়া যাও,—ভাল, কথাটাই কি জানিয়া লই।"

কথার আভাসে আশ্বাস পাইয়া রঞ্জনলাল বলিতে লাগিলেন, "অপর আর কিছুই নয়, কেবল আমার নিকট হইতে একখানি পত্র আমোদ নগরে আমার পিতা, অথবা সেইস্থান নিবাসিনী মধুমতী নাম্নী একটী স্ত্রীলোককে দিয়া আসা মাত্র।"

অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিয়া লওসন কহিল, "হাঁ, চিঠিখানা ধরা পড়ুক, আর আমি ফ্যাসাতে পড়ি আর কি! দশ বারোখান মোহরের লোভে, এমন সোনার চাকরিটী খোয়াই আর কি?"

আগ্রহে রঞ্জনলাল কহিলেন, "ভাল, পত্র লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই,—বাচনিক বলিলেও কার্য্য চলিতে পারে,—আমি যাহা বলি, সেই-গুলি তাঁহাদের বিজ্ঞাপন করিয়া আসিও।—কেমন, ইহাতে ত আর তোমার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই?"

লওসন কহিল, "না না, ও সকল কার্য্য আমা হইতে হইবে না,—ও সকল কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে কোনক্রমেই সাহস করি না,—বিষম বিপদ।—আমা হইতে ও কার্য্য সাধিত হইবে না।"

প্রবৃত্তি দানপূর্ব্বক রঞ্জনলাল কহিলেন, "কেন, ইহাতে তোমার আর ক্ষতিই বা কি হইবে?—অতি সামান্য পরিশ্রমে দশবারোখান মোহর——"

"না না আমি পারিব না।" বিরক্তভাবে লওসন কহিল, "না না, আমি পারিব না। বারবার বলিতেছি সাহস করি না। ও কথা ছাড়িয়া দাও।"

"পারিবে না?"

"না।"

"কোনক্রমেই না?"

"একান্তই না।"

রঞ্জনের ক্রোধ পুনরুদ্দীপ্ত হইল;—তিনি রোষকষায়িত লোচনে ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিলেন, "শোন্, আমি যাহা বলি তাহা শ্রবণ কর্।—আমি এই ভীমগড়ে বন্দী আছি, অন্ততঃ এই সংবাদটী যদি তুই আমার পিতা অথবা মধুমতীর নিকট প্রেরণ না করিস্, তাহা হইলে তোর মস্তকটী চূর্ণিকৃত করিয়া ফেলিব।—প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বদেশে আমি একদিন প্রচ্ছন্নভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিব, আর যেমনি তুই এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইবি, সেই সময় এই টুলের আঘাতে

তোর মস্তকটী শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিব,—নিশ্চয় কহিতেছি, তোর মস্তিষ্ক, গৃহের এদিক ওদিক নিক্ষিপ্ত হইবেই হইবে। তোর প্রাণ—"

দুই চারিপদ পশ্চাদ্‌গমনপূর্ব্বক লওসন খাঁ কহিল, "আবার ভয় প্রদর্শন?—ব্রহ্মচারীও প্রথম প্রথম এই প্রকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তৎপরে তাহার দশা কি হইল, এইমাত্র শুনিলে ত?"

যথার্থই যেন উন্মাদ, এমনি ভাবটী প্রকাশ করিয়া অতি বিকটস্বরে রঞ্জনলাল কহিলেন,"রেখে দে তোর ব্রহ্মচারী?—রেখে দে তোর পাতালপুরী!" এই কথা বলিয়া টুলখানি মস্তকের উপর বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন।

লওসন ভয় পাইল, আরও দুইএকপদ পশ্চাৎভাগে গমন করিল, স্তোকবাক্যে অতি বিনম্রস্বরে কহিল, "আমি ভাই তাহার কি করিব? সে বিষয় জেল দারোগার হাত, ভাল, আমি তাঁহাকে এখনই ডাকিয়া আনিতেছি।"

"আচ্ছা তাহাই কর,—তাহাকেই ডাকিয়া আন্।—দেখি তোর দারোগা সাহেব কি বলে।" বলিয়া উন্মাদের ন্যায় টুলখানি সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক রঞ্জনলাল তাহার উপর উপবেশন করিলেন। লওসন অবসর প্রাপ্তে ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

প্রায় একদণ্ড পর, লওসন খাঁ চারিজন অস্ত্রধারী লোকের সহিত পুনর্ব্বার সেই গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত। অস্ত্রধারীদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক হিন্দিভাষায় কহিল, "দারোগা সাহেব কা হুকুম, পাখাড়্ করো, ইস্‌কো নীচুমে লে চলো।

একজন অস্ত্রধারী সেই ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "জেরে জমীন মে?"

লওসন আবার হিন্দিভাষায় উত্তর করিল, "হাঁ হাঁ, জেরে জমীন মে।—বাওরা কো সাত্ বাওরা কো রাহানা আচ্ছা হ্যায়।"

রক্ষিবা রঞ্জনের বাহু দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক সজোরে আকর্ষণ করিল; রঞ্জনলাল বাধা দিলেন না, কথা কহিলেন না, প্রশান্তভাবে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন।

প্রাঙ্গণ পরেই একটী অপ্রশস্ত পথ। তৎপরেই একটী চতুষ্কোণ গৃহ।—গৃহের মধ্যস্থলে একটী সুগভীর গহ্বর। সোপানবিশিষ্ট সুগভীর গহ্বর। তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দশবারটী সোপান অতিক্রম করিতে হয়। রক্ষিরা সেই সুড়ঙ্গ পথে, পাতালপুরী মধ্যে উপস্থিত হইল। লণ্ডসন সম্মুখস্থ গৃহদ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক, প্রবেশ করিতে অবসর না দিয়া, রঞ্জনলালকে তন্মধ্যে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। ভীম রবে ভীমকবাট রুদ্ধ হইয়া গেল।

ধাক্কাতে রঞ্জনলাল উবড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। অতি কষ্টে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ক্ষণকাল স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না,—অতিশয় অন্ধকার কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। হস্তপ্রসারণ করিয়া পায় পায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে গৃহভিত্তেতে হস্ত স্পর্শ হইল। তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। গৃহভিত্তি অবলম্বনে অপর দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর গমন করিলেই তাঁহার পদ কোন কাষ্ঠময় পদার্থে আঘাত করিল। পদার্থটা কি, জানিবার নিমিত্ত হস্ত দ্বারা অনুভব করিলেন। জানিলেন, সে একখানি বসিবার আসন,—টুল। টানিয়া লইয়া তদুপরি উপবেশনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বস্তু তাঁহার নয়নগোচর হইতে লাগিল। তিনি আসন হইতে উঠিয়া একেএকে গৃহের আসবাবগুলি দেখিয়া লইলেন। এক ধারে একখানি লৌহখট্টা, তদুপরি অতি নিকৃষ্ট প্রকার একটী মলিন শয্যা। শয্যাটী একখানি জীর্ণবসনে সমাচ্ছাদিত। খট্টার পার্শ্বে অগ্নি রাখিবার একটী লৌহ কটাহ।—গৃহের মাঝখানে একটী মেজ।—কাষ্ঠনির্ম্মিত চতুষ্কোণ একটী মেজ। রঞ্জনলাল গৃহের আসবাব দেখিয়া শুনিয়া পুনর্ব্বার টুলের উপর উপবেশন করিলেন।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

হিন্দু ও মুসলমান।

১৫২৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭০৭ অব্দ পর্য্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। আওরঙ্গজেব গতাসু হইবার পর, ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে চারিজন সম্রাট দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের রাজ্যশাসনে পারদর্শিতা না থাকা প্রযুক্ত রাজ্যের অতিশয় দুরবস্থা হইয়া উঠে। সম্রাট মহম্মদের রাজত্বকালে যে সকল সুবাদার যে যে প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিল, তাহারা সম্রাটকে হীনবল ও অকর্ম্মণ্য দেখিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য সকলেই সবিশেষরূপ যত্নবান হয়েন। এই সুযোগে মহারাষ্ট্রীয়েরা বিপুল পরাক্রমের সহিত দিল্লিশ্বরের নিকট হইতে মালব ও গুর্জ্জর প্রদেশটী জয় করিয়া লয়। ফলতঃ ঐ সময়ে কখন হিন্দু ও কখন বা মোগলদিগের প্রাবল্য পরম্পরা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

মহম্মদ সা দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছুদিন পর, সুবিখ্যাত নাদির সা পারস্যদেশ হইতে আগমন করিয়া সসৈন্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, দিল্লি জয় করিয়া প্রচুর অর্থ এবং বহুমূল্য মণিমাণিক্য খচিত সুপ্রসিদ্ধ ময়ূরাসন ও তৎসঙ্গে কুহনুরটীও (কেহ কেহ কহে সামন্তক মণি) লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। কথিত আছে যে, সেই সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের মূল্য সপ্ততিকোটি মুদ্রারও অধিক হইয়াছিল। অবশেষে নাদির, অসহ্য নিষ্ঠুরাচরণ ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর প্রতি অতিশয় অত্যাচার করাতে রাজ্যের ওমরাওয়েরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া উঠে, এবং ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার প্রাণপর্য্যন্তও নাশ করে।

নাদিরের মৃত্যু হইলে আমেদ খাঁ নামক তাঁহার একজন প্রধান সৈনিক কৌশলক্রমে নিজ প্রভুর ধনরত্নাদির অধিকাংশ আত্মসাৎ করিয়া

খোরাসান রাজ্যে পলাইয়া যান। সেখান হইতে কান্দাহারে আসিয়া, কলে কৌশলে সেই রাজ্যটী হস্তগত করিয়া "সাহ" উপাধি গ্রহণ করিলেন। আফগানেরা পরের অধীনতা কখনই স্বীকার করে নাই, আমেদ সাহ কান্দাহার অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু প্রজাগণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিয়া, পরাক্রম সহকারে অপরাপর রাজ্য করকবলিত করাই কান্দাহারীগণকে বশীভূত করিবার পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত উপায়। সেই কল্পনা সুসিদ্ধ করিতে পারিলেই চতুর্দ্দিকে যশোসৌরভ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, সেই গৌরব প্রভাবে কান্দাহারবাসিগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া অতি সহজেই যে অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি দূরবর্ত্তী পররাজ্য আক্রমণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সুযোগও বিলক্ষণ ঘটিয়া উঠিল। ভারতবর্ষে মোগলশাসনের বিশৃঙ্খল, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষ ভাব, একের অনিষ্ট করিয়া অপরের স্বার্থসাধনে সকলেই সমুদ্যত, ইত্যাদি দেখিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে তিনি যত্নবান হইলেন। আক্রমণ করিলেই জয় হইবে, বিনা ক্লেশেই তাহা হস্তগত করিতে পারিবেন ভাবিয়া, সসৈন্যে সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে আসিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু সহজে জয় করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। দিল্লির উজির কমরুদ্দীন দ্বারা তাঁহার গতিরোধ হইল। ভীষণরূপে যুদ্ধ হইতে লাগিল। গোলাঘাতে কমরুদ্দীন গতাসু হইলেন। তৎপুত্র মীর মন্নু সৈন্যনায়ক হইয়া পিতার মৃত্যুর প্রতিহিংসা করিবার মানসে ভয়ানকরূপে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর, আমেদ সার সৈন্যশ্রেণী ছিন্নভিন্ন হওয়াতে তিনি পাশ্চাৎ হটিয়া, আটক নগরের নিকট সিন্ধুনদ পার হইয়া ক্ষুণ্ণমনে স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। দিল্লির সম্রাট মীর মন্নুর কর্ম্মের পারদর্শিতা দেখিয়া তাঁহাকেই পাঞ্জাবের শাসনকর্তৃত্বরূপে নিযুক্ত করিয়াদিলেন।

১৭৫২ খৃঃ অব্দে আমেদ সা পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার

মানসে সিন্ধুনদ পার হইয়া লাহোরের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহাতে মীর মন্নুর সহিত একটী সংগ্রাম ঘটে। সেই যুদ্ধে মীর মন্নু পরাস্ত হইয়া আমেদ সার অধীনতা স্বীকার করে। আমেদ সুবিবেচনাপূর্ব্বক কেবল তাঁহার প্রাণদান করিলেন,এমত নহে, তাঁহাকেই আবার মুলতান ও লাহোরের প্রতিনিধিত্বরূপে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

মীর মন্নু আমেদের প্রতিনিধি হইয়া অতি অল্পকালমাত্র রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। তাহাতে রাজ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। তদ্দর্শনে সুবিধা বিবেচনায় মহারাষ্ট্রীয়েরা দলে দলে সেই রাজ্যে আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করে। তাহাদের দমন করিবার জন্য সুতরাং আমেদ সাকে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আসিতে বাধ্য হইতে হইল। তিনি পঞ্জাব ও সরহিন্দ অধিকার করিয়া উভয় রাজ্য তাঁহার পুত্র তয়মুরকে প্রদানপূর্ব্বক স্বরাজ্য কাবুলে প্রস্থান করিলেন।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্র অধিপতি আদিনাবেগের আহ্বান ও উত্তেজনায় পাঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করিবার জন্য সসৈন্যে আগমন করেন। যুবরাজ তয়মুরের অধীনে তৎকালে অধিক সৈন্য না থাকা প্রযুক্ত তিনি নিরুপায় হইয়া পিতৃরাজ্যে পলাইয়া যান। মহারাষ্ট্রীয়েরা পাঞ্জাব—ও তৎপ্রদেশের অন্যান্য রাজ্যগুলি অধিকারপূর্ব্বক স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লয়, এবং মহীপত রাও নামক একজন সুদক্ষ্য সাহসী সেনাপতিকে সেখানকার শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়া জয়লব্ধ রাজ্যগুলি সুপ্রণালীমত শাসন করিতে থাকে। তাঁহাদের ক্ষমতা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত দেখিয়া মুসলমান সুবাদারেরা স্বীয় স্বীয় রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। যাহাতে আমেদ সা ভারতবর্ষে আসিয়া মহারাষ্ট্রীয়ের দলবল হত করেন, সকলে তাহারই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিলে সুবাদারেরা তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন—যোগ দিবেন, এই বিষয় বিজ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার নিকট একজন দূত প্রেরিত হইল। আমেদ, দূতের প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ

করিতে স্বীকার পাইলেন,—এবং আনন্দের সহিত তাহার উদ্যোগও করিতে লাগিলেন। সৈন্যসামন্ত একত্র করিয়া অবিলম্বে সিন্ধুনদের পূর্ব্ব-পারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণে মুসলমান সুবাদারেরাও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। তদ্দর্শনে আমেদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিবার অভি-প্রায়ে তিনি ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের দল পুষ্টি না থাকাতে তাহারা যুদ্ধ করিতে সাহস করিল না, ক্রমশ হটিয়া যাইতে লাগিল। পরিশেষে আহারাদির কষ্ট হওয়াতে নিরুপায় হইয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইল। তমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা সাহ-সের উপর নির্ভর করিয়া প্রাণপণে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হইয়া মহীপত রাও-য়ের সেনারা ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, তাঁহার অশীতিসহস্র সৈন্য রণশায়ী হইলে পর, তিনি শতাবধি অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া অসীম বীর-ত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বিপক্ষের সৈন্যশ্রেণী ভঙ্গ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সক্ষম হইলেন না। মুসলমানেরা তাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল। শত লোকে সহস্র সহস্রের সহিত যুদ্ধ, কখনই সম্ভবে না। তাঁহার শতজন অশ্বারোহী একেএকে সকলেই হত প্রাণ হইল। চতুর্দ্দিকে শত্রু, পলাইবার পথ নাই, সুতরাং বন্দী হইয়া পড়ি-লেন। মুসলমানেরা শত্রুকে ধৃত করিতে পারিলে কখনই তাহাকে জীবন্ত রাখে না, প্রায়ই ধ্বংশ করিয়া ফেলে! কিন্তু বীরের সর্ব্বত্রই সমান সম্মান, সাহসের মর্য্যাদা সকলেই করিয়া থাকে। "আমেদ আবদালি মহীপতের এই অমানুষিক বীরত্ব দর্শনে অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার প্রাণবধ না করিয়া আপাততঃ রত্নগিরি দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন। গুর্জ্জররাজ্যে একজন প্রতিভূ নিযুক্ত করিয়া আপনি স্বরাজ্য কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহীপত রত্নগিরি দুর্গে কিছুদিন বন্দীভাবে থাকিয়া সেখানকার শাসন কর্ত্তা আমীর আজীম খাঁর সহযোগে এবং সুরাট নগরের কতিপয়

মহাজনের সাহায্যে দুইতিনখানি অর্ণবযানে যুদ্ধাদির সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সুরাটবন্দরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। আজীম খাঁর প্ররোচনায় তথাকার শাসনকর্ত্তা, দুর্গটীও মহীপতের হস্তে সমর্পণ করে। আজীম খাঁর হিন্দুপক্ষ অবলম্বন করিবার কারণ এই যে, আমেদ সার মনোনীত প্রতি-ভূর উপর তিনি কিছুমাত্র সন্তুষ্ট ছিলেন না, অকর্ম্মণ্য ও অসার বলিয়া মনে মনে তাহাকে ঘৃণা করিতেন। ওরূপ সম্ভ্রান্ত পদ, অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হইল দেখিয়া তিনি মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহার অধীনে কর্ম্ম করিতে আমীর সাহেবের ঐকান্তিকই অনিচ্ছা ছিল। তবে আবদালির অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যাই তিনি রত্নগিরি নগরের শাসনকর্ত্তার পদটী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে বর্ত্তমান নবাব অতিশয় দাম্ভিক ও অহঙ্কারী, বিশেষতঃ শাসনকার্য্যে নিতান্ত অপারদর্শী, একারণ অনেকেই তাহার প্রতি মনে মনে অতিশয় অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তাও সেই দলের একজন।—মহীপত রাও সৌরাষ্ট্রে আসিবামাত্রেই তাঁহার হস্তে দুর্গটী সমর্পণ করিবার কারণও তাহাই।

ভেকধারীর অনুমান বৃথা হয় নাই। যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপই ঘটিল। পুনারাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষেরা মহীপতের পক্ষ সমর্থন করাতে তিনি সানন্দচিত্তে গুর্জ্জরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগি-লেন। গতিরোধ করিবার নিমিত্ত গুর্জ্জরের প্রতিনিধি সসৈন্যে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ইহাতে একটী যুদ্ধ উপস্থিত হইল;—সেই ক্ষুদ্র যুদ্ধে নবাব সাহেবের দলবল হত, এবং তিনি ও তাঁহার প্রধান প্রধান ওমরাও-য়েরা পাঞ্জাব রাজ্যে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। গুর্জ্জররাজ্য পুনরায় হিন্দুরাজের শাসনাধীন হইল।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মহীপত কাহাকে রাজকার্য্যে নিয়োজন ও কাহাকেও বা পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক সকলের প্রিয়ভাজন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্য পর্য্যাবেক্ষণ করিবার জন্য যে যে লোক যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, সেই সেই লোককে সেই সেই পদে বজায়

করিয়া রাখিলেন। তবে এ ব্যক্তি ভূতপূর্ব্ব নবাবের গুপ্তচর, এরূপ সন্দেহ যাহার প্রতি হইল, কেবল সেই সকল লোককেই তিনি স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন মাত্র। রাজ্যে সুবিচার, সুপ্রণালীতে শাসন, যাহাতে প্রজালোকের কিছুমাত্র কষ্ট না হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে তিনি সবিশেষ যত্নবান হইলেন। বিষণজী নবাবের গুপ্তচর, এরূপ সন্দেহ অনেকেরই তাঁহার উপর হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তিলমাত্র অনিষ্ট হইল না। পিতা রাজদরবারে অতিশয় প্রতিপন্ন, অতএব মুফ্‌তীর পদ হইতে দূরীভূত না হইয়া তৎপদেই তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেন।

মহীপত রাও কিছুকাল রাজ্যাধিকার করিবার পর, আমেদ সা পুনর্ব্বার সসৈন্যে সিন্ধুনদ পার হইয়া গুর্জ্জরদেশ আক্রমণ করিবার মানসে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহীপত এই সংবাদ প্রাপ্তে সদাশিব ভাইও ও বিশ্বাস রাওয়ের সহিত মিলিত হইয়া আমেদকে বিতাড়িত করিবার জন্য দলবলে পাঞ্জাবাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে ৭ই জানুয়ারিতে পাণিপথ ক্ষেত্রে উভয় সৈন্যের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠে। কএকঘণ্টা যুদ্ধের পর, মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া যায়। সদাশিব ও বিশ্বাস রাও রণশায়ী হন, এবং মহীপত বাহুকষ্টে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া, হতাশ মনে পলায়ন করেন। যুদ্ধে বহুতর সৈন্য বিনষ্ট হওয়াতে হিন্দুবল কিছুদিনের জন্য হীন হইয়া পড়ে। কএকবৎসর তাহাদের আর কিছুমাত্র সাড়া শব্দ থাকে না।

যদিও হিন্দুরা বহুদিন পরে পুনর্ব্বার মুসলমানদিগকে গুর্জ্জর হইতে দূরীভূত করিয়া তথাকার কতক কতক দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু এই আখ্যায়িকার সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই বলিয়া, তৎপ্রসঙ্গে আমরা এস্থানে বিরত হইলাম। মহীপত প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রত্নগিরি দুর্গে বন্দীভাবে থাকেন, তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার গুর্জ্জর অধিকার করিয়া লন, তথায় ছয়মাসকাল রাজত্বের পর, পাণিপথ ক্ষেত্রে হতবল হইয়া, গুর্জ্জর হইতে বিতাড়িত হয়েন, মুসলমানেরা তৎপরে যে

কএক বৎসর নির্ব্বিবাদে গুর্জ্জর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলি শাসন করিতে থাকে; আমাদের এই আখ্যায়িকার সেই সময়টারই প্রয়োজন,—তাহারই আবশ্যক,—তাহারই সংশ্রব আছে মাত্র।

সপ্তম কাণ্ড।

বিষণচাঁদের উপদেশ।

মহীপত গুর্জ্জরের সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছুদিন পরে, মহানুভব দাতাজী বিষণচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার কাছারীতে গমন করিলেন। সংবাদ পাইবামাত্রেই বিষণজী তাঁহাকে বিশেষ সমাদরপূর্ব্বক আপনার গোপন কক্ষমধ্যে লইয়া উপবেশন করাইলেন। পরস্পরে সাদর সম্ভাষণ হইবার পর, বিষণজী সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে মহাশয়, সংবাদ কি? আপনার এখানে কি নিমিত্ত আগমন?"

দাতাজী উত্তর করিলেন,"আপনি কি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না?"

"না, কিছুমাত্র না। স্পষ্ট করিয়া বলুন, আমার ক্ষমতাধীন হইলে তাহা সাধন করিতে আমি সাধ্যমতে ত্রুটী করিব না; বলুন।"

দাতাজী কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাতে আর আপনাকে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না,—সেটী আপনারই করায়ত্ত,—আপনি ইচ্ছা করিলেই করিতে পারেন।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিষণচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার করায়ত্ত? আমার ইচ্ছাধীন?—সে কিরূপ? আপনার নিজের?"

বিনীতভাবে দাতাজী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না, আমার নিজের নয়, তবে আমার অধীনস্থ একটী কর্ম্মচারীর বটে। তাহাকে অনুগ্রহ করিলে, আমাকেই অনুগ্রহ করা হয়।—তাহার উপকারে, আমি নিজেই যেন উপকৃত হইলাম, এরূপই জ্ঞান করিব। এখন, মহাশয় যেরূপ অনুমতি করেন।"

যেন অতিশয় আগ্রহান্বিত, এমনি ভাব প্রকাশ করিয়া বিষণজী কহিলেন, "আমার অনুমতির আর অপেক্ষা কি?—পূর্ব্বেই ত মহাশয়কে নিবেদন করিয়াছি, যে কোন কার্য্য হউক না কেন, তাহা সমাধা করিতে আমি কিছুমাত্রও ত্রুটী করিব না। নিশ্চয় জানিবেন, যদি আমার আয়ত্তাধীন হয়, তাহা হইলে সে কার্য্যটী যেন সমাধা হইয়াছে, আপনি এইরূপ মনে করিবেন; সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করিবেন না।"

"শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। আপনি যে রাজাবাহাদুর উপাধি—"

বাধা দিয়া অতি ঘৃণারস্বরে বিষণচাঁদ বলিতে লাগিলেন, "ও কথা বলিবেন না, ও উপাধি ধরিয়া আমাকে সম্বোধন করিবেন না। মুসলমান প্রদত্ত উপাধি, উহাতে আর গৌরবটা কি?—বরঞ্চ বিশিষ্ট হিন্দুর পক্ষে ওটী লজ্জাকরই বলিতে হইবে। তবে যদি জিজ্ঞাসা করেন, সে উপাধি আপনি তৎকালে গ্রহণ করিলেন কেন? তাহার উত্তর এই, তখন মুসলমান-রাজা, উপাধি গ্রহণ না করিলে পাছে তাহারা বিরক্ত হইয়া, আমার প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন করে, কোনরূপ বিপদ ঘটায়,—ব্যবহার না করিলে, পাছে তাহারা আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি করে। এই আশঙ্কাতেই তাহা গ্রহণ ও ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। নতুবা উহাতে আমার অতিশয় ঘৃণা,—আন্তরিক বিদ্বেষ।—আর মুফ্‌তীপদ গ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য এই, গৃহে অকর্ম্মণ্য হইয়া কালযাপন করা অপেক্ষা, কোনরূপ কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সেই পদমর্য্যাদার ক্ষমতায় যদি কোন উৎপীড়িত হিন্দুর উপকার করিতে সমর্থ হই,—কোন পরাক্রমশালী নিষ্ঠুর যবন কোন নিরীহ হিন্দুপরিবারের প্রতি যাহাতে কোন প্রকার অহিত অত্যাচার করিতে না পারে; এই সকল

কারণেই আমি সেই কার্য্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলাম ;—মুসলমানকে প্রভু বলিবার আমার তাৎপর্য্যও তাহাই ;—তদ্ভিন্ন অপর উদ্দেশ্য আমার কিছুই ছিল না।"

বিষণচাঁদের এই স্বজাতি গৌরব, পরোপকারে তৎপরতা ও অমায়িকতা দর্শনে দাতাজী অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাল, যদি কোন হিন্দু রাজাই আপনাকে এই "রাজাবাহাদুর" উপাধিটী প্রদান করিতেন, তাহা হইলেও কি আপনি গ্রহণ করিতেন না ?—ব্যবহার করিতেন না ?"

সোৎসুকে বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, "না, কখনই না।—হিন্দুরাজ প্রদত্ত বলিয়া শিরোধার্য্য করিতাম বটে, কিন্তু গ্রহণ কি ব্যবহার করিতাম না।—কখনই না।—মূর্খ ও দাম্ভিকেরাই উপাধি অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু শুদ্ধ উপাধি লইয়া কি হইবে ? ক্ষমতা নাই উপাধি !—রাজার ন্যায় ক্ষমতা থাকে, রাজাবাহাদুর উপাধি ব্যবহার করুক। নতুবা তদ্ব্যবহারে আর ফলটা কি ? রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর, মহারাজবাহাদুর, বলিয়া সম্বোধন করিলে আনন্দে সেই মূঢ়ের বক্ষদেশ স্ফীত হইতে থাকে, অহঙ্কারে মৃত্তিকায় আর তাহার পাদস্পর্শ হয় না। "আপনি কোন্ প্রদেশের রাজা, কি বাহাদুরী কর্ম্ম করিয়া বাহাদুরত্ব লাভ করিলেন ?" একথা কেহ যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলেই তাহার চক্ষুস্থির, মূকের ন্যায় বসিয়া থাকিবে, মস্তক উত্তোলন করিতে সক্ষম হইবে না,। ইতস্ততঃ করিয়া মস্তক কণ্ডুয়ণ করিতে করিতে এইমাত্র উত্তর করিবেন যে, "আমি কোন প্রদেশের রাজা নহি, আর কোনরূপ বীরত্ব করিয়া বাহাদুরীর কর্ম্মও করি নাই ; তবে অমুক স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজা আমাকে এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং আমি ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা আমার উপাধি মাত্র,—অপর কিছুই নহে।" ভাবিয়া দেখুন দেখি মহাশয়, ইহা কতদূর লজ্জাকর ব্যাপার। মান বর্দ্ধিত করিতে গিয়া মানের হানি করিয়া আসা মাত্র। ফলতঃ রাজাবাহাদুর উপাধি যিনি প্রদান করেন, এবং সেই উপাধি যে ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করে, ইহা উভয় পক্ষেরই মনের ভ্রান্তি। কারণ

কোন প্রদেশে স্বাধীনরূপে কর্তৃত্ব করিতে না পারিলে, সে ব্যক্তি আর কিরূপে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? অতএব বিনা বৃত্তিতে এ উপাধি দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বিভূষিত করা, আর তাহাকে জনসমাজে হাস্যাস্পদ করা, ইহা তাহার পক্ষে উভয়ই সমান। তাই বলিতেছি, যে ওরূপ উপাধি আমি কখনই গ্রহণ করিতাম না, হিন্দুরাজ প্রদত্ত বলিয়া শিরোধার্য্য করিতাম, কিন্তু তাহা কখনই ব্যবহার করিতাম না।

বিষণজীর এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণে দাতাজী মোহিত হইলেন। মনে করিলেন যে, ইহাঁর ন্যায় উদারস্বভাব স্বদেশহিতৈষী স্বার্থপরিশূন্য মহাত্মা আর দুইটী নাই। সুতরাং বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন, সে বিষয়ে আমারও অভিমত। প্রধানত্ব প্রাপ্ত না হইলে, উপাধি ব্যবহার করা কোনক্রমেই উচিত হয় না। কিন্তু এখন আমার আবেদনটীর কি করিবেন?—যে জন্য আমার এখানে আগমন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ প্রদান করুন।"

"আমি ত পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, সে বিষয়ের চিন্তা করিবেন না, প্রকাশ করিয়া বলুন, এখনই তাহার বিহিত বিধান করিয়া দিতেছি।"

দাতাজী বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, অদ্য কএক সপ্তাহ অতীত হইল, আমার অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া এইস্থানে নীত হইয়াছিল। মহাশয়ই আবার তাহার বিচার করিবেন শ্রবণ করিয়া, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও সেই সময় আগমন করি। তৎকালে মহাশয়ও আমাকে অনেক প্রকার আশ্বাসবাক্যে আশ্বাসিত করিয়াছিলেন। তৎপরে পরম্পরায় শ্রুত হইলাম, যে আপনিই আবার তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রথমে আশা দিয়া পরক্ষণেই এরূপ কার্য্যে আপনি যে কেন প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার কারণ অনুধাবন করিতে আমি ত কোনক্রমেই সমর্থ হইতেছি না! যাহা হউক, এক্ষণে সে ব্যক্তি যাহাতে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিউন, কোনরূপ সদুপদেশ প্রদান করুন। আমি মহাশয়ের নিতান্ত অনুগত ও আশ্রিত।"

দাতাজী যাহার উদ্দেশে বলিতেছেন, বিষণজী তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু যেন কিছুই স্মরণ নাই এমনি ভাবটী প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কোন্ লোকটীর কথা ? তাহার নাম কি ? সে ব্যক্তি কি অপরাধে ধৃত হইয়াছিল ?"

দাতাজী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, তাহার নাম রঞ্জনলাল।—নবাব সাহেবের প্রতিকূলে ষড়যন্ত্র করা অপরাধে ধৃত হইয়াছিল।"

সহসা যদি একটী ভীষণ ব্যাঘ্র বিষণচাঁদের সম্মুখীন হইত, অথবা কোন কালভুজঙ্গ উদ্ধফণা হইয়া তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইত, তাহা হইলে তিনি অধিকতর কম্পান্বিত হইতেন না। কিন্তু "রঞ্জনলাল" এই নামটী মাত্র শ্রবণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও জীবাত্মা প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি অতিকষ্টে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "হাঁ হাঁ, এখন স্মরণ হইতেছে। আপনি একদিন আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতীত ঘটনা কিছুতেই স্মরণ হইতেছে না। ভাল, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একখানি বৃহৎ পুস্তক আনয়ন করিলেন, আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, "কি নামটী বলিলেন ? রঞ্জনলাল ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"নিশ্চয় জানেন রঞ্জনলাল ?"

ঈষৎহাস্য করিয়া দাতাজী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, বহুদিন অবধি জানি।"

"উত্তম, ভুল না হয়।" বলিয়া বিষণচাঁদ পুস্তকখানি খুলিলেন। কএকটীপত্র উলটাইয়া কোন একটী বিশেষস্থানে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, এই যে, সমস্তই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। রঞ্জনলাল,—জাতিতে হিন্দু,—পিতার নাম শুকলাল।—বাসস্থান, বরোজ নগর।—বয়স অনুমান ঊনবিংশ বৎসর।—ব্যবসা, চাকরী—পদ, পোতাধ্যক্ষ।—জাহাজ, মহাজনী।—আখ্যা, মাতঙ্গী।—সম্পত্তি, দাতাজীর।—অপরাধ, ষড়যন্ত্র করা।"

দাতাজী কহিলেন, “অপরাধটা ঐরূপ, প্রথমে ইহা শ্রবণ করিয়া ছিলাম বটে, কিন্তু তৎপরে আপনিই ত আবার তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন?—রঞ্জনলাল যে নিরীহলোক, একথা আপনারই মুখে ত শ্রবণ করিয়াছিলাম?”

সহসা যেন কোন কথা স্মরণ হইল, এইভাব প্রকাশ করিয়া বিষণচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, “হাঁ হাঁ, এখন সম্পূর্ণরূপই স্মরণ হইতেছে। পূর্ব্বে তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করি বটে, কিন্তু তৎকালে সম্যকরূপে কিছুরই অনুসন্ধান লওয়া হয় নাই। পরে অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতেই তাহার দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। কারাপুস্তকে সেই নিমিত্তই ওরূপ করিয়া লেখা হইয়াছে।”

কাতরে দাতাজী উত্তর “করিলেন, বোধ হয়, কোন শত্রুপক্ষে তাহার অনিষ্ট করিবার নিমিত্তই এইরূপে দোষারোপ করিয়া থাকিবে, তাহার নামে অপবাদ রটাইয়া থাকিবে।—বাস্তবিক সে ব্যক্তি নির্দ্দোষী।”

গম্ভীরস্বরে বিষণজী কহিলেন, “না না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হউন। —সে ব্যক্তি যথার্থই অপরাধী।—আত্মমুখেই সে স্বীকার করিয়াছে,— আমার সম্মুখেই স্বীকার করিয়াছে।—সেই জন্যই ত—”

বাধা দিয়া দাতাজী কহিলেন, “তবে সঙ্গদোষেই ওরূপ হইয়া থাকিবে,—অসৎলোকের পরামর্শেই ওরূপ করিয়া থাকিবে।—নতুবা রঞ্জনলাল ওরূপ প্রকৃতির লোকই নহে। কথায় বলে, সঙ্গদোষেই গ্রাম নষ্ট, অসৎসঙ্গেই তাহার ওরূপ মতিচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে।

“হাঁ তাহাও সম্ভব বটে।—ওরূপ হইলেও হইতে পারে,—আপনি যখন বলিতেছেন, তখন তাহাই হওয়া সম্ভব বটে।”

দাতাজী আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে এখন ইহার উপায় কি? যাহাতে সে ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতে পারে,তাহার সদ্‌যুক্তি কি?”

“আজ্ঞা, তাহাতে আমার হাত নাই, সেটী আমার ক্ষমতা বহির্ভূত।”

কিঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে দাতাজী কহিলেন, “কেন মহাশয়, আপনারই

লোকে ত তাহাকে ধৃত করিয়াছিল?—তবে আপনার হাত নাই কেন? আর যদিও দোষী হয়, তবে তৎকালের অপরাধী, এখনকার অনুগ্রহ পাত্র।—তাহার সে দোষ এখন গুণে পরিণত হইয়াছে।—সে দিন যে ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া পরিগণিত, অদ্য আবার সেই ব্যক্তিই রাজ্যের উপকারক বলিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতে পারে। তবে নিষ্কৃতি পাইবে না কেন মহাশয়?"

ধীরভাবে বিষণচাঁদ উত্তর করিলেন, "সেটী নাকি আমার এলাকা বহির্ভূত, সেই জন্যই বলিতেছি, আমার হাত নাই—"

বাধা দিয়া দাতাজী কহিলেন, "সে কিরূপ মহাশয়?—রঞ্জন ত আপনারই এলাকায় ধৃত হয়, আপনিই ত তাহার বিচার করেন?"

বিষণচাঁদ সেই ভাবেই কহিলেন, "হাঁ, আমার এলাকায় ধৃত হইয়াছিল বটে, আমিই তাহার বিচার করি বটে, কিন্তু অপরাধের দণ্ডবিধান আমার দ্বারা হয় নাই।—প্রধান শান্তিরক্ষকই তাহা প্রদান করেন। তিনিই তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিলেন?"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দাতাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রধান শান্তিরক্ষক?—নগরপাল?—তাঁহার সহিত এ বিষয়ের কি সংশ্রব ছিল?"

"শুনুন। রঞ্জনের অপরাধ সপ্রমাণ হইলে সে আমাকে একে একে সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া বলে। যাহাতে রক্ষা পায়, তন্নিমিত্ত আমার নিকট বিস্তর কাকুতি মিনতি করে,—চরণ ধারণপূর্ব্বক বিস্তর কাকুতি মিনতি করে। তাহার সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আমার অতিশয় দুঃখ হয়, দয়াও হয়।—কিন্তু অবাধে মুক্তিদান করি, এরূপ ক্ষমতা আমার প্রতি আদৌ সমর্পিত ছিল না, সে ক্ষমতা কেবল কাজীর হস্তেই সমর্পিত। কাজী সাহেবও তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াও যে কোনপ্রকার সুবিধা করিব, তাহারও উপায় দেখিতে পাইলাম না। সুতরাং অপরাধীকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিরদা রাজধানীতে গমন করিতে হইল। ইচ্ছা, প্রধান শান্তিরক্ষক দেলওয়ার খাঁকে অনুরোধ করিয়া হতভাগাকে অব্যাহতি দিবার, অন্ততঃ দণ্ডের

লাঘব করিবার চেষ্টা করিব; তাহাও করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ বরদা নগরে উপস্থিত হইয়াই দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করি। মিথ্যা কথাও বলা হয় না, অথচ অভাগার উপকার হয়, এইভাবেই সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম।—কিন্তু মুসলমান স্বভাবতঃ ক্রুর, দেওয়ান কিছুতেই বর্গ মানিল না। কহিল, 'এরূপ দুশ্চরিত্র লোকের ফাঁসি হওয়াই উচিত। অন্ততঃ যাবজ্জীবন কারাবাস।' অবশেষে আমার অনেক অনুনয় বিনয়ে আপাততঃ দণ্ডাজ্ঞা, বিবেচনার অধীনে রাখিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ প্রদান করিল। আমি ক্ষুণ্নমনে চলিয়া আসিলাম। রঞ্জন বরদানগরে উপস্থিত ছিল বলিয়াই, সেই এলাকার কারাগারে বন্দী হয়। আর পূর্ব্বোক্ত কারণেই প্রধান শান্তিরক্ষক দেওয়ান খাঁ, তাহার দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন, এবং সেই নিমিত্তই আমার এলাকার বহির্ভূত।" বিষণজী একাধিক সহস্র রজনীর আখ্যান নায়িকা সাহরজাদীর অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য সহকারে এই গল্পটী বলিয়া গেলেন। পাঠক মহাশয় বুঝিতেই পারিলেন, ইঁহার রচনাচাতুর্য্য কতদূর পরিপক্ব। রঞ্জনের নিমিত্ত তিনি যতদূর করিয়াছেন, তাহা আর আপনাকে বুঝাইয়া দিবার অপেক্ষা নাই। বিষণজীর সহিত ভেকধারী পরমহংসের কথাবার্ত্তায় পূর্ব্বেই আপনি সে তত্ত্বের আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়া আছেন।

দাতাজী বিষণ্ণ হইলেন। ক্ষুণ্নমনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এখন ইহার উপায়? ইহার সুপরামর্শ কি মহাশয়?"

বিষণজী আশ্বাসবাক্যে উত্তর করিলেন, "আপনি চিন্তিত হইবেন না। ইহার বিলক্ষণ সদ্যুক্তি আছে। এখনই ইহার উপায় বলিয়া দিতেছি।"

উৎসাহিত হইয়া দাতাজী কহিলেন, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন,—আপনি মৃতদেহে প্রাণদান করিলেন। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হউন। দিন দিন আপনার শ্রীবৃদ্ধি হউক, পরম সুখে কালাতিপাত করুন।"

বিষণচাঁদ অবনত মস্তকে অতি বিনম্রস্বরে কহিলেন, "মহাশয়

হং লোক, আপনার আশীর্ব্বাদে কি না হয়? এখন এক কর্ম্ম করুন;—কখানি আবেদনপত্র দরবার মন্ত্রির নিকট পাঠাইয়া দিউন,—"

দাতাজী বলিয়া উঠিলেন, "তবেই হইয়াছে।—তিনি শতাধিক বেদনপত্র প্রত্যহই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু তাহার আদেশ প্রদান রা দূরে থাকুক, তন্মধ্য হইতে দশখানিও পাঠ করেন কি না সন্দেহ। সে বস্থায় পত্র প্রেরণ করা আর না করা, এ উভয় কথাই সমান। কিছুই ফল র্শিবে না,—শতবৎসরেও তাহার উত্তর প্রাপ্ত হইবে না।"

ঈষৎহাস্য করিয়া বিষণজী কহিলেন, "শতাধিক কেন? সহস্রের ধিকও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, দশখানি কেন? একখানিও পাঠ করেন া, সমস্তই সত্য।—কিন্তু সকল আবেদনপত্র ত আর সেই এলাকার কর্ত্তীর অভিজ্ঞানপত্র সহ প্রেরিত হয় না,—আর সকলগুলি কিছু বিশিষ্ট লোকেও বাহক হইয়া কর্তৃপক্ষের স্বহস্তে সমর্পণ করে না, সুতরাং বিলম্ব হইয়া পড়ে।—তবে এ পত্রখানি নাকি আমি স্বয়ংই লইয়া যাইব, আবার ন্ত্রির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রার্থিত বিষয়ের উচিত আদেশ যাহাতে তিনি শীঘ্রই প্রদান করেন, সে নিমিত্ত যখন তাহাকে উপরোধ অনুরোধ করিব, তখন বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা কি? সে নিমিত্ত আপনি চিন্তিত হইবেন না।"

দাতাজী শুনিয়া মোহিত হইলেন।—বিষণজীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি উত্তরোত্তর তাঁহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আনন্দে গদগদস্বরে কহিলেন, "এতদূর দয়ার শরীর আপনার!—তাহার নিমিত্ত এতদূর কষ্ট স্বীকার করিবেন?"

"অবাধে, সচ্ছন্দে,—আনন্দের সহিতই তাহা সম্পাদান করিব।—কুনের কারাবাসের হেতুভূত আমি,—আমাকেই আবার তাহার উদ্ধারের কারণ হওয়া উচিত—এখন তাহাই আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম। মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, ইহকালের সেবা, পরকালের অনুসন্ধান। যে দিন যে অপরাধী বলিয়া দণ্ডিত হইয়াছে, অদ্য রাজ্যের উপকারক বলিয়া তাহারই আবার পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। তাই বলিতেছি, যাহাকে

সে ব্যক্তি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিতে এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে সাধ্যমত ত্রুটী করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হয় না, কর্ত্তব্যকর্ম্ম জ্ঞানে সেটী আমি আগ্রহের সহিতই সম্পাদন করিব।"

বিষণজীর এই কথা শ্রবণে দাতাজী আনন্দ সলিলে ভাসমান হইলেন। ভাবিলেন, এইবারেই রঞ্জনলাল মুক্তিলাভ করিল, "মাতঙ্গিনী" পোতের অধ্যক্ষ হইয়া পুনর্ব্বার সমুদ্রপথে গমনাগমন করিবে, বাণিজ্য-দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়পূর্ব্বক তাঁহার লাভের চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবে; মনে মনে এই সকল চিন্তা করিয়া তিনি আহ্লাদে গলিয়া গেলেন। কহিলেন,"আপনি মুর্ত্তিমান দয়া, কি বিবেচনা শক্তি আপনার, কি ধর্ম্মভীরু লোক আপনি!"

অবনতবদনে বিষণচাঁদ কহিলেন, "ও কথা বলিবেন না, উহাতে আমি লজ্জিত হই। আপনার অন্তর অতিশয় নির্ম্মল, সেই নিমিত্তই আপনি ওরূপ আজ্ঞা করিতেছেন। বাস্তবিক আমি প্রশংসা প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র নহি, কর্ত্তব্যকর্ম্ম জ্ঞানেই আপনাকে ওরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছি, কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়াই ওরূপ করিতে স্বীকার পাইতেছি মাত্র।"

দাতাজী কহিলেন, "এরূপ কর্ত্তব্যকর্ম্ম জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে, বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন কি মর্ম্মে আবেদন পত্রখানি লিখিতে হইবে, সেইটী আমাকে বলিয়া দিউন, আমি শীঘ্রই তাহা প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করিতেছি।"

"আর লিখিয়া আনিতে হইবে না, আমিই তাহার সুবিধা করিয়া দিতেছি, আপনি সেইগুলি অপর একখানি কাগজে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিউন, এখনই সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে।"

দাতাজী কহিলেন, "আপনার দয়ার উপর আর অধিক প্রশ্রয় লইতে সাহস করি না, এমনই যথেষ্ট হইয়াছে। মর্ম্মটীমাত্র বলিয়া দিউন, এখনই তাহা লিখাইয়া আনিতেছি। আপনার আর কষ্ট করিবার প্রয়োজন কি?"

"ইহাতে আর আমার কষ্টটা কি? যাতায়াতে বরং আপনারই

কষ্ট হইবে; বিশেষতঃ যাহার দ্বারা লিখাইয়া লইবেন, সে ব্যক্তি হয় ত কর্ম্মের উপযুক্ত না হইতে পারে, হয় ত সে লিখিবার ধরণই জানে না, এরূপ হইলে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। আরও একটী কথা এই যে, আমার এই পদ, কখন আছে, কখন নাই। আমি থাকিতে থাকিতেই এ কার্য্যটী সমাধা করিয়া লইলে ভাল হয়, নতুবা বড় গোলেই পড়িবেন;—বিলম্বে কার্য্যের হানি,—শুভকর্ম্মে অনেক বিঘ্ন।—গয়ংগচ্ছ করিয়া কালবিলম্বে প্রয়োজন কি? রঞ্জনলাল অনেক কষ্ট পাইয়াছে, আর কেন? বৃথা তাহারে কষ্ট দিবার আর ফল কি? যাউন, ঐ টেবিলের ধারে আসন পরিগ্রহণ করুন,—আমি সুসবিধা করিয়া দিতেছি, লিখিতে আরম্ভ করুন।”

“আজ্ঞা হাঁ যথার্থ বটে, আর তিলমাত্র বিলম্ব করা উচিত হয় না।—ভাবিয়া দেখুন, যে লোক সহস্র সহস্র বর্গক্রোশ সমুদ্রপথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, নির্জ্জনে, কারাগারে রুদ্ধ হওয়া তাহার পক্ষে কতদূরই কষ্টকর। যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া সে ব্যক্তি উন্মাদ হইলেও হইতে পারে। মনে করুন সেটী কতদূর শোচনীয় ব্যাপার। উন্মাদ হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর।” এই কথা বলিয়া মহানুভব দাভাজী নির্দ্দিষ্ট-স্থানে গমনপূর্ব্বক আসন পরিগ্রহণ করিলেন।

বিষণজীর জীবাত্মা কাঁপিয়া উঠিল; রঞ্জনের ভবিষ্যভাগ্য স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিদলিত হইতে লাগিল। কিন্তু তখন আর ফিরিবার সময় নাই,—বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, প্রত্যাবৃত্ত হইবার আর উপায় নাই। রঞ্জনকে দলিত, মর্দ্দিত ও পেষিত না করিলে, তাঁহার আর উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয় না, মূলে আঘাত পড়ে। সুতরাং বিষণজীর স্বার্থের নিমিত্ত রঞ্জনলাল দলিত, মর্দ্দিত ও পেষিত হইলেন।

বিষণচাঁদ আবেদনের সুসবিধা করিয়া দিলেন, দাভাজী একখানি কাগজে সুচারুরূপে সেইগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। রঞ্জনের স্বজাতি গৌরব,—হিন্দুরাজের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি,—ব্রহ্মগিরি দুর্গ হইতে মহীপতকে উদ্ধার করিবার আকিঞ্চন,—যাহাতে তিনি

গুর্জ্জরের রাজসিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন,—মহীপতের হিতসাধনে প্রাণ পণ,—রত্নগিরি হইতে পত্রাদি লইয়া তাঁহার পক্ষসমর্থনকারীদিগকে প্রদানার্থ বরদা ও সৌরাষ্ট্রে গমনাগমন,—তথা হইতে প্রত্যুত্তর লইয়া আজীম খাঁকে প্রদান,—পরিশেষে মুসলমান হস্তে বন্দী হইয়া নিজের কারাবাস পর্য্যন্ত সমস্তই সেই আবেদনপত্রে পরিবর্ণিত হইল। দাতাজী জানিতেন যে, রঞ্জনলাল এই সকল কর্ম্ম সম্পাদন করা দূরে থাকুক, ইহার শতাংশের এক অংশ অবগত আছেন কি না সন্দেহ; কিন্তু মনে করিলেন যে, রাজ্যের উপস্থিত অবস্থায় রঞ্জনের ক্রিয়াকাণ্ড যতদূর বাহুল্যরূপে পরিবর্ণিত হইবে, তাহার পক্ষে ততদূরই মঙ্গল সম্ভাবনা। বিশেষতঃ! শিবজীকে তিনি অকপট বন্ধু বলিয়াই জানিতেন, অতএব তিনি স্বয়ং যখন এই আবেদনপত্রের মুসবিধা করিয়া দিয়াছেন, তখন আর ইহাতে চিন্তার বিষয় কি আছে? সমস্তই ন্যায় সঙ্গত,—রঞ্জনের পক্ষে ইহাই পরমমঙ্গল। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি ঐরূপ দরখাস্ত লিখিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না; বরং সানন্দচিত্তে তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন।

পত্রখানি সাঙ্গ হইলে পর, মহানুভব দাতাজী বিষণচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আর কি করিতে হইবে?"

"কিছুই না, কেবল আপনার স্বাক্ষরের অপেক্ষা।"

"আপনি অভিজ্ঞানপত্র লিখিয়া দিবেন না?"

"আপনার স্বাক্ষর হইবার পর।"

"কোথায় স্বাক্ষর করিতে হইবে?—নিম্নভাগে?"

"না।—পত্রের শিরোভাগে, আড় দিকে।" বলিয়া বিষণচাঁদ স্থানটী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

যথাস্থানে স্বাক্ষর করিয়া দাতাজী মহাশয় বিষণচাঁদকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অভিজ্ঞানপত্র কখন লিখিয়া দিবেন?"

"এখনই" এই কথা বলিয়া শিবজী সেই আবেদনপত্রের নিম্নভাগে অভিজ্ঞানপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন।

সোৎসুকে দাতাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি লিখিলেন, দেখিতে পাই না?—দেখাইবার কি কিছু বাধা আছে?"

"কিছুমাত্র না,—সচ্ছন্দে দেখুন।" এই কথা বলিয়া বিষণজী দরখাস্তখানি দাতাজীর প্রসারিত হস্তে সমর্পণ করিলেন। অভিজ্ঞান পত্রে এইরূপ লেখা ছিলঃ——

"আবেদনকারী যাহা যাহা লিখিয়াছেন, সে সমস্তই সত্য! রঞ্জনলালের বিচারের কালীন এই এই বিষয় সমস্তই সপ্রমাণ হইয়াছিল। আমি স্বয়ংই তাহার বিচার করি।"

"শ্রীবিষণচাঁদ মুকিম।"

"মুফ্‌তী।"

পাঠ সমাপ্ত হইলে দাতাজী দরখাস্তখানি বিষণজীকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক সকৌতুহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এরূপ স্বাক্ষর করিলেন কেন? রাজাবাহাদুর উপাধি সম্বলিত সহি করিলেই ত ভাল হইত? "মুকিম" মাত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন কেন?"

বিষণজী ঘৃণারস্বরে উত্তর করিলেন, "রাজাবাহাদুর?—উপাধি ব্যবহার?—নারায়ণ!—উহাতে আমার বড়ই বিদ্বেষ!—বিশেষতঃ মুসলমান প্রদত্ত, ঘৃণারই বস্তু!—তাহা আবার ব্যবহার?—তবে "মুকিম" উপাধিটী নাকি পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সেই নিমিত্তই উহার ব্যবহার,—নিশ্চয় জানিবেন, সেই নিমিত্তই তাহা লিখিতে বাধ্য হইয়াছি!—নতুবা উহাতেও আমার সবিশেষ বিদ্বেষ,—ব্যবহার করিতে লজ্জিত হই।"

দাতাজী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন।—বিষণজীর পূর্ব্ব কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইল; তিনি বিনীতভাবে কহিলেন, "মহাশয় আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা প্রার্থনা করি।—ওরূপ আভাস ইতিপূর্ব্বেই আপনি একবার প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেটী আমার কিছুমাত্র স্মরণ ছিল না, ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তজ্জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

"সে কি কথা?—আপনার আর অপরাধটা কি? উত্তেজিত হইয়া

উত্তর করাতে বরং আমারই অপরাধ হইয়াছে,—আমারই ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।"

"আপনার উদার স্বভাব, আপনি অতি মহৎব্যক্তি; সেই নিমিত্তই ওরূপ উত্তর করিলেন। সে যাহা হউক, এখন এই দরখাস্তখানির বিষয় কি করিলেন, কখন এখানি লইয়া যাইবেন? মন্ত্রি মহাশয়ের হস্তে কখন এখানি সমর্পিত হইবে?" দাতাজী এই কথা বলিয়া উত্তর প্রতীক্ষায় আগ্রহের সহিত বিষণজীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বিষণজী কহিলেন, "তিন চারি সপ্তাহের মধ্যেই।"

"কেন, এত অধিক বিলম্ব হইবে কেন? এখান হইতে রাজধানী ত অধিকদূর নয়, তিনচারিদিবসের মধ্যেই ত তথায় উপস্থিত হওয়া যায়?"

"তিন চারিদিবসের মধ্যে উপনীত হওয়া যায় বটে, কিন্তু আমি একপক্ষের মধ্যে এখান হইতে কোনক্রমেই যাইতে পারিতেছি না। কতকগুলি বিশেষ কাজ আমার হস্তে আছে, সে গুলি একপক্ষের মধ্যে—"

বাধা দিয়া দাতাজী কহিলেন, "তাই ত, ইহাতে যে অধিক বিলম্ব হইবে?—ভাল মহাশয়, অপরের দ্বারা প্রেরণ করিলে কি কার্য্যসিদ্ধ হইবে না?"

"কেন হইবে না?—অপরের দ্বারাও কার্য্য হইতে পারে।"

"তবে তাহাই করুন না কেন?—আপনার আর কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজনটা কি? অপরের দ্বারাই প্রেরণ করুন না কেন?"

"ভাল তাহাই হইবে।"

"সেই সঙ্গে একখানি অনুরোধপত্র লিখিয়া দিলে ভাল হয় না?"

"হাঁ, তাহা হইলে ত ভালই হয়।" অন্যমনস্কভাবে এই কএকটী কথা বলিয়া বিষণচাঁদ নীরব হইলেন। কিঞ্চিৎপরে সহসা বলিয়া উঠিলেন "ভাল কথা স্মরণ হইয়াছে। আমার পিতা রাজসরকারে অতিশয় প্রতিপন্ন, যাহাতে তিনি স্বয়ং এই আবেদন পত্রখানি মন্ত্রি মহাশয়ের নিকট লইয়া যান, সে বিষয়ের নিমিত্ত তাঁহাকেই আমি অনুরোধ করিয়া পাঠাইতেছি; তাহা হইলে আর কোন গোলই থাকিবে না।

আমার নিজের যাওয়া অপেক্ষা ইহাতে আরও অধিক ফল দর্শিতে পারিবে। কেমন, এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?"

সাহ্লাদে দাতাজী বলিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে ত আর কোন কথাই থাকে না, সহজেই রঞ্জনলাল মুক্তিলাভ করিতে পারিবে,—শীঘ্রই কারাযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে।—তবে পত্রখানি কখন পাঠাইয়া দিবেন?"

"অদ্যই।"

"তবে এখন আমি বিদায় হই। নমস্কার মহাশয়।" এই কথা বলিয়া মহানুভব দাতাজী বিষণচাঁদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কালবিলম্ব না করিয়া এই শুভসংবাদ রঞ্জনের পিতা শুকলালের নিকট তৎক্ষণাৎই পাঠাইয়া দিলেন। রঞ্জন শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে শুনিয়া বৃদ্ধের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না; তিনি মনে মনে দাতাজীকে শতসহস্ররূপে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মধুমতী এই সংবাদ শ্রবণে কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে চিন্তানল একেবারে নির্ব্বাপিত হইল না।

অষ্টম কাণ্ড

নানা ঘটনা,—ভবিষ্যবাণী!

দাতাজী বিদায় হইলে পর, বিষণচাঁদ সেই লিখিত দরখাস্তখানি একটী পেটিকামধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। রাজধানীতে না পাঠাইয়া সেখানি যত্নপূর্ব্বক হস্তগত করিয়া রাখিলেন। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি? পাঠক মহাশয় এ কথা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাহার উত্তর এই যে, তিনি মনে করিয়াছিলেন, মুসলমানেরা যদি পুনর্ব্বার গুর্জ্জরদেশ অধিকার করিয়া লয়, তাহা হইলে ঐ পত্রখানি তাঁহার

বিশেষ উপকারে আসিবে। কারণ, রঞ্জন যদি কারাযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সামন্তগিরি সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে, তাহা হইলেও তাঁহার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, তৎকালে তিনি অম্লানবদনে বলিতে পারেন যে, আমি তাহার কারাবাসের হেতু হইয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত জাতক্রোধে প্রতিহিংসা করিবার মানসে সে আমার প্রতি ওরূপ দোষারোপ করিতেছে। ষড়যন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস কি? রঞ্জন যে ষড়যন্ত্রকারী, কুচক্রী, তাহা প্রমাণ করিতে তাঁহাকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। তাহার প্রভু, দাতাজীর স্বহস্ত লিখিত দরখাস্তখানিই তাহার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য। তিনিই তাহাকে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। অতএব ষড়যন্ত্রকারীর কথায় বিশ্বাস কি? বস্তুতঃ দাতাজীর আবেদন পত্রখানি রঞ্জনের মৃত্যুবাণ রূপে মুফ্‌তী মহাশয়ের হস্তে বিরাজিত রহিল। প্রয়োজন হইলে তদ্দ্বারা রঞ্জনকে একেবারে ভস্মীভূত করিতে পারিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র কি?

বিষণজীর অনুমান বৃথা হয় নাই। রাজ্য সম্বন্ধে যাহা যাহা ভাবিয়াছিলেন, বাস্তবিক অবিকল তাহাই ঘটিল। পাঠানেরা গুর্জ্জররাজ্য অধিকার করিয়া লইল। পাণিপথ রণক্ষেত্রে হিন্দুরা হতবল হইলেন, মহীপত রাও পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। যে কএকমাস তাঁহার রাজত্ব ছিল, দাতাজী সেই সময়ের মধ্যে রঞ্জনের মুক্তির নিমিত্ত অনেকবার বিষণজীর নিকট আগমন করিয়াছিলেন। "অদ্য সংবাদ আসিবে, কল্য আসিবার সম্ভাবনা, পথে হয় ত লোক আসিতেছে, হয় ত রঞ্জন সেই সঙ্গে খালাস হইয়া আসিতে পারে।" তিনি পুনঃ পুনঃ এইরূপ নানাপ্রকার স্তোকবাক্যে দাতাজীকে প্রবোধ দিয়া রাখিয়া ছিলেন। এইরূপে কালহরণ করিতে করিতে সহসা পাণিপথের যুদ্ধে হিন্দু পরাভব ও মহীপতের পলায়ন সংবাদ প্রচারিত হইল। সেই সঙ্গে দাতাজীর আশাও বিসর্জ্জিত হইয়া গেল, তিনিও আর বিষণজীর নিকট আগমন করিলেন না। রঞ্জনের মুক্তির নিমিত্ত তাঁহার যতদূর সাধ্য সমস্তই করি- রাছিলেন, কিছুই ক্রটী রাখেন নাই,—এক্ষণে নিরুপায় হইয়া সে

কার্য্যে বিরত হইলেন, আর আসিলেন না। কাহার নিকটেই বা আসি-লেন ?—বিষণজী স্থানান্তরিত, তৎপদে মুসলমান মুফ্‌তী অভিষিক্ত, তাহার নিকট আবেদন করিবার ফল কি ? বরং হিতে বিপরীত ঘটিবারই সম্ভাবনা। নিজেই হয় ত ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া বিপদগ্রস্ত হইতে পারেন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইতে পারে। এই সকল চিন্তা করিয়া তিনি আর সে বিষয়ের চেষ্টা করিলেন না, অগত্যা হতাশ হইয়া ক্ষান্ত হইলেন।

বিষণজী এখন কোথায় ? বিষণজী পাণিপথক্ষেত্রে হিন্দুদিগের পরাভব ও মহীপতের পলায়ন সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজধানীতে যাত্রা করেন। জম্বুসরনগরে কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে, তিনি আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিলেন না। মুসলমানের সৌভাগ্য-রবি পুনরুদিত দেখিয়া তিনি গুর্জ্জরের রাজধানীতে যাত্রা করিয়াছিলেন। নবাব সরকারে প্রতিপন্ন থাকাতে সহজেই তিনি তথাকার সহকারী শান্তিরক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আমীর দেলওয়ার খাঁর সহকারী। সেখানে তাঁহার ক্ষমতাও অধিক, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ! এত অধিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কারণ এই যে, কোন কার্য্যে প্রধান শান্তিরক্ষক সাহেব যখন নবাব সাহেবের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, সেই সময় বিষণজী মহাশয়, তাঁহার অনুকূলে দুই একটা কথা কহিয়া নবাব সাহেবের ক্রোধোপশম করিবার চেষ্টা পান।—সৌভাগ্যক্রমে তিনি সফলমনোরথও হইয়াছিলেন। দেলওয়ার খাঁ সেই উপকার স্মরণপূর্ব্বক এক্ষণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অণুমাত্র ক্রটী করিতেছেন না। সমস্ত কার্য্যের ভারই বিষণজীর প্রতি সমর্পিত। কি কর্ম্মচারী নিয়োগ, স্থানান্তরিত বা পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইলে, বিষণজীই তৎসমুদয় করিয়া থাকেন, কোন আদেশ বা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার আবশ্যক হইলে, দেলওয়ার খাঁর নামে বিষণজীই সে সমস্ত প্রচারিত করেন; আমীর সাহেব তাহাতে ভ্রমক্রমেও দৃষ্টিপাত করেন না। যদি কোন ক্ষমতাপন্ন আমীর, বিষণজীর কার্য্যে বিরক্ত হইয়া খাঁ সাহেবের নিকট অভিযোগ করে, তাহা হইলে প্রধান শান্তিরক্ষক আপনার সহকারীরই

পক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা পান, নানা প্রকার হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক অভিযোগকারীকে নিরস্ত করিয়া দেন। সুতরাং বিষণজী সহকারী হইয়াও সর্ব্বপ্রধান,—অনেকেরই হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা,—গুর্জ্জর পুলিসের এক প্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা। এখন আর তাঁহার শুদ্ধ রাজাবাহাদুর উপাধি নয়, তিনি এখন মহারাজ বিষণচাঁদ মুকিম বাহাদুর, মনসবদার হাজারী বলিয়া সকলের নিকট সুপরিচিত।

রঞ্জনের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, পাথোজীর তাহা জানিতে বাকী নাই। সে মনে করিয়াছিল, জগদীশ্বর রঞ্জনের দণ্ডবিধান করিলেন, আমি কেবল হেতু হইলাম মাত্র। বৃদ্ধি হইলেই পতন আছে। রঞ্জনের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই নিমিত্তই পতন হইল। আমারই সৌভাগ্য-বশতঃ রঞ্জন স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিব। মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া পাথোজী আনন্দনীরে ভাসিতে লাগিল। তাহার পর যখন মহীপত রাও গুর্জ্জরের সিংহাসনে পুনরভিষিক্ত হইলেন, তৎকালে তাহার আশা ভরসা সমস্তই এককালে বিসর্জ্জিত হইল। মনে করিল, "আর আমার এ স্থলে অবস্থান করা উচিত হয় না। রঞ্জন অচিরেই মুক্তিলাভ করিয়া আসিলে, রাজসংসারে তাহার অতিশয় আধিপত্য হইবে, আমার চরিত্রের বিষয় দাতাজীকে সমস্ত বলিয়া দিবে, তাহা হইলে আমার কর্ম্ম থাকিবে না, বিষম বিভ্রাটেই পতিত হইব। অতএব এখানে আর অধিকদিন থাকা কিছুতেই যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। দূরদেশে গমনপূর্ব্বক কোন রূপ ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত। কিন্তু স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে মূলধনের আবশ্যক। তাহাই বা কোথায়? যা যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে, তাহা ব্যবসায়ের পক্ষে সুপ্রতুল হইবে না। অতি যৎসামান্য, কিছুতেই সুপ্রতুল হইবে না। তবে যদি কোন মহাজনের উপর একখানি সুপারিসপত্র প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা হইলে বিশ্বাস ও সম্ভ্রমে ঐ টাকার চালসুমরে এক প্রকার বাণিজ্যাদিও চলিতে পারে। কিন্তু এরূপ সুপারিসপত্র কাহার নিকট হইতে যোগাসে

হইবে, কে আমাকে এইরূপ সুপারিসপত্র প্রদান করিবেন?—এক উপায়, দাতাজী।—তিনি অতি মহাত্মা ব্যক্তি, পরদুঃখে কাতর, দয়ার শরীর, সদাশয় লোক।—তাঁহাকে এ বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে, সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। বিশেষ করিয়া ধরিলে, তিনি ইহার কোন না কোন সদুপায় করিয়া দিতে পারেন।" এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া দাতাজীর নিকট আপনার মনোভাব বিজ্ঞাপন করিল। মহানুভব দাতাজী তাহাতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। আরও বলিলেন, "কেবল সুপারিসপত্র লইয়া কি হইবে? তাহাতে কোন বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই। মছলিপত্তনে একজন সম্ভ্রান্ত সওদাগরের উপর একখানি বিশ্বাস-পত্র প্রদান করিতেছি, তুমি তাঁহার নিকট হইতে দশসহস্র মুদ্রা মূল্যের বাণিজ্যদ্রব্য আপাততঃ নগদ মূল্য না দিয়া কেবল বিশ্বাসের উপরেই প্রাপ্ত হইতে পারিবে। শুদ্ধ সুপারিসপত্র লইয়া কি হইবে?" এই কথা বলিয়া কএকজন মহাজনের উপর সুপারিসপত্র, তৎসঙ্গে একখানি বিশ্বাসপত্র লিখিয়া দিলেন। "জন্মে ভুলিতে পারিব না, এ উপকার চিরকালই স্মরণ থাকিবে, অপনার নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিলাম।" এইরূপ নানাপ্রকার মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর, পাথোজী বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সেই দিবসেই মছলিপত্তনাভিমুখে যাত্রা করিল। তথায় বিবিধ বাণিজ্যে অতি অল্পকালমধ্যেই বিলক্ষণ সঙ্গতিশালী হইয়া উঠিল। তাহার পর কোথায় গেল, কি করিল, জীবনের শেষ সময়টী সুখ ও সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইল কি না, তাহা আর এখানে বলিবার আবশ্যক নাই, উপযুক্ত সময়ে এই আখ্যায়িকা রঙ্গভূমিতেই তাহার উচিত অভিনয় হইবে।

কপ রঞ্জনের কারাবাসে বলদেবের পরম আনন্দ। সে ভাবিল, "যাব-জ্জীবনের মধ্যে রঞ্জন আর প্রত্যাগত হইবে না। এইবার আমি নির্ব্বিঘ্নে মধুমতী লাভ করিতে সমর্থ হইব। রঞ্জনের পিতার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বৃদ্ধ যে আর অধিকদিন জীবিত থাকিবে, এরূপ ত কখনই অনুমান হয় না। পুত্র বিরহে অচিরেই প্রাণত্যাগ করিবে। তাহা হইলে মধুমতী একাকিনী অসহায়িনী হইয়া পড়িবে, তৎকালে আমি

প্ররোচনাবাক্যে অক্লেশেই তাহাকে বশীভূত করিতে পারিব। রঞ্জন আর জীবিত নাই, থাকিলে এতদিন প্রকাশ হইয়া আসিত; নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এ জন্মে আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। এইরূপ নানাপ্রকার প্ররোচনাবাক্যে অক্লেশেই তাহাকে বশীভূত করিতে পারিব। হতাশে নিরুপায় হইয়া মধুমতী আমাকে নিশ্চয়ই বিবাহ করিবে। তাহার সমস্ত ধনসম্পত্তিই আমার হস্তগত হইবে আমাকে আর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে না। তাহারই উপ-সত্বে আমার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইতে পারিবে।" এইরূপ চিন্তাতেই দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছিল, অহরহ এইরূপ সুখস্বপ্নে অভিভূত হইয়া বলদেব এককালে বিভোর! কিন্তু তাহার সেই সুখ-স্বপ্ন অচিরেই ভঙ্গ হইয়া গেল। সহসা পাণিপথ যুদ্ধে পাঠান হতবল ও মহীপতের রাজ্যপ্রাপ্তি সংবাদ প্রচারিত হইল।—বলদেব চতুর্দ্দিকেই যেন রঞ্জনময় দর্শন করিতে লাগিল। রঞ্জন যেন তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দারুণ বিশ্বাসঘাতকতার বৈরনির্য্যাতনে উদ্যত হইয়াছেন। অকারণে নিদা-রুণ কষ্টের হেতু বলিয়া সে যেন রাজকীয় বিচারালয়ে প্রতিশোধ লইতে দণ্ডায়মান হইয়াছে। সে যেন রাজসংসারে ক্ষমতাপন্ন হইয়া সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এবারে আর নিস্তার নাই; মধুমতী তাহারই হইবে, বাধা দিবার কোন উপায় নাই। একেবারেই হস্তবহির্ভূত! প্রিয়মন্ত্রি পাগোজী অনুপস্থিত এবারে কে আর মন্ত্রণা প্রদানপূর্ব্বক এ বিষয়ের উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিবে? কে আর ষড়যন্ত্র করিয়া পুনর্ব্বার তাহার আশাপথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিবে? সুতরাং এইবার মধুমতী তাহার হস্তভ্রষ্ট হইয়া পরহস্তে নিপতিত হইল। সভয়ে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিছুদিন অতীত হইয়া গেল। পরে যখন পাঠানের হস্তে মহীপতের পরাভব সংবাদ রাজ্যময় প্রচারিত হইল, বলদেবের পূর্ব্ব আশাও সেই সঙ্গে পুনর্ব্বার সজীব হইয়া উঠিল। আগ্রহে, উৎসাহে, পূর্ণানন্দে, তাহার হৃদয় মুহুর্মুহু নৃত্য করিতে লাগিল। মুখে আর হাসি ধরে না, আনন্দ রাখিবার স্থান নাই, পুলকে সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত! একাকী নির্জ্জনে গৃহমধ্যে যেন উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য

করিতে লাগিল। মধুমতী নিশ্চয়ই আমার, এবারে কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না, নিশ্চয়ই তাহাকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইব। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে একাকী নির্জ্জনে গৃহমধ্যে যেন উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার এই আশা ভরসা কতদূর ফলবতী হইল,— উৎসাহ উল্লাস কিরূপে পরিণত হইল, তাহাও এই অগ্যায়িকার ভবিষ্য-গর্ভে প্রগাঢ়রূপে নিহিত হইয়া রহিল।

মধুমতী সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, সর্ব্বদাই ম্লান। রঞ্জনের চিন্তায় সর্ব্বদাই বিষাদিনী! সান্ত্বনা করিবার লোক নাই, প্রবোধ দিবার বন্ধু নাই, কেবল বলদেব মাত্র ভরসাস্থল। বলদেব এক একবার আসিয়া প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিত। কিন্তু সে সান্ত্বনায়, সেই কপট সান্ত্বনায়, বিষাদিনীর বিষাদানল নির্ব্বাপিত না হইয়া বরং দ্বিগুণতর তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে থাকিত, প্রবোধিত না হইয়া অভাগিনীর কোমল হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে থাকিত। দাতাজী রঞ্জনের মুক্তিলাভের সুবিধা করিতে-ছেন, মধ্যে মধ্যে এই শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া মধুমতীর হৃদয় কিয়ৎপরি-মাণে আশ্বস্ত হইত, চিন্তাও সেই সঙ্গে কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়া যাইত। রঞ্জনের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে পারিব, এইরূপ আশাও তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে, তাঁহার সেই নিত্য বিষণ্ণবদনে ঈষৎ প্রফুল্লতা অঙ্কিত হইত। মেঘাবৃত শুধাংশুমণ্ডল যেমন অনুকূল বায়ু প্রভাবে অল্প অল্প দীপ্তি বিকাশ করে, মধুমতীর শোকজলদাবৃত বদনমণ্ডলও আশ্বাস বায়ু প্রভাবে তৎকালে সেইরূপ স্তিমিত শোভা ধারণ করিত। পরিশেষে পাণিপথ যুদ্ধের নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে হতাশনয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বলদেব তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিল, অযাচিত হইয়া এইভাবে অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিল যে, রঞ্জনের আসার আশায় একেবারে জলাঞ্জলি। এ জন্মে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, মুক্তিলাভের উপায় নাই, প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য।

মধুমতী বলদেবের বাক্যে কিছুমাত্র উত্তর না দিয়া অবনতবদনে গবাক্ষসমীপে গিয়া দাঁড়াইলেন। মুখে আর বাক্য নাই, চক্ষের পলক

নাই, শরীরে স্পন্দ নাই, এককালে স্তম্ভিত!—নিশ্চল, নির্ব্বাক স্তম্ভিত! নিম্নে একটী সুগভীর দীর্ঘিকা। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মধুমতী অশ্রুমতী হইলেন। মনে করিলেন, ইহারই গর্ভে শয়নপূর্ব্বক জন্মেরমত সমস্ত শোকানল নির্ব্বাণ করি। মনে করিলেন বটে, কিন্তু পারিলেন না। সাহস হইল, তথাপি পারিলেন না। আত্মহত্যায় নরকবাস শাস্ত্রীয় উপদেশ, এই বিশ্বাসে, নিরয়গামিনী হইবার ভয়ে, সে সঙ্কল্পে বিরত হইলেন, ঝম্প প্রদান করিলেন না। জীবনে হতাশ হইয়াও, কেবল নরকের ভয়ে, সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন,—স্বীয় প্রাণ নষ্ট করিলেন না। শেষে তাঁহার ভাগ্যে কি হইল তাহাও ভবিষ্যগর্ভে আপাততঃ লুক্কায়িত রহিল।

রঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা শুকলাল, পুত্র বিরহে নিতান্ত অবসন্ন হইলেন। দাতাজী রঞ্জনের মুক্তি বিষয়ে বিষণজীর মুখে যে দিন যেমন যেমন শ্রবণ করিতেন, বৃদ্ধের নিকট আগমনপূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ সেই সেই বিষয় প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য আশ্বাস প্রদানে ক্রটী করিতেন না। বৃদ্ধ সেই আশ্বাসেই প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন। অবশেষে পাণিপথ যুদ্ধের হতাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। মুখে বাক্য নাই, চক্ষে জল নাই, এককালে নিঃসাড় নিস্তব্ধ। যেন সাক্ষাৎ হতাশ ও নৈরাশ্য মূর্ত্তিমান! দাতাজী অনেক প্রবোধবাক্য কহিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই প্রবোধ পাইলেন না। পুত্রের ভাগ্যে যাহা হইবে, তাহা তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দাতাজীকে নানা কথায় বিদায় করিয়া ম্রিয়মান হইয়া শায়িত হইলেন। জীবনের মায়ায় জলাঞ্জলি দিলেন। অনাহারে প্রাণত্যাগ করাই স্থির করিলেন। অতি অল্পমাত্র আহারে দিনদিন শীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিলেন। দাতাজী সর্ব্বদাই আগমনপূর্ব্বক সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মধুমতী বিশেষ যত্নে সেবাভক্তি করিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু উপকার হইল না। নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া, দাতাজী চিকিৎসার নিমিত্ত তাঁহাকে মধুমতীর ভবন হইতে বরোজনগরে লইয়া যাইবার উদ্যম করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ সম্মত হইলেন না। ভাবী পুত্রবধুর

অনুরোধে পূর্ব্বাবধিই তাঁহার বাটীতে ছিলেন, দিনদিন মমতা বৃদ্ধি হইয়াছিল, সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইতে সম্মত হইলেন। অতএব মহানুভব দাতাজী সেই স্থানের একজন সুপ্রসিদ্ধ হকিম আনয়নপূর্ব্বক বৃদ্ধ শুকলালের চিকিৎসায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। হকিম সাহেব মন্দাগ্নির ঔষধি ব্যবস্থা করিয়া, তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধের মনোরথ সিদ্ধির আরও সুবিধা হইল। ক্ষুধা বৃদ্ধি হইল, অথচ তদুপযুক্ত আহার করিতেন না। মধুমতী অনুনয় বিনয় করিলে, "অসুখ বৃদ্ধি হইবে, হিতে বিপরীত ঘটিবে, মারা পড়িব।" এই সকল কথা বলিয়া বৃদ্ধ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া রাখিতেন। দাতাজী বরোজ হইতে মধুমতীর বাটীতে আগমনপূর্ব্বক সর্ব্বদাই তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন। বরোজ হইতে আমোদনগর অনেকদূর, কিন্তু মহানুভব দাতাজী এরূপ পরোপকারী, এরূপ দয়াশয় যে, কর্ত্তব্যকর্ম্ম জ্ঞানে তাঁহাতে তিনি কিছুমাত্র কষ্টবোধ করিতেন না। এইরূপে একমাস অতিবাহিত, বৃদ্ধের আসন্নকাল উপস্থিত। মাসাবধি কষ্টভোগ করিবার পর, বৃদ্ধ শুকলাল দাতাজীর ক্রোড়েই প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহাকে কহিয়া গেলেন, "আমার প্রতি আপনি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, তাহার প্রতিদান আমা হেন কাঙ্গালের দ্বারা কখনই হইতে পারে না। ইহার প্রতিদান জগদীশ্বরই করিবেন, তাঁহার দ্বারাই আপনি পুরস্কৃত হইবেন।—বাধা দিবেন না, শ্রবণ করুন। সম্পদ বিপদ কাহারও চিরস্থায়ী নয়,—চিরকাল কাহারও সমভাবে অতিবাহিত হয় না। কখন সুখ, কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ, আছেই আছে। সংসারের নিয়মই এই। ভাবিয়া দেখুন, পুণ্যাত্মা ও পরোপকারী মহাত্মারাই পদে পদে অপদস্থ ও বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকেন। কেন থাকেন? ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের কিরূপ ভক্তি, বিপদে পতিত হইলে, তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞান থাকে কি না, এইটী পরীক্ষা করিবার জন্যই ভগবান সেই সকল মহাত্মাদের পদে পদে অপদস্থ ও বিপদগ্রস্ত করিয়া থাকেন। ধর্ম্মে মতি থাকিলে, তাঁহার প্রতি অচলাভক্তি থাকিলে, তিনিই আবার তাঁহাদের সেই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।—পুরস্কার স্বরূপ, মানসম্ভ্রম যাহা-

মর্য্যাদা ও ধনরত্ন দ্বারা বিভূষিত করিয়া দেন ; তৎপরে তাঁহাদের জীবনের অবশিষ্টাংশ সুখ ও সচ্ছন্দে অতিবাহিত করাইয়া পরকালে অক্ষয় স্বর্গে বসতি প্রদান করেন।—বাধা দিবেন না, ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়, আছেই আছে।—আমি দিব্যচক্ষে দর্শন করিতেছি, আপনার যখন অসময় হইবে, —আপনি যখন ঘোর বিপদে পতিত হইবেন,—উদ্ধার করিতে যখন কেহই অগ্রসর হইবে না,—বন্ধুবান্ধব সকলেই যখন আপনাকে একেএকে পরি-ত্যাগ করিবে, যখন আপনি নিরুপায় হইয়া, স্বীয় প্রাণ বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইবেন, তখন আমারই পুত্র রঞ্জনলাল,—বাধা দিবেন না, প্রলাপ মনে করিবেন না,—তখন আমারই পুত্র রঞ্জনলাল, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের দূতরূপে প্রেরিত হইয়া আপনাকে সেই ঘোর বিপদ হইতে, সেই বিঘোর নরক হইতে উদ্ধার করিয়া, পিতৃঋণ কিয়ৎপরিমাণে পরিশোধ করিবে।—প্রলাপ মনে করিবেন না, কাঙ্গাল শুকলালের এই ভবিষ্যবাণী স্মরণ করিয়া রাখিবেন।—আর একটী কথা। রঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিবেন যে, তাহার বৃদ্ধ পিতা মৃত্যুকালে তাহাকে অন্তরের সহিতই আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছে।" মধুমতীকে কহিলেন, "বৎসে! আশার প্রতি নির্ভর করিয়া ধৈর্য্যধারণ কর, রঞ্জন আসিবে অপেক্ষা করিও, তাহার সহিত তোমার বিবাহ হইবে, হতাশ হইয়া পরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিও না, বিপদ ঘটিবে।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বাক-রোধ হইল। শোক দুঃখ ও চিন্তাভারাক্রান্ত দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবাত্মা অনন্তধামেপ্রস্থান করিল; প্রাণবায়ু বহির্গত! দাতাজী শোকাকুল-চিত্তে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া সমাধা করিয়া মধুমতীকে প্রবোধদানপূর্ব্বক বরোজনগরে প্রস্থান করিলেন। মধুমতী সংসারে একাকিনী হইয়া অকুল পাথারে ভাসমান হইলেন।

নবম কাণ্ড।

কারা-পরিদর্শন।

একবৎসর অতীত।—ভীমগড়ে অন্ধকারাকূপে রঞ্জনলালের এক-বৎসর অতীত।—ইহার মধ্যে বিশেষ ঘটনা কিছুই হয় নাই।—একদিনের জন্য কেহই তাঁহার তত্ত্ব লয় নাই।—সম্বৎসরের মধ্যে আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব, জনপ্রাণীও তাঁহার নিকট আগমন করে নাই;—কেবল দাতাজী মহাশয় একটীবার মাত্র দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, এবং কারা হইতে যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য রঞ্জনের নিকট হইতে একখানি আবেদনপত্র লিখাইয়া মুফ্‌তী বিষণজীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল দর্শে নাই, মুফ্‌তী মহাশয়ের সূক্ষ্ম বিবেচনায় আবেদনকারীর সে সমস্ত কথা একেবারেই অগ্রাহ্য হইয়া গেল। সুতরাং রঞ্জনলাল একাকী অসহায় অবস্থায় এই নির্জ্জন পাতালপুরে পড়িয়া রহিলেন।

রাজ্যের নিয়মানুসারে কারাপরিদর্শক বৎসরে একবার করিয়া সমস্ত কারাগার পরিদর্শন করেন। "ভীমগড়" কারাগারের পরিদর্শন-কাল উপস্থিত হওয়াতে, একজন পরিদর্শক যথারীতি তথায় আগমন করিয়া আবশ্যকমত সমস্ত পরিদর্শনপূর্ব্বক, অনুগামী জেলদারোগাকে কহিলেন, "বৃথা এ রাজনিয়ম কেন? সর্ব্বদাই দেখি, সমস্তই সমভাব। একজন বন্দীর দর্শনেই সমস্ত বন্দীর অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। সকলেরই এককথা,—কদর্য্য আহার, বিনাদোষে বন্দী, মুক্তি প্রার্থনা। সকলের মুখেই এই কথা।"

জেলদারোগা স্পষ্ট কিছু উত্তর করিলেন না,—কেবল ঈষৎহাস্য করিয়া ওষ্ঠাধর কুঞ্চন করিলেন। তাঁহার সেই হাস্যেই নিরর্থক রাজ-নিয়মের বৃথা আড়ম্বর পরিব্যক্ত হইল।

পরিদর্শক কহিলেন, "সমস্তই ত দর্শন করা হইল। আর ত কিছু বাকী নাই? যদি থাকে, এই সময় বলুন। এককালে সমস্তই শেষ করিয়া যাই।"

দারোগা উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা কেবল অন্ধকূপ দর্শন করিতে বাকী আছে,—কেবল দুইটী মাত্র বন্দীকে দেখিতে বাকী আছে।"

পরিদর্শক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্ধকূপ?—সে আবার কি?—সেখানে আবার কাহারা থাকে?"

"অন্ধকূপ!—পাতালপুরী!—যাহারা ভয়ানক ভয়ানক অপরাধে অপরাধী,—যাহারা রাজ্যের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রকারী,—যাহারা দুঃসাহসিক ও দুর্বৃত্ত,—যাহাদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান কিছুই নাই। তাহারাই এই অন্ধকূপে বাস করে। তাহাদের জন্যই ঐস্থানটী নির্দিষ্ট আছে।"

পরিদর্শক ক্লান্তভাবে বলিলেন, "আঃ,! আর পারি না। তবে এই বেলা চলুন। একবার বিশ্রাম করিলে আর যাইতে পারিব না। চলুন, এই সময় সমস্তই শেষ করিয়া আসি।"

পরিদর্শক যাইতে উদ্যত, এমন সময় দারোগা সাহেব কহিলেন, "কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন। অগ্রে কএকজন অস্ত্রধারী রক্ষী সঙ্গে লই, পরে যাইবেন।"

পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "রক্ষীর আবার প্রয়োজন কি?"

জেলদারোগা উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা অন্ধকূপের বন্দীরা কখন কখন দর্শকদিগের উপর ভয়ানকরূপে আক্রমণ করে, তাহাতে জীবন পর্য্যন্ত নাশ হইবার সম্ভাবনা। যাহাতে এইরূপ ঘটনা না হয়, সেইজন্যই রক্ষীর প্রয়োজন।"

"কেন, দর্শকদের আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়? তাহাতে তাহাদের কি লাভ?"

"প্রাণনাশ করিলে তাহাদেরও জীবন নাশ হইবে, রাজাজ্ঞায় ফাঁসী হইবে, এককালে সকল যন্ত্রণার শেষ হইয়া যাইবে, দিনদিন কারাযন্ত্রণা আর সহ্য করিতে হইবে না, এই লাভ।" পরিদর্শকের প্রশ্নে, দারোগার এই মাত্র উত্তর।

"ভাল রসদদাদকেও ত আক্রমণ করিতে পারে, তাহাকে আক্রমণ করে না কেন?"

"তাহার একটী কারণ আছে। আহারাদি প্রদান করিবার সময়, সশস্ত্র হইয়া গমন করে, বিনা অস্ত্রে কথনই সে অন্ধকূপে প্রবেশ করে না। সেই জন্যই সে ব্যক্তির রক্ষা, সেইজন্যই আক্রমণ করিতে সাহস করে না।"

"বটে, এরূপ? তবে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়া উচিত। সাবধানের বিনাশ নাই।"

দারোগা একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।—ভৃত্য, পাঠক মহাশয়ের পূর্ব্ব পরিচিত লওসন খাঁ, ও তৎসঙ্গে রসদদার ভজনলালকে আনিয়া উপস্থিত করিল। ভৃত্য একটী উল্কা জ্বালিয়া অগ্রে অগ্রে পথ প্রদর্শন করিতে করিতে চলিল, দারোগা ও পরিদর্শক তাহার অনুসরণ করিলেন,—রক্ষী ও ভজনলাল পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

সকলে অন্ধকূপে প্রবেশ করিলেন। তথাকার দূষিত বায়ু ও দুর্গন্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরিদর্শক বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! এখানে কি মানুষে বাস করিতে পারে! এ যে দেখিতেছি সাক্ষাৎ নরক!"

দারোগা উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, নারকীরাই নরকে বাস করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে ইহাই উপযুক্ত স্থান।"

পরিদর্শক কহিলেন, "তাও বটে! ভাল দুইটাই কি সমান দুঃসাহসিক? দুইজনেই কি সমান দুর্বৃত্ত?"

"আজ্ঞা না, দুইজনেই একপ্রকার নয়, একটী অতি নিরীহ, পাগল! খড় মজার মানুষ!"

"মজার মানুষ সে আবার কি? ষড়যন্ত্রকারী, অথচ মজার মানুষ! সে আবার কি?"

"দারোগা উত্তর করিলেন," আজ্ঞা ষড়যন্ত্রকারী বটে, কিন্তু এখন সে একপ্রকার উন্মাদ,—তাহার পাগলামী অতি চমৎকার! কখন সে নৃত্য করে,—হাসিতে হাসিতে নৃত্য করে। কখন বা গালে মুখে চড়াইয়া

রোদনেই প্রবৃত্ত,—অনাহারে, অনবরত রোদনেই প্রবৃত্ত! আবার কখন বা উল্লাসিত হইয়া অকাতরে লোকজনকে ধনরত্নাদি বিতরণপূর্ব্বক আনন্দনীরে ভাসমান হইতে থাকে! দিন ফাঁক যায় না, একাজে সে বিলক্ষণই পটু, কিছু না কিছু বিতরণ করিবেই করিবে। অভাবপক্ষে দুদশ টাকাও—"

ভাব বুঝিতে না পারিয়া পরিদর্শক বলিয়া উঠিলেন, "ইহা আর বিচিত্র কি?—টাকা বিতরণ?—ধনবান হইলেই——"

বাধা দিয়া ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক দারোগা সাহেব কহিলেন, "আজ্ঞা না, ধনবান নয়,—তাহার পাগলামীই ঐরূপ!—বলে পাঁচক্রোর টাকা দিতেছি খালাস দাও। প্রথম বৎসর পাঁচ ক্রোর, দ্বিতীয় বৎসর ছয়ক্রোর, এইরূপ প্রতিবৎসরই এক একক্রোর করিয়া ডাক বৃদ্ধি করিতেছে।—এই গত বৎসর আট ক্রোর পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার পাইয়াছিল।—এবৎসর নয় ক্রোর দিবেই দিবে, কিছুতেই তাহাকে ক্ষান্ত রাখিতে পারিবেন না। আপনি যদি তাহার কথা একটীবারমাত্র শ্রবণ করেন, তাহা হইলে কখনই হাস্যসম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। বড়ই প্রীতিকর,—তোফা!"

"ওঃ! এখন বুঝিতে পারিলাম! সেটা একটা পাগল!"

"আজ্ঞা হাঁ, একেবারেই উন্মাদ! কিন্তু আমুদে পাগল!"

"অপরটীও কি সেইরূপ?"

"আজ্ঞা না, তাহার পাগলামী আর একপ্রকার।—সেটা হেঙ্গামে পাগল!—সর্ব্বদাই খুনখারাবি করিতে চাহে, হেঙ্গামে পাগল!"

"হেঙ্গামে, খুনে, তবে ত বড় ভয়ানকই লোক!"

"আজ্ঞা হাঁ অতি ভয়ানক লোক! এই সেদিন, এই লওসনকেই খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিল।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দারোগা সাহেব লওসনের প্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, "কেমন লওসন, নয়?

লওসন উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ, ঠিক কথা!"

পরিদর্শক লওসনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি? খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিল কেন?"

লওসন উত্তর করিল, "কারণ আর কিছুই নয়!—প্রথমে সে দারোগা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে।—আমি বলিলাম, আজ সাক্ষাৎ হইবার উপায় নাই, রাত্রি অধিক হইয়াছে, আজ আর দেখা হইবে না। এই কথা শুনিয়াই একেবারে রাগে উন্মত্ত,—যেন অগ্নিঅবতার!—বসিবার টুলখানা উঠাইয়া মস্তকের উপর ঘুরাইতে লাগিল, বলিল, 'আজই আমি দেখা করিতে চাহি, এখনই চাহি, এখনই তাহাকে ডাকিয়া আন্, নতুবা এই টুলের আঘাতে একেবারেই তোরে শেষ করিয়া ফেলিব, একাঘাতেই নিকাশ, মজ্জা বাহির করিয়া ফেলিব' এই আর কি!"

"ওঃ! তবে যথার্থই পাগল!"

ঘৃণারস্বরে দারোগা কহিলেন, "কেবল পাগল নয়,—খুনে, বদ্‌মাস্, ভয়ঙ্কর লোক,—মূর্ত্তিমান পিশাচ!"

"এ কথা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিজ্ঞাপন করেন নাই কেন? তাহা হইলে ত ইহার বিহিত বিধান অবশ্যই হইতে পারিত?"

দারোগা উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা সে জন্য চিন্তা নাই। আমিই তাহার বিহিত বিধান করিয়াছি। অন্ধকূপে নিক্ষেপ করাতেই তাহার বিলক্ষণ দণ্ডবিধান করা হইয়াছে।"

"উত্তমই করা হইয়াছে।—উচিত দণ্ডই প্রদান করিয়াছেন।—রোগের উপযুক্ত ঔষধই দেওয়া হইয়াছে।"

"আজ্ঞা না, তাহার পক্ষে এটী দণ্ডবিধান নয়, এটী অনুগ্রহ প্রকাশ। —কারণ, সেখানে অধিকদিন থাকিলে, উন্মাদ হইয়া যাইবে। উন্মাদ হইলে তাহার পক্ষে বিলক্ষণই সুবিধা।—কষ্ট অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না, সুখসচ্ছন্দেই কালাতিপাত করিতে পারিবে,—মনের সুখেই জীবনের অবশিষ্টকাল——"

এই অদ্ভুত অনুগ্রহ, এই অপূর্ব্ব দয়াপ্রকাশকের সমস্ত কথা না শুনিয়াই ঔদাস্যভাবে পরিদর্শক কহিলেন, "এ ক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন তাহার পক্ষে আর কি সুবিধা হইতে পারে? কিন্তু উন্মাদ হইয়াছে; ইহার স্থিরতা কি? সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা—"

পশ্চাতে অগ্রসর হইয়া যোড়হস্তে ভঞ্জনলাল নিবেদন করিল, "আজ্ঞা, হজুর প্রায় হইয়াছে বটে।—অনেক বিষয়েই তাহার এখন পাগ্‌লামী দেখিতে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু হজুর আরও দুইচারিমাস তাহাকে সেখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ভাল হয়। তাহা হইলে আর কিছুরই চিন্তা থাকিবে না। একেবারেই কর্ম্ম শেষ।—উলঙ্গ উন্মাদ।"

হাস্য করিতে করিতে পরিদর্শক কহিলেন, "সে নিমিত্ত তুমি চিন্তা করিও না।—ব্যবস্থামত সমস্তই হইবে।—দুই চারিমাস কেন, চিরকালই সেখানে থাকিবে। তাহার পক্ষে তাহাই মঙ্গল। এখন চল, তোমার সেই পাগল আসামীর ঘরে চল।"

বিনীতভাবে ভঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞা, কোনটী? সে দিবারাত্র ধনরত্ন বিতরণ করে, সেইটী?"

"না, তোমার সেই হেঙ্গামী পাগলের ঘরে। তাহার সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ করিতে চাহি। কোথায় তাহার গৃহ?"

ভঞ্জনলাল উত্তর করিবার পূর্ব্বেই কারাধ্যক্ষ অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন, "এই সম্মুখেই। ভঞ্জন দ্বার খোল।"

রসদদার রঞ্জনের গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটন করিল, দারোগা ও পরিদর্শক প্রহরীর সহিত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রঞ্জনলাল গৃহের এক পার্শ্বে একখানি টুলের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন, হঠাৎ দিনমানে আলোকের জ্যোতি এবং একেবারে এত অধিকলোকের সমাগম দর্শনে তিনি চকিত-ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কে আসিয়াছে, উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিবার জন্য দুইএকপদ অগ্রসর হইলেন। প্রভুকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে মনে করিয়া লওসন খাঁ সাঙ্গিনের অগ্রভাগ রঞ্জনের বক্ষের দিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিল। রঞ্জন সভয়ে চারিপদ পশ্চাৎ গমন করিলেন। তাঁহার এই ভাব দর্শনে পরিদর্শক দারোগার প্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "কৈ, এব্যক্তিকে ত পাগল বলিয়া অনুমান হয় না। উন্মাদলোকে অস্ত্র দেখিলে ত ভীত হয় না? আর যেরূপ দুর্দ্দান্ত দুঃসাহসিক ও দুর্বৃত্ত বলিয়া বিজ্ঞাপন করিলে, তাহারও ত কোন লক্ষণ দেখিতেছি না।"

পরিদর্শকের এই কথায় রঞ্জনের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি তখন আপনার অবস্থাটী সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন।' ভীমগড়-বাসীরা তাঁহাকে দুর্দ্দান্ত দুর্বৃত্ত দুঃসাহসিক উন্মাদ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে, এইটী তখন তাঁহার সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। আগন্তুক যে ভাবে দারোগাকে সম্বোধন করিলেন, এবং দারোগা সাহেবও তাঁহার প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে আগন্তুক যে একজন ক্ষমতাপন্ন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, রঞ্জনলাল তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন। মনে করিলেন, "নিজের অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া কাহার দ্বারা যদি কোন উপায়ে কিছুমাত্র সুবিধা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহার প্রকৃত অবসরই এই। ইঁহারই দ্বারা সুবিধা হওয়া সম্ভব, ইনিই মনে করিলে আমার মুক্তিলাভের উপায় করিয়া দিতে পারেন।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া, বিস্তর কাকুতি মিনতিপূর্ব্বক পরিদর্শককে আপনার অবস্থার বিষয় একে-একে তৎসমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। যে স্বরে, যে ভাবে, সেই মিনতি বাক্যগুলি' উচ্চারিত হইল, তাহা শ্রবণ করিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। পরিদর্শকের পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা একেবারে বিগলিত হইল না। কহিলেন, "সে বিবেচনা পরে হইবে, এক্ষণে তোমার অপর প্রার্থনা কি ?"

রঞ্জন কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "প্রার্থনা আর কিছুই নাই, কেবল এই কারাযন্ত্রণার অবসান।—কি অপরাধে আমি বন্দী,—কি অপরাধে এই দীর্ঘকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করি ?—বিচার করুন,—দোষী হই, প্রাণনাশ করুন, ফাঁসি দিন।—নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হয়, মুক্তিদান করুন।—আমি নির্দ্দোষী,—নিরপরাধীকে অকারণে কারাগারে এরূপ যন্ত্রণা প্রদান করা, কখনই আপনাদের উচিত হয় না।"

রঞ্জনের এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিয়া পরিদর্শক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে ত তোমার আহারাদির কোন কষ্ট হয় না ?—রীতিমত আহার পাইতেছ ত ?"

"বলিতে পারি না।—আহারে আমার তাদৃশ আকিঞ্চন নাই, প্রাপ্ত

হই না হই, তাহাতে আমার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।—একমাত্র প্রার্থনা মুক্তিলাভ।—আমি নির্দ্দোষী,—কুচক্রীলোকে ষড়যন্ত্র করিয়া মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া আমার এই শোচনীয় অবস্থা করিয়াছে।—বাস্তবিক আমার কোন অপরাধ নাই,—আমি কিছুই জানি না।—ব্যগ্রতা করি আপনি আমার মুক্তিলাভের উপায় করুন।" পরিদর্শকের প্রশ্নে ব্যগ্রভাবে রঞ্জনলালের এই সকাতর উত্তর।

নৃশংস দারোগার নির্দ্দয় হৃদয়ে দয়ার অণুমাত্রও সঞ্চার হইল না। অতি কর্কশস্বরে,—ব্যঙ্গমিশ্রিত বিঃঘার কর্কশস্বরে কহিলেন, "কি গো, আজ যে তোমার বড় বিনম্রভাব?—যেন সে লোক নও।—এ নূতনভাব কোথায় কাহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে? যেদিন লণ্ডসনের মজ্জা বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, সে দিন তোমার এ বিনীতভাব কোথায় ছিল?"

অপ্রস্তুত হইয়া রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, তখন আমার জ্ঞান ছিল না।—তখন আমি উন্মাদ হইয়াছিলাম,—মন অতিশয় চঞ্চল ছিল, সেই নিমিত্তই—"

ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক বাধা দিয়া পরিদর্শক কহিলেন, "এখন আর তোমার সে ভাবটা নাই, কেমন?"

"আজ্ঞা না, কারাগার তাহা দমন করিয়াছে;—দীর্ঘ কারাবাসে তাহার সংশোধন হইয়াছে।"

"দীর্ঘকারাবাস?—কতদিন কারাভোগ করিতেছ? কতদিন এখানে আবদ্ধ আছ?"

"এই গত ফাল্গুনে, ২৮ সে তারিখে।"

উদাসভাবে হাস্য করিয়া পরিদর্শক কহিলেন, "ফাল্গুন?—তবে ত এই পূর্ণ একবৎসর মাত্র! ইহাই কি তোমার দীর্ঘ কারাবাস?—ইহাকেই কি তুমি দীর্ঘকাল বিবেচনা কর?—কেবল দ্বাদশমাস মাত্র কারাবাসেই তোমার—"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সবিস্ময়ে রঞ্জনলাল বলিয়া উঠিলেন,

"কেবল দ্বাদসমাস মাত্র ?—কারাগারে দ্বাদশমাস যে কতদূর দীর্ঘ, তাহা আপনি কিছুমাত্রও অবগত নহেন। এক একটীদিন এক একটী যুগ বলিয়া অনুমিত হয়। ভাবিয়া দেখুন, যে লোক অসীম বায়ুভাণ্ডারে, অসীম মহাসাগরে সহস্র সহস্র বর্গক্রোস, অবাধে সুখে সঞ্চরণ করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে এই সংকীর্ণ অন্ধকূপে দ্বাদশমাস নির্জ্জনবাস যে কতদূর কষ্টকর, তাহার পক্ষে এই দ্বাদশমাস যে কতদূর দীর্ঘ, আমার ন্যায় হতভাগ্য লোকই তাহা অবগত আছে, তাহারাই এ যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে। হায়! আমার ন্যায় হতভাগ্য এ পৃথিবীতে আর দুইটী নাই,—আমার ন্যায় শোচনীয় অবস্থা—" বলিতে বলিতে তাঁহার বাক রোধ হইল, আর পারিলেন না,—শোক দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। দুইচক্ষু হইতে বারিধারা বিগলিত হইয়া উভয় গণ্ড বাহিয়া তাঁহার বক্ষস্থল একে-বারে আপ্লুত করিল। বহুকষ্টে শোক ও চক্ষুজল সম্বরণপূর্ব্বক রঞ্জনলাল পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "হায়! সুদৃশ্য সৌভাগ্যক্ষেত্র আমার সম্মুখেই সুবিস্তৃত ছিল,—এই বয়সে,—এই অল্প বয়সে, পোতাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম!—পিতার মনোনীত পরমসুন্দরী রমণীরত্নলাভেও অধিকারী হইয়াছিলাম;—সেই শুভ অবসরে, বিবাহ সভা হইতে সম্প্রদান গৃহ হই-তেই, কুচক্রী লোকেরা চক্রান্ত করিয়া আমাকে এককালে এই নরককুণ্ডে নিঃক্ষেপ করিয়াছে,—আমি সমস্ত আশা ভরসায় বঞ্চিত হইয়াছি!—পিতার এখন চরম অবস্থা, আসন্নকাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অসময়ে তাঁহার মুখে যে জলবিন্দু প্রদান করে, এমন একটী লোক নাই! ভাবিয়া দেখুন, আমার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা! আমি আপনাদের যথার্থই কৃপা পাত্র!—আমার প্রতি কৃপা করিলে আপনাদের যথেষ্ট পুণ্যলাভ হইবে। বিচার করুন,—দোষী হই, প্রাণদণ্ড করুন,—নিরপরাধীকে কারাযন্ত্রণা প্রদান করা আপনাদের পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হয় না।—কৃপা করিয়া নিষ্কৃতি দান করুন, আমি আপনাদের যথার্থই কৃপাপাত্র! আমি—" আর বলিতে পারিলেন না, আবার তাঁহার শোকসিন্ধু উছলিয়া উঠিল,—বসনপ্রান্তে বদন আচ্ছাদনপূর্ব্বক সকাতরে রোদন করিতে লাগিলেন।

পরিদর্শক এবারে আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না।—রঞ্জনের এই মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহার পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইল। নেত্রপ্রান্তে দুই একটী বারিবিন্দুও বিগলিত হইল। নেত্র মার্জ্জনচ্ছলে মুখ ফিরাইয়া অনুচ্চস্বরে দারোগাকে কহিলেন, "তাই ত,—যথার্থই ইহার শোচনীয় অবস্থা,—যথার্থই এ ব্যক্তি কৃপাপাত্র! কি অপরাধে ইহার কারাবাস হইয়াছে, তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। বোধ হয় সে সমস্ত তোমারই নিকট থাকিতে পারে, আমি সেগুলি একবার দর্শন করিতে চাহি, যদি কোন উপায় করিতে পারি, চেষ্টা করিয়া দেখিব। আমার যথার্থই দয়া হইয়াছে।"

সমস্বরে দারোগা সাহেব বলিলেন, "সমস্ত কাগজপত্রই আমার নিকট আছে; কিন্তু চেষ্টা করিয়া যে সফলমনোরথ হইতে পারেন, এমন ত কিছুতেই অনুমান হয় না। কারণ, কারাবহিতে ইহার বিরুদ্ধে মুফ্তী সাহেবের ভয়ানক ভয়ানক মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলি খণ্ডন করা সহজ ব্যাপার নয়।—দেখুন, যদি কিছু করিয়া উঠিতে পারেন।"

উভয়ের ভাবভঙ্গী দর্শনে রঞ্জনলাল বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধেই কথোপকথন হইতেছে, অতএব আগ্রহস্বরে পরিদর্শককে সম্বোধন পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, "মহাশয়! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন,—স্বীকার করুন,—আশা প্রদান করুন,—মুক্তিদানের উপায় করিয়া দিন, আমার বিষয় তদন্ত করুন, তাহা হইলেই আমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইবে। আমি আর কিছুই চাহি না, কেবল বিচার প্রার্থনা করি।"

পরিদর্শক কহিলেন, "ভাল তাহাই হইবে। যদি সমস্ত বিষয় সত্য হয়,—যাহা যাহা বলিলে, যদি এ সমস্ত সত্য হয়, তাহা হইলে কিছুরই চিন্তা করিও না, তোমার মুক্তিলাভের বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব, চেষ্টার কিছুই ক্রটী করিব না।"

রঞ্জনলাল উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে আর কিছুই চিন্তা নাই, নিশ্চয়ই খালাস পাইব।"

পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমাকে বন্দী করে? কাহার নিকট তোমার বিচার হইয়াছিল?"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "জম্বুসরের দারোগার দ্বারা ধৃত হই,—মুফ্তী বিষণচাঁদ আমার বিচার করেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই আপনি সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন, আমার প্রকৃত অবস্থা তিনিই সম্যকরূপে অবগত আছেন।"

"বিষণচাঁদ?—মুফ্তী বিষণচাঁদ?—বিষণচাঁদ ত এখন জম্বুসরে নাই, মুফ্তীর পদেও ত তিনি এখন প্রতিষ্ঠিত নহেন, সে পদে অপর একব্যক্তি নিযুক্ত আছেন। মহারাজ বিষণচাঁদ এখন বরদা নগরে,—সেখানকার শান্তিরক্ষক তিনি,—সহকারী শান্তিরক্ষক।"

এই শেষ কথা শ্রবণ করিয়া রঞ্জনলাল মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার একমাত্র সহায় ও আশ্রয় বিষণচাঁদ এ অঞ্চলে নাই, সেই নিমিত্তই আমার এই শোচনীয় অবস্থা,—সেই নিমিত্তই আমার এই সুদীর্ঘকাল কারাগারে অবস্থান,—তাঁহার অনুপস্থিতির কারণেই আমি এই অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া এইরূপ দুর্বিসহ কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি।" মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "এখন আমি আমার এই দীর্ঘ অবরোধের হেতু বুঝিতে পারিলাম, মুফ্তী মহাশয় আমাকে—"

কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুফ্তীর সহিত তোমার কি কোন শত্রুতা ছিল?—কোন প্রকার মনোবাদ?"

"মনোবাদ?—শত্রুতা?—সেকি?—তিনি আমার একমাত্র সহায়,—একমাত্র অবলম্বন।—শত্রুতা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না।—আমার প্রতি তাঁহার বিলক্ষণই দয়া ছিল।"

"তবে তাঁহার লিখিত মন্তব্য—টীকা পাঠ করিলেই তোমার অবস্থার বিষয় বোধ হয় সমস্তই জানিতে পারা যাইবে?—কেমন?"

"আজ্ঞা হাঁ,—সমস্তই।"

"উত্তম।—আশা প্রতীক্ষা কর।" এই কথা বলিয়াই পরিদর্শক সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। আর আর সকলেই একে একে তাঁহার অনুগমন করিল, কারাকূপের ভীমকবাট রুদ্ধ হইয়া গেল।

রঞ্জনলাল নির্জ্জনে অন্ধকূপে কৃতাঞ্জলি হইয়া জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। এবারে আর তিনি এই পাতালপুরীতে একাকী নহেন; এবারে তাঁহার হৃদয়াকাশে একটী সহচরী উদিত হইয়াছে।—কে সেই সহচরী?—আশা!—জগতের জীবের একমাত্র জীবন-সঙ্গিনী, সমস্ত ব্যাধির জীব-সঞ্জীবনী,—আশা! যাহাকে অবলম্বন করিয়া জগৎ সংসার দারুণ শোকে, বিষাদেও অবসন্ন না হইয়া প্রফুল্ল হয়,—যাহাকে অবলম্বন করিয়া জগৎসংসার সজীবতা ধারণ করে,—যাহার অভাবে এই বিশ্বসংসার বিধ্বংসিত হইয়া নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ হইত,—যাহার অভাবে সংসারাশ্রমের সুখে হতাশ হইয়া সকলে বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিত,—যাহার বিরহে মানবজাতি পরস্পর সাহায্য বিরহিত হইয়া, বনে বনে বন্যপশুর ন্যায় পরিভ্রমণ করিত, সেই জগৎ-মোহিনী আশাই এখন বিজন অন্ধকূপে রঞ্জনলালের পরম প্রণয়িনী সহচরী,—সেই আশাই এখন তাঁহার হৃদয় আকাশে সমুজ্জলরূপে বিরাজিতা আছেন। এবারে তিনি একাকী নহেন, সেই কুহকিনী আশাই তাঁহার হৃদয়-বিহারিণী!

সকলে বাহিরে আসিলে জেলদারোগা পরিদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারাবহিখানি কি এখনই দেখিবেন?—রঞ্জনের বিষয়টী কি এখনই তদারক করিবেন?"

পরিদর্শক উত্তর করিলেন "এখন নয়,—তদারক করিব বটে, কিন্তু এখন নয়।—এখানকার কার্য্য অগ্রে সমাপ্ত করি, তাহার পর তখন দেখা যাইবে।—এখন চলুন, আপনার সেই লক্ষ্মীমন্ত পুরুষটীকে একবার দেখিয়া আসি।"

দুইতিনটী ঘর পার হইয়া আর একটী ক্ষুদ্র গৃহ;—ভঞ্জনলাল তাহার দ্বারটী উদ্ঘাটন করিল, দারোগা ও পরিদর্শক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রঞ্জনের আবাসকূপের ন্যায় সেই গৃহটীও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। গৃহের আসবাবের মধ্যে একটী চতুষ্কোণ মেজ, একখানি কাষ্টাসন, এবং একধারে একখানি লৌহ খট্টা। গৃহবাসী একজন ব্রহ্মচারী;—জটাধারী ব্রহ্মচারী। তাঁহার গঠন মধ্যবিধ, গৌরবর্ণ,—তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ। স্থূল বক্ষস্থল, ললাটে ত্রিবলী, মস্তকে জটাভার। বয়স পঞ্চাশত বৎসরেরও অধিক হইবে। অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি! বসন ও গাত্রাবরণ ছিন্ন, মলিন; তথাপি তাঁহাকে দেখিলেই হিন্দুর হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। মুসলমানের অন্তরে কি হয়, তাহারাই তাহা বলিতে পারে।

পরিদর্শক ও দারোগা যৎকালে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ব্রহ্মচারী তৎকালে দেয়ালের চূর্ণ লইয়া তন্মনস্কভাবে সেই চতুষ্কোণ মেজের উপর অঙ্কপাত করিতেছিলেন! এতদূর তন্মনস্ক যে, গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, ভ্রূক্ষেপ নাই; মন অচঞ্চল। কৌরব পাণ্ডবের ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষাকালে দ্রোণাচার্য্য স্থাপিত ভাসপক্ষী বিদ্ধ করিবার সময়, অর্জ্জুন যেমন তন্মনস্ক হইয়া অচঞ্চলভাবে স্থির নয়নে ভাসপক্ষীর মস্তকটীমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মচারীর নয়নও তাঁহার সেই অঙ্কপাতের প্রতি সেইরূপ অচঞ্চল, সেই-রূপ স্থির। অথবা মারসিলসের সৈনিকগণ যখন আর্কিমিডিসের মস্তক ছেদনে উদ্যত হয়, তৎকালে তিনি যেমন সংকল্পিত গণিতের মীমাংসায় প্রগাঢ় নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, ব্রহ্মচারীর মনও তৎকালে তাঁহার অঙ্কপাতের প্রতি সেইরূপ সন্নিবিষ্ট;—সেইরূপ অচঞ্চল;—সেইরূপ স্থির!—পরিশেষে পরিদর্শক তাঁহার স্কন্ধদেশে হস্ত প্রদান করাতে তিনি সহসা চমকিত হইয়া সেই মেজের উপর আপনার শয্যার বস্ত্রখানি আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন; পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি অভাব আছে,—তুমি কি প্রার্থনা কর?"

বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে পরিদর্শকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক জটা-ধারী সাশ্চর্য্যভাবে উত্তর করিলেন, "আমি?—কিছুই না?"

পরিদর্শক হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি বুঝিতে পার নাই! বন্দীরা উপযুক্ত সময়ে আহারাদি প্রাপ্ত হয় কি না, জেলদারোগা তাহাদের প্রতি

কোনরূপ অত্যাচার করে কি না, পীড়া হইলে রীতিমত চিকিৎসা করায় কি না, এই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান নিমিত্তই নবাব সাহেব আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। কেমন, সে বিষয়ে তোমার কিছু বক্তব্য আছে?—এখানে তোমার কোন প্রকার কষ্ট আছে?"

"হাঁ হাঁ বটে বটে, প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। এখন পারিলাম।—আপনি দাঁড়াইয়া রহিলেন কেন? এই আসনে উপবেশন করুন।" এইকথা বলিয়া ব্রহ্মচারী আপনার মলিন শয্যাটী দেখাইয়া দিলেন।

পরিদর্শক কহিলেন, "উপবেশনের আবশ্যক করে না,—অবসরও নাই;—আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উত্তর কর।"

"প্রশ্ন?—কিসের প্রশ্ন?—কোন্ প্রশ্নের উত্তর করিব?"

পরিদর্শক বলিলেন, "তোমার আহারাদির বিষয়। সময়ে রীতিমত আহার প্রাপ্ত হইয়া থাক কিনা?"

ব্রহ্মচারী ঔদাস্যভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ এক রকম পাওয়া যায় বটে, অপরে যেরূপ পাইয়া থাকে, আমিও সেইরূপ পাইয়া আসিতেছি, সে বিষয়ে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। তবে একটী নিগূঢ় তত্ত্ব আমার জানা আছে, সেইটীই আপনাকে বলিতে ইচ্ছা করি।"

দারোগা মুখভঙ্গী করিয়া পরিদর্শকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পরিদর্শক ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীকে কহিলেন, "নিগূঢ় তত্ত্ব? ভাল, বলিয়া যাও, শুনিতেছি।"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "একটু নির্জ্জন হইলে ভাল হয়,—নিগূঢ় গুপ্ত-কথা, একটু নির্জ্জন হইলে ভাল হয়।"

পরিদর্শক কহিলেন, "এখানে ত অপর কেহই নাই, কেবল দারোগা আর আমি,—দারোগার সাক্ষাতে বলিতে বাধা কি?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "বাধা নাই, তবে দরজাটী নাকি খোলা আছে, সেই জন্যই বলিতেছি।" এই কথা বলিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দরজাটী বন্ধ করিয়া দিলেন। পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই এখন নির্জ্জন হইল, এখন আর

সঙ্কোচ হইবে না; অনেক টাকা!—নয়কোটি টাকা! আমাকে মুক্তি দান করিলে আমি নয়কোটি টাকা নবাব সরকারে প্রদান করিতে পারি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৃদুস্বরে পুনরায় কহিলেন, "আরও,—তদ্ভিন্ন আরও,—পঞ্চবিংশতি মন নিখাদ স্বর্ণ আপনারা প্রত্যেকে পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন; আমাকে মুক্তিদান করুন।"

পরিদর্শক মৃদুস্বরে দারোগাকে কহিলেন, "ঠিক,—তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহাই ঠিক;—ঠিকই নয় ক্রোর। বেশীর মধ্যে আমাদের পারিতোষিক পঞ্চাশ মন নিখাদ স্বর্ণ!" দারোগাকে এই কথা বলিয়া প্রকাশ্যে ব্রহ্মচারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি বুঝি তোমার সেই গুপ্তধনের কথা কহিতেছ?—তোমার সেই গুপ্ত ধনাগারের কথা না?

ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "হাঁ, সেই কথাই ত বটে। তদ্ভিন্ন আর আমি কোথায় কি পাইব? তদ্ব্যতীত আর আমার কিছুই নাই।"

পরিদর্শক হাস্য করিয়া কহিলেন, "সে ধন তোমারই থাকুক, আমাদের প্রয়োজন নাই, নবাব সাহেবেরও প্রয়োজন নাই; তোমার ধন তোমারই থাকুক, তুমি মুক্তিলাভ করিয়া নিজেই তাহা উপভোগ করিও, আমাদের প্রয়োজন নাই।"

ব্রহ্মচারীর নেত্রযুগল বিস্ফারিত হইল। সেই উজ্জ্বল দৃষ্টিতে হর্ষ, আগ্রহ, বিস্ময়, উৎসাহ, উল্লাস, সমস্তই যেন সজীব হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল;—মুক্তি শব্দ শ্রবণ করিয়া নয়নের সহিত তাঁহার হৃদয়েও ঐ সকল ভাবের আবির্ভাব হইল। পরক্ষণেই একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "এজন্মে যদি আমার মুক্তিলাভ না-ই হয়, তাহা হইলে কি হইবে? সে ধন কে উপভোগ করিবে? আমার উত্তরাধিকারী নাই! অপর কেহই সে গুপ্ততত্ত্ব জানে না, আমার জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই গুপ্তধন অনন্তকালের নিমিত্ত গুপ্ত হইয়া যাইবে। সেই জন্যই আমার চিন্তা, সেই জন্যই বলিতেছি, নবাব সরকারে কিয়দংশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে বরং দেশের উপকার হইবে, সাধারণের মঙ্গল হইবে, অল্প বলিয়া যদি গ্রহণ না করেন, দ্বাদশকোটি পর্য্যন্ত প্রদান

করিতে প্রস্তুত আছি। তদ্ব্যতীত আপনাদের উভয়ের এক এককোটি পুর-স্কার! কেমন, ইহাতে আপনারা কি বলেন?—মনোমত হইয়াছে ত?"

পরিদর্শক সে কথার উত্তর না দিয়া (জনান্তিকে) দারোগাকে কহিলেন, "এব্যক্তি পাগল, যদি তুমি পূর্ব্বাহ্নে আমাকে একথা বলিয়া না রাখিতে, তাহা হইলে ইহার কোন কথাই আমি অবিশ্বাস করিতাম না; অথবা এত অধিক টাকার কথা শ্রবণ না করিলেও আমি সমস্তই বিশ্বাস করিতাম; তোমার পূর্ব্ব সতর্কতা বৃথা হইয়া যাইত। পাগল মনে করিতাম না, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতাম।"

বন্দীগণের শ্রবণশক্তি স্বভাবতই তেজস্বিনী।—"পাগল" এই শব্দটী ব্রহ্মচারীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল;—পরিদর্শক জনান্তিকে অতি মৃদু-স্বরে দারোগাকে বলিলেও ঐ শব্দটী তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মচারীর শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিল। উত্তেজিত হইয়া, উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাগল?—কে বলে আমি পাগল?—আমি পাগল নহি।—আমি যে গুপ্তধনের কথা বলিলাম, তাহা যথার্থই বিদ্যমান আছে। ভাল, আমি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিতেছি, যে স্থানে আছে, আপনাদিগকে তথায় লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছি, খনন করিলেই জানিতে পারিবেন, সত্যা-সত্য তখনই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। যদি মিথ্যা হয়, মুক্তি দিবেন না, পুনরায় আমারে এই অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিবেন, বৃথা কষ্টের পরি-শোধার্থ প্রতিদিন আমাবে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিবেন, আমি তাহাতে দ্বিরুক্তি করিব না, শিরোধার্য্য করিয়া লইব। কেমন, ইহার উপর আর কোন কথা আছে? প্রতীত হইলেন ত?"

পরিদর্শক হাস্য করিয়া উঠিলেন, ব্যঙ্গভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল সে স্থানটী এখান হইতে কতদূর?"

ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "অনুমান দেড়শত ক্রোশ।"

সস্মিত বদনে দারোগা সাহেব কহিলেন, "মন্দ কৌশল নয়! পলায়নের বিলক্ষণ সুবিধা!—ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই হইতে পারে না।—পলায়নের বিলক্ষণ সুবিধা!"

দারোগার এই টিপ্পনিবাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া পরিদর্শক গম্ভীর ভাবে জটাধারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রীতিমত আহার প্রাপ্ত হও ত? সেইটাই আমার জিজ্ঞাস্য!"

এ প্রশ্নে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মচারী আগ্রহে কহিলেন, "শপথ করুন, আমাকে মুক্তিদান করিবেন, গুপ্তধন প্রাপ্ত হইলে আমাকে মুক্তিদান করিবেন, আমি যাইতে চাহি না, এইখানেই থাকি; স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, আপনারা গমন করুন। ধন প্রাপ্ত হইলে আপনাদের স্বীকৃত অংশ গ্রহণ করিয়া আমাকে মুক্তিদান করিবেন? শপথ করুন, সমস্ত গ্রহণ করিবেন না, আমি এখনই স্থানটা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি। কেমন?"

পরিদর্শক বিরক্ত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রীতিমত আহার পাও কিনা, সেইটাই আমি শুনিতে চাহি।"

"মহাশয়! ইহাতে আপনার ক্ষতি কি? আপত্তিই বা কি আছে? যেমন বন্দী, তেমনই থাকিলাম, আপনি যাইয়া লইয়া আসিবেন, ইহাতে আর আপনার আপত্তি কি? সন্দেহই বা কি আছে?"

পরিদর্শক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া গভীর কর্কশস্বরে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর করিতেছ না কেন? পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি, উত্তর করিতেছ না কেন?"

"আপনিও ত আমার প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন না! আপনি আমার স্বর্ণ গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন, ভাল, তাহা আমারই থাকিবে—আপনি আমার মুক্তিদানে অস্বীকার করিতেছেন, ভাল, জগদীশ্বরই আমাকে তাহা প্রদান করিবেন।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মচারী মেজের আবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্ববৎ অঙ্কপাত করিতে নিযুক্ত হইলেন।

দারোগাকে সম্বোধন করিয়া পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি ওখানে কি করিতেছে?"

সহাস্যআস্যে দারোগা সাহেব উত্তর করিলেন, "গুপ্তধনের হিসাব করিতেছে!"

এই বিদ্রূপবাক্য শ্রবণে ব্রহ্মচারী ঘৃণিতনয়নে একবার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর করিলেন না।

এই পর্য্যন্ত তদারক পরিসমাপ্ত হইল। ব্রহ্মচারী অন্ধকূপে রহিলেন। তিনি যে পাগল, এই তদারকে কেবল তাহাই দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল।

মহাপ্রতাপশালী প্রবলপরাক্রান্ত জঙ্গীস খাঁ, অথবা তৈমুর লঙ্গ, ভয়ঙ্কর নৃশংস, ও ঘোরতর দুরাচার হইলেও তাঁহারা এই ব্রহ্মচারীকে কখনই উন্মাদ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতেন, বিশেষ তথ্য লইতেন, দশবারোকোটি টাকা তাঁহাদিগের চক্ষে কর্ণে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত না। কারণ তাঁহারা অসংখ্য মুদ্রার আহরণ ও বিসর্জ্জনে অভ্যস্ত ছিলেন, ব্রহ্মচারীর কথা অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহাকে উন্মাদ ও অস্থিরচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। কিন্তু দারোগা ও পরিদর্শক অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী, ইঁহাদের পক্ষে দ্বাদশসহস্র রৌপ্যমুদ্রাই অপরিমিত! সুতরাং দ্বাদশকোটি মুদ্রা ও পঞ্চাশ মন নিখাদ সুবর্ণ তাঁহাদের পক্ষে যে কতদূর অলৌকিক, পাঠক মহাশয় তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যে, ব্রহ্মচারীকে উন্মাদ বলিয়া স্থির করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? বাস্তবিক রত্নাকর ভারতবর্ষের পক্ষে দ্বাদশকোটি মুদ্রা ও পঞ্চাশ মন সুবর্ণ কতদূর তুচ্ছ, ভারতবাসী পাঠকমহাশয়কে তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ভারত-মাতার কতদূর সম্পত্তি, কতদূর ঐশ্বর্য্য, ভারতসন্ততিগণ তাহা সম্যকরূপেই অবগত আছেন। মরুত্ত রাজার যজ্ঞ বৃত্তান্ত তাহার একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ব্রাহ্মণেরা সেই যজ্ঞলব্ধ ধন ও রত্ন নিচয়ের যে কিয়দংশ বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যে অদ্বিতীয় রাজসূয় মহাযজ্ঞ সমাহিত হইয়াছিল, তাহার অলৌকিক বিবরণ ব্যাসদেবের অমৃতময় মহাকাব্যে সুবর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে।

রঞ্জনের নিকট যেরূপ প্রতিশ্রুত ছিলেন, পরিদর্শক তাহা প্রতিপালন করিতে বিস্মৃত হইলেন না। অভিনিবেশপূর্ব্বক কারা-পুস্তক পরিদর্শন

করিলেন। মুক্‌তী মহাশয় তাহাতে যেরূপ মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নিম্নভাগে প্রদর্শিত হইল।

রঞ্জনলাল	জাতিতে হিন্দু।—পিতার নাম,শুকলাল।—বাসস্থান, বরোজনগর।—বয়স, অনুমান উনবিংশ বৎসর।—ব্যবসা, চাকরী।—পদ, পোতাধ্যক্ষ।—জাহাজ,মহাজনী।—আখ্যা, মাতঙ্গী।—সম্পত্তি, মহাজন দাভাজীর।—অপরাধ, ষড়যন্ত্র করা। শ্রীবিষণচাঁদ মুকিম। মুক্‌তী।
ঐ	ভয়ানক রাজদ্রোহী। দুঃসাহসিক ও দুর্বৃত্ত। বন্দী, মহীপতের উদ্ধারের নিমিত্ত বিশেষ সহায়তা করে। রক্ষিগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত যেন ইহাকে অবরুদ্ধ রাখে।—দাভাজীর আবেদনপত্র দেখ। মহারাজ শ্রীবিষণচাঁদমুকিম বাহাদুর মনসবদার হাজারী সহকারী শান্তিরক্ষক।

একজনের সম্বন্ধে একবিধ অপরাধের মন্তব্য একব্যক্তির দুইবার সাক্ষরের উদ্দেশ্য কি? পাঠক মহাশয় যদি একথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তর এই, রঞ্জন যখন প্রথম ধৃত হন, তখন তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ না থাকাতে তিনি কেবল স্থূল কথায় "অপরাধ ষড়যন্ত্র করা" লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তদতিরিক্ত আর কিছুই লিখিতে সক্ষম হন নাই। এবং তৎকালে তাঁহার রাজোপাধিও ছিল না, সুতরাং কেবল

"শ্রীবিষণচাঁদ মুকিম। মুফ্‌তী।" বলিয়াই স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। পরে কৌশল-ক্রমে দাতাজীর দ্বারা রঞ্জনলালের মুক্তির নিমিত্ত একখানি আবেদনপত্র লিখাইয়া লন। পাঠানেশ পুনর্ব্বার সিংহাসন অধিকার করিলে, সেই আবেদনপত্রের বলে ঐ সকল ভয়ানক ভয়ানক মন্তব্য দ্বিতীয়বার লিপিবদ্ধ করেন, এবং সেই সময় তাঁহার "মহারাজ" ইত্যাদি সুদীর্ঘ উপাধি লাভ হওয়াতে, সেই সকল উপাধিযুক্ত নাম দ্বিতীয় মন্তব্যের নিম্নে স্বাক্ষর করিয়া রাখেন। পাঠক মহাশয় এক্ষণে বিবেচনা করুন, রঞ্জনের প্রতি মহারাজ বিষণচাঁদের কিরূপ চমৎকার দয়া! রঞ্জন যাঁহাকে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সহায় ও আশ্রয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ভাবিয়া দেখুন সেই মহারাজ বিষণচাঁদ তাঁহার কিরূপ অকপট মিত্র, কিরূপ একমাত্র আশ্রয় এবং কতদূর শুভানুধ্যায়ী! আরও, উপাধির উপর বিষণচাঁদের কতদূর ঘৃণা, কতদূর বিরাগ, ও কতদূর বিদ্বেষ, তাহা তাঁহার নাম স্বাক্ষরেই প্রকাশ হইতেছে। "উপাধি চাহি না, "রাজাবাহাদুর" গ্রাহ্য করি না, বৃথা গর্ব্ব ভাল লাগে না, হিন্দুরাজা প্রদান করিলেও গ্রহণ করিতাম না, যবন দত্ত উপাধির ত কথাই নাই। বংশানুক্রমে "মুকিম" উপাধি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়াই ব্যবহার, নচেৎ উহাও অগ্রাহ্য" এইভাবে দাতাজীর নিকট কতই বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সেই যবন দত্ত উপাধি আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করিয়া স্বাক্ষর করিতে সম্পূর্ণ একহস্ত পরিমিত পংক্তিও সংকীর্ণ হইয়া যায়, তাহাতেও স্থান সংকুলান হয় না!

বিষণচাঁদ কৃত টিপ্পনি দর্শনে কারা পরিদর্শক রঞ্জনের মুক্তি বিষয়ে হতাশ হইলেন। জানিলেন, এরূপ গুরুতর মন্তব্যে আসামীর অব্যাহতির কণামাত্রও সম্ভাবনা নাই, চেষ্টা করা বৃথা! সুতরাং নিরুপায় হইয়া বিষণজীর মন্তব্যের নিম্নে "উপরের মন্তব্য দৃষ্টি কর উদ্ধারের উপায় নাই" এইমাত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, আর কিছুই চেষ্টা করিলেন না। পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দশম কাণ্ড।

জীবনে হতাশ, বন্দী সহযোগ

ছয়মাস অতীত;—রঞ্জন আশা প্রতীক্ষায়। পরিদর্শকের আশ্বাস-বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই তিনি মুক্তিলাভের আশা করিতে-ছিলেন। প্রথমে একমাস;—একমাস অতীত হইলে তিনমাস;—অবশেষে ছয়মাস পর্য্যন্ত মুক্তির আশা ছিল। ভাবিয়া ছিলেন, মুক্তির উপায় করিতে পরিদর্শকের অন্যূন ছয়মাস অতিক্রান্ত হইতে পারে। ছয়মাস অতীত হইল, কিছুই হইল না। মানব স্বভাবে আশার প্রভাব অতি বিচিত্র। রঞ্জন মনে করিলেন, এরূপ গুরুতর কার্য্য একবৎসরের ন্যূনে কখনই হইতে পারে না। যখন আশা দিয়াছেন, তখন অবশ্যই অঙ্গীকার পালন করিবেন। বোধ হয় বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেই পরিদর্শক মহা-শয়ের বিলম্ব হইতেছে, একবৎসর পূর্ণ হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারিব। বিশ্ববিমোহিনী, আশার আশ্বাসে প্রতারিত হইয়া আরও ছয়মাস প্রতীক্ষা করিলেন, কিছুই হইল না। মুক্তির আশ্বাসে একেবারে হতাশ হইলেন,—সমস্তই স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। পরিদর্শকের আগমন, কারাপরিদর্শন, সাক্ষাৎকার লাভ, পরস্পর বাক্যালাপ, অবস্থা বিজ্ঞাপন, মুক্তির আশ্বাস দান, সমস্তই স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল,—একেবারেই হতাশ হইলেন। অন্ধকূপে একাকী নির্জ্জনবাসে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ, অতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠিল। কথাবার্ত্তা কহিবার নিমিত্ত একজন সঙ্গী,—যে কেহই হউক,—দস্যু, তস্কর, বদমাস, হত্যাকারী যে কেহই হউক, একজন সঙ্গী পাইলেও কতক পরিমাণে প্রাণটা শীতল হয়, সেই সঙ্গে যন্ত্রণারও কথঞ্চিৎ লাঘব হয়। রঞ্জনলাল বিস্তর কাকুতি

মিনতি করিয়া এই সকল কথা রসদদারকে কহিলেন। ভঞ্জনের পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, সে এবিষয় জেলদারোগাকে জানাইয়া ছিল, কিন্তু দারোগা মহাশয় পলায়নের ষড়যন্ত্র আশঙ্কা করিয়া এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন,—সঙ্গী প্রাপ্তির অনুমতি দিলেন না।

হতাশে জগদীশ্বরই বিশ্বজীবের একমাত্র ভরসাস্থল। রঞ্জনলাল এই বিপত্তিকালে সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলেন। বিনাদোষে বন্দী হইয়া মুক্তিলাভের নিমিত্ত রসদদারকে মিনতি করিলেন, দারোগাকে অনুনয় বিনয় করিলেন, পরিদর্শকের নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিলেন, কেহই শুনিল না। পরিশেষে বিপদভঞ্জন মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলেন; বিপদ সাগরে তিনিই একমাত্র কাণ্ডারী!

একমনে জগদীশ্বরের ধ্যান করিলেন, কিন্তু তাহাতে আশু উপকার না দেখিতে পাইয়া রঞ্জনলাল একেবারে নৈরাশ্য সাগরে নিপতিত হইলেন। ঈশ্বর কোন্ সময়ে কি ভাবে কিরূপ তপস্যায় জীবের প্রতি করুণা কটাক্ষ বিতরণ করেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। জগদীশ্বর বিমুখ হইলেন, প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না, কুগ্রহ বশতঃ কিছুই হইল না। এই সকল মনে করিয়া মূঢ়েরা একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, আর আপনার অদৃষ্টকে শতসহস্র প্রকারে তিরস্কার করিতে থাকে। কিন্তু, জগৎপিতা কিরূপে কাহাকে দূত স্বরূপে প্রেরণ করিয়া, জগতের সমুদয় জীবের উপকার করিয়া থাকেন, সে বিষয় রঞ্জনের তত্দূর জ্ঞান ছিল না।—অনেক সংসারবিরাগী পরমহংস যোগীগণেরই সে তত্ত্বজ্ঞান সম্ভবে না, অজ্ঞান কলুষিত রঞ্জনলাল কোন্ কীটাণুকীট!

করুণাময়ের করুণালাভে হতাশ হইয়া রঞ্জনলাল রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সমস্ত বিশ্বসংসারের উপরেই তাঁহার বিজাতীয় বিদ্বেষ জন্মিল। কিছুই ভাল লাগে না,—সামান্য কারণেই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পড়েন। তৎপ্রতিকূলে যে বেনামীপত্র তিনি বিবনচাঁদের কাছারীতে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম যখনই স্মরণপথে উদিত হয়, সেই ক্রোধ তখনই শতগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া উঠে। "কে লিখিয়াছে?—কাহার সেই

ষড়যন্ত্র ?—কে সেই বিপক্ষ ? জানিতে পারিলে তাহার উচিত মত প্রতি-শোধ লইবই লইব,—নিদারুণ যন্ত্রণা প্রদানে তাহার সেই অনুচিত কার্য্যের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবই করিব,—ভীষণ আঘাতে তাহার কলুষিত মস্তক একেবারে চূর্ণিকৃত করিয়া ফেলিবই ফেলিব।" মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিতে করিতে তিনি দারুণ ক্রোধে স্ফীত হইতে থাকেন ; শেষে যখন দেখেন নিজে বন্দী, তখন হতাশে উন্মত্ত হইয়া আপন মস্তক চূর্ণ করিবার নিমিত্ত গৃহভিত্তিতে মস্তকাঘাত করিয়া স্বয়ংই রুধিরাক্ত হন। কখনই ঐশ্বরিক বিড়ম্বনা নহে, বিশ্বাসঘাতক নরজাতিরই বৈরনির্য্যাতন ; এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়েন। গৃহভিত্তিই যেন সেই বেনামী দরখাস্তকারী, তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণার মূলীভূত কারণ, এই জ্ঞান করিয়া আপনার মস্তক পুনঃপুনঃ ঘাতপ্রতিঘাতে কথঞ্চিৎ ক্রোধাবেগ সম্বরণ করেন। পরক্ষণেই চৈতন্যের উদয় হইলে, যথার্থ বুঝি উন্মাদ হইলাম, এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ অতিশয় কাতর হইয়া উঠে। মনে করেন, "উন্মাদ হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। অতএব আত্মহত্যা দ্বারা সকল দুঃখের অবসান করি। কিন্তু কিরূপে আত্মহত্যা করিব ? উদ্বন্ধনে মৃত্যু, অতিশয় ভয়াবহ, অতিশয় ঘৃণাকর,—তাহা পারিব না ;—অনাহারে প্রাণত্যাগ করি, তাহাই উত্তম, তাহাই স্থির ! অদ্যাবধি আহার করিব না,—শপথ করিতেছি, অদ্যাবধি আহার করিব না।—রসদদার যখন খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিবে, তখন গবাক্ষের ছিদ্র দিয়া সে সমস্ত ফেলিয়া দিব, কণামাত্রও স্পর্শ করিব না।"

অভাগা রঞ্জনলাল তাহাই করিলেন। দুই বেলাই আহার সামগ্রী গবাক্ষপথ দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চারিদিন এইরূপে অতীত হইল। পঞ্চম দিবসে তিনি আর উঠিতে পারিলেন না, হস্তপদ অবশ হইয়া আসিল, খাদ্যসামগ্রী নিক্ষেপ করিতে আর শক্তি থাকিল না। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে খাদ্যসামগ্রীর প্রতি ঘনঘন দৃষ্টি-পাত করিতে লাগিলেন। শপথের কথা মনে পড়িল, আহার করিলেন না ; স্থিরভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন। ভঞ্জনলাল বিবেচনা করিল,

অন্ধকূপবন্দী কোন প্রকার দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে; রঞ্জনলাল ভাবিলেন, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী!

দিবাকাল এইরূপে অতীত হইয়া গেল। রঞ্জনলাল ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়া নয়নযুগল নিমীলন করিলেন। তৎকালে যেন শতশত উল্কাপিণ্ডের আলোক, তাঁহার নেত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিতে লাগিল; তিনি যেন সাক্ষ্যাৎ যমপুরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম রজনীতে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। রাত্রি নবমঘটিকার সময় পার্শ্বস্থ প্রাচীরে ঘর্ঘর শব্দ সহসা রঞ্জনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি স্থিরকর্ণে অভিনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, কে যেন লৌহযন্ত্র দ্বারা তাঁহার গৃহপ্রাচীরের প্রস্তর সবেগে আক্রমণ করিতেছে। প্রথমে মনে করিলেন চোর; কিন্তু অন্ধকূপে চোর আসিবে কেন? আবার ভাবিলেন, বোধ হয়, আপনার ন্যায় কোন হতভাগ্য বন্দী কারা-গারের ভিত্তি ভেদ করিয়া উদ্ধার পাইবার আশায় এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছে। আবার মনে করিলেন, হয় ত আমার কোন প্রিয়তম বন্ধু, আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া সুড়ঙ্গ খননপূর্ব্বক মুক্তিলাভের উপায় করিয়া দিতেছেন। পরক্ষণেই অপর ভাবের উদয় হইল, ভাবিলেন, এ সমস্তই স্বপ্ন, আমি প্রতারিত হইয়াছি। অথবা মৃত্যুর পূর্ব্বে সচরাচর যেরূপ স্বপ্নদর্শন হয়, ইহাও সেই প্রকার স্বপ্ন! তিনি এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ভঞ্জনলাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। মৃত্যু সংকল্প করিয়া অবধি রঞ্জনলাল তাহার সহিত একটীবারও কথা কহেন নাই, সে দিনও কহিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি জানি, ভিত্তিতে যে শব্দ হইতেছে, তাহা যদি তাঁহার মুক্তি বিষয়ে কোনরূপ অনুকূল হয়, ভঞ্জনলাল শ্রবণ করিলে সে আশা এককালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; এই ভাবিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, এবং "এ খাদ্যসামগ্রী অতি জঘন্য, আমাকে কিছু ভাল সামগ্রী আনিয়া দাও।" উচ্চৈস্বরে এইরূপ অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, সুড়ঙ্গ খননের শব্দ ভঞ্জনের শ্রবণগোচর না হয়।

রঞ্জনের পীড়া হইয়াছে, কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে মনে করিয়া, রসদদার তাঁহার জন্য সেদিন তাহাই আনয়ন করিয়াছিল। বন্দী প্রলাপ বকিতেছে বিবেচনা করিয়া পাত্রটী তাঁহার সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া গেল। রঞ্জন নিঃশঙ্ক হইলেন। শব্দ ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আশা ক্রমশই বলবতী। বাঁচিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মুক্তিলাভের সম্ভাবনা অনুমান করিয়া বাঁচিবার ইচ্ছা হইল, যৎকিঞ্চিৎ দুগ্ধ লইয়া পান করিলেন। তখনই আবার মনে হইল, হয় ত এই কারাকূপের কোন গৃহ সংস্কার-করা আবশ্যক হইয়াছে, জেলদারোগা তাহা রাত্রিকালে সমাধা করাইতেছেন, তাহারই এই শব্দ! কিসের শব্দ, অবধারণ করিবার নিমিত্ত তিনি একটী উপায় স্থির করিলেন। ভাবিলেন, দেয়ালে আঘাত করি, যদি সরকারী মিস্ত্রি হয়, তাহা হইলে এখনই কার্য্য বন্ধ করিয়া, কে শব্দ করিল, কেন করিল, তাহার অনুসন্ধান লইবে, এবং শীঘ্রই পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিবে। আর যদি কোন বন্দী হয়, তাহা হইলে ভয় পাইয়া এককালে নিরস্ত হইবে, সকলে নিদ্রিত না হইলে এ কার্য্যে আর হস্তক্ষেপ করিবে না।

এইরূপ সংকল্প করিয়া রঞ্জনলাল শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, শরীর অতিশয় ক্ষীণ, অত্যন্ত দুর্ব্বল, কিন্তু দারুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; যে স্থানে শব্দ হইতেছিল, সেইস্থানে একখানি প্রস্তর দ্বারা আঘাত করিলেন। উপর্য্যুপরি তিনবার; —কিন্তু প্রথম আঘাতেই যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় সেই শব্দ নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

একঘণ্টা অতীত, দুইঘণ্টা অতীত, আর শব্দ নাই, সমস্তই নীরব! তখন নিশ্চয় জানিতে পারিলেন যে, কোন বন্দী পলায়ন করিবার জন্য এইরূপ সন্ধি খনন করিতেছে। এটী যে তাঁহার পক্ষে অনুকূল, ইহা তাঁহার হৃদয়ে সম্যকরূপেই ধারণা হইল। ক্রমে রজনী প্রভাত, কোন শব্দ হইল না, সমস্ত দিবস গত, কোন শব্দ হইল না,—তৃতীয় রজনীও ঐরূপে অতিক্রান্ত। ঈশ্বর আমার প্রতি সুপ্রসন্ন, আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়াছেন, মনে করিয়া

রঞ্জনলাল একমনে তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন, উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন " নিশ্চয়ই বন্দী,—নিশ্চয়ই বন্দী ! "

তিনদিন তিনরাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল, চতুর্থ রজনীতে পার্শ্বগৃহে যেন কতকগুলি প্রস্তর সঞ্চালনের শব্দ হইতে লাগিল ! রঞ্জন ভাবিলেন, এব্যক্তি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে, অতএব আমি ইহার সাহায্য করি। এইরূপ সংকল্প করিয়া গৃহমধ্যে কোনপ্রকার যন্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিছুই পাইলেন না। পর্য্যঙ্কে লৌহদণ্ড ছিল, কিন্তু তাহা খুলিবার উপায় নাই। অবশেষে অগ্নিকটাহের ধারণদণ্ড (হাতল) ভগ্ন করিয়া তদ্দ্বারা দেয়ালের সেইস্থান খনন করিবার চেষ্টা করিলেন, কৃতকার্য্য হইলেন না। দিবাভাগে পুনরায় চেষ্টা করিয়া বহুকষ্টে একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তর অপসৃত করিলেন। এইরূপ ক্রমে ক্রমে এক সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়া শেষে তাঁহার অস্ত্র, একখানা বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডোপরি সহসা আঘাতিত হইল। লৌহদণ্ড দ্বারা তাহা কোনক্রমেই ভেদ হয় না। তদ্দর্শনে হতাশ হইয়া ক্লান্তভাবে কাতর-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, " হা পরমেশ্বর ! কি করিলে ! আমি এত ব্যগ্র-ভাবে তোমার স্তবস্তুতি করিলাম, কিছুই শ্রবণ করিলে না ! আমার স্বাধীনতা আপহৃত হইয়াছে,—মৃত্যু সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহাও বিফল হইয়াছে,—পুনরায় প্রাণ ধারণের ইচ্ছা হইয়াছে !—হা দয়াময় ! আবার যেন আমাকে নৈরাশ্যে জীবন বিসর্জ্জন করিতে না হয়। "

" এ সময়ে কে ঈশ্বরের নাম করিয়া নৈরাশ্য প্রকাশ করিতেছে ? " ভূগর্ভ হইতে সহসা এই স্বর রঞ্জনের শ্রুতিগোচর হইল। তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না,—ভয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; তিনি সবিস্ময়ে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "একি ! মনুষ্যের যে কণ্ঠধ্বনি ! আমি কখনই এরূপ ভয়ানক গভীরস্বর শ্রবণ করি নাই ! আমার অতিশয় ভয় হইয়াছে, মিনতি করি, বলুন আপনি কে ? কোথা হইতে কথা কহিলেন ?"

অদৃশ্য স্বরে প্রশ্ন হইল, " কে তুমি ? "

অসঙ্কোচে, অসন্দিগ্ধভাবে রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, " একজন অভাগা বন্দী ! "

স্বর।—কোন দেশে নিবাস?

র।—গুর্জ্জর,—বরোজনগর।

স্বর।—কোন্ জাতি?—মুসলমান?

র।—না, হিন্দু।

স্বর।—নাম?

র।—রঞ্জনলাল।

স্বর।—ব্যবসা?

র।—মহাজনী।

স্বর।—কতদিন এখানে আছ?

র।—দুই বৎসরেরও অধিক।

স্বর।—অপরাধ?

র।—নিরপরাধী।

স্বর।—তবে কি নিমিত্ত বন্দী?

র।—রাজবিদ্রোহিতা অপরাধে।

স্বর।—রাজবিদ্রোহ কিরূপ?—মহারাজ মহীপতের প্রতিকূলে?

র।—না,—তাঁহার অনুকূলে; সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির সহায়তা।

স্বর।—সেকি? মহারাজ মহীপত কি তবে সিংহাসনে নাই?

র।—না,—তিনি রত্নগিরি দুর্গে বন্দী।

স্বর।—রত্নগিরি? তাহা ত হিন্দুরাজার অধীন; সেখানে বন্দী কিরূপ?

"দুর্গটী পূর্ব্বে হিন্দুরাজের অধিকারে ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে মুসলমানেরা তাহা জয় করিয়া লইয়াছে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তার পর, রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, আপনি কি ইহা জানেন না, পাঠানেরা মহীপতকে বন্দী করিয়াছে, ইহা কি আপনি শুনেন নাই? আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

এ প্রশ্নের উত্তরদান না করিয়া পূর্ব্বস্বর জিজ্ঞাসা করিল, "পাঞ্জাব যুদ্ধে মহারাজ মহীপত ত জয়লাভ করিয়াছিলেন?"

রঞ্জন কহিলেন, "সে যুদ্ধে জয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয়বারের

যুদ্ধে মহারাজ পরাজিত হইয়া বন্দী হইয়াছেন।—আপনি এখানে কতদিন আছেন; আমার এ প্রশ্নের ত উত্তরদান করিলেন না?"

"দ্বিতীয় যুদ্ধের আয়োজন জানি, তৎপরেই বন্দী।"

রঞ্জনের হৃৎকম্প হইল, ভাবিলেন, আমার অপেক্ষা এই ব্যক্তি অধিক কাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছে। এ ব্যক্তি আমার অপেক্ষা অধিক হতভাগ্য। এই ভাবিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন।

স্বর জিজ্ঞাসা করিল, "দেয়ালের কোন্ স্থান হইতে তুমি খনন আরম্ভ করিয়াছ?"

র।—গৃহতল হইতে.—একহস্ত ঊর্দ্ধে।

স্বর।—রক্ষীরা গহ্বর দেখিতে পায় না?

র।—আমার শয্যা অন্তরাল আছে।

স্বর।—রক্ষীরা কি তোমার শয্যাপার্শ্ব, কি শয্যাতল, পরিদর্শন করে না?

র।- না,—কখনই না।

স্বর।—তোমার গৃহের প্রবেশের দ্বার কোন্ দিকে?

র।—সোপান পার্শ্বে একটা সংকীর্ণ পথ, তৎপরেই এই গৃহ।

স্বর।—কেবল তোমার গৃহে প্রবেশ করিবার নিমিত্তই কি সেই পথ?

র।—প্রাঙ্গণে যাইবারও সেই পথ।

স্বর।—হায়! সকলই বৃথা হইল!

র।—কেন, কি বৃথা হইল?

স্বর।—আমার গণনায় ভুল হইয়াছে,—ঠিক রাখিতে পারি নাই; নদীর দিকে খনন না করিয়া তোমার গৃহের ভিত্তি ভেদ করিয়াছি।

র।—নদীর তীরেই কি আপনার গৃহ?

স্বর।—ঠিক তীরেই নয়, নিম্ন ভূমি ভেদ করিয়া সচ্ছন্দে তথায় যাইতে পারিতাম। সন্তরণ দ্বারা নদী উত্তীর্ণ হইতাম।—কিন্তু এখন সমস্তই বৃথা হইল।

র।—সমস্তই—সমস্তই বৃথা?—আর কি কোন উপায় নাই?

স্বর।—না, আপাততঃ কিছুই দেখি না। তুমি আর খনন করিও না,

বৃথা পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই, আশা প্রতীক্ষা কর, সময়ে জানিতে পারিবে।

র।—আশা প্রতীক্ষায় আমি বিলক্ষণ অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহাতে আমার বিরক্তি বোধ হয় না। কিন্তু আপনি কে?

স্বর।—আমি—আমি—আমি—সকলে আমাকে লক্ষ্মীমন্ত বলে।

র।—আমার উপর তবে আপনার বিশ্বাস নাই? নাম বলিলেন না, তবে অবিশ্বাস?

ভূগর্ভ হইতে বিকটহাস্য উত্থিত হইয়া রঞ্জনের শেষ প্রশ্নের উত্তর দান করিল।

রঞ্জনলাল উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি হিন্দু,—আপনি কি জাতি জানি না,—কিন্তু আমি হিন্দু। সমস্ত দেবদেবীর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, কদাচ বিশ্বাসঘাতক হইব না। আপনার নাম বলিলে, কদাচ তাহা প্রকাশ করিব না, অসীম যন্ত্রণা প্রদান করিলেও বলিব না, কখনই না। ইহাতেও যদি সন্দেহ ভঞ্জন না হয়, বলুন, কিসে আপনার প্রত্যয় হইবে? একান্ত না বলিলে, এখনই আমি প্রাণত্যাগ করিব;—মস্তকে প্রস্তরাঘাত করিয়া আত্মঘাতী হইব,—শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব। তখন এই পাপের ভাগী আপনাকেই হইতে হইবে। এই নরহত্যা পাপ আপনার শিরেই স্পর্শিবে; ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন, অনুতাপের পরিসীমা থাকিবে না।"

স্বর।—স্বরে বুঝিতেছি, তোমার বয়স অধিক হয় নাই।—তোমার বয়ঃক্রম কত?

র।—ঠিক বলিতে পারি না; অনুমান ২২ কি ২৩ হইবে।

স্বর।—অ্যাঁ! পূর্ণ পঞ্চবিংশতিও না? এ বয়সে লোকে কখনই রাজদ্রোহী হইতে পারে না; প্রায়ই রাজনীতির জটিলতা বুঝিতে পারে না।

র।—রাজদ্রোহী?—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কিছুই জানি না, কোন দোষে দোষী নহি, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

স্বর।—উত্তম।—আমি তোমাকে বিস্মৃত হইব না।—উদ্ধারের অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইবে, আশা প্রতীক্ষা কর।

র।—কতদিন?—কতদিনে সাক্ষাৎ হইবে?

স্বর।—সে অদৃষ্টের হাত।

রঞ্জন ব্যগ্রভাবে কাকুতি মিনতি করিয়া করুণ বচনে কহিলেন, "আর অধিক বিলম্ব করিবেন না, অসহ্য হইয়াছে। আমি আপনার নিতান্ত শরণাগত। আপনি যদি বৃদ্ধ হন, আমি আপনাকে বৃদ্ধপিতার তুল্য শ্রদ্ধাভক্তি করিব, যদি সমবয়স্ক হন, তবে পরমোপকারী বন্ধুর ন্যায় মান্য করিব, আর যদি আমার অপেক্ষা অল্পবয়স্ক হন, তবে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ মমতা করিব। আমাকে বিস্মৃত হইবেন না। অনাথের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন।"

"উত্তম,—শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে; হয় ত কল্যই হইতে পারে। তোমার ভিত্তিতে তিনবার আঘাত করিব, যদি ঘরে কেহ উপস্থিত না থাকে, তুমিও সেইরূপে উত্তরদান করিও,—এখন এই পর্য্যন্ত।"

স্বর নিস্তব্ধ হইল, রঞ্জন শয়ন করিলেন, উদ্ধারের আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক হইল, আনন্দে নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে রসদদার ভজনলাল উপস্থিত হইলে তিনি তাহার সহিত কথা কহিলেন না। কথা কহিলে পাছে অধিক আনন্দে স্বর বিকৃত হয়, পাছে সেব্যক্তি কোনরূপ সন্দেহ করে, গৃহের চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান লয়, এই আশঙ্কায় পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধভাবে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না। আহার সামগ্রী যথাস্থানে রাখিয়া ভজনলাল সে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

একঘণ্টা অতীত। গৃহ ভিত্তিতে উপর্য্যুপরি তিনবার আঘাত হইল। রঞ্জন ব্যস্তসমস্তে সানন্দচিত্তে সেইরূপে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভূগর্ভ হইতে প্রশ্ন হইল, "তুমি একাকী আছ? রসদদার চলিয়া গিয়াছে ত?"

র।—হাঁ, সমস্ত দিন আর কেহই আসিবে না।

স্বর।—তবে আমি কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারি? খনন করিতে আরম্ভ করি?

র।—অবাধে, সচ্ছন্দে, এখনই।

পরক্ষণেই ঘর্ঘর শব্দ আরম্ভ হইল। করাত দ্বারা কাষ্ঠ বিদারণ শব্দ,

প্রস্তর পতন ও তাহা স্থানান্তর করিবার শব্দ হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই গহ্বর হইতে জটাজাল বিভূষিত একটী মস্তক নির্গত হইল। দেখিতে দেখিতে রঞ্জনের সেই কারাকূপে এক অপূর্ব্ব মানবমূর্ত্তি সমুত্থিত,—দিব্য প্রশান্ত তেজঃপুঞ্জ জটাধারী ব্রহ্মচারী মূর্ত্তি!

একাদশ কাণ্ড।

দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

ব্রহ্মচারী মূর্ত্তি দর্শনে আকস্মিক বিস্ময়ে ভক্তিমান হইয়া রঞ্জনলাল দ্রুতপদে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, এবং সসম্ভ্রমে প্রণিপাতপূর্ব্বক আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? মিনতি করি, সত্য করিয়া বলুন, আপনি কে? এ নরককুণ্ডে আপনার নিবসতি কেন? কি কারণেই বা আপনি বন্দী! কতদিনই বা এখানে আছেন?"

জটাধারী তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে বিষাদমিশ্রিত হাস্যাবভা বিকাশিত হইল। তিনি ধীরভাবে কহিলেন, "আমার নাম দয়ানন্দ স্বামী। আমি গুর্জ্জরের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের গুরু ছিলাম, পাঞ্জাবে আমার বাসস্থান। পাঠানেরা বিনা কারণে আমাকে রাজদ্রোহী সন্দেহ করিয়া, অমৃতসর নগরে এক কারাগারে বন্দী করিয়া রাখে। বহুদিন পরে এইস্থানে আনয়নপূর্ব্বক এই অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়াছে। এখানেও প্রায় দুইবৎসর অতিবাহিত হইল।"

রঞ্জনলাল কিছু সন্দিহান হইলেন; সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সেই ব্রহ্মচারী? এই দুর্গবাসী সকলেই যাঁহাকে—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাঁহার আর বাক্‌নিষ্পত্তি হইল না; অপ্রস্তুতভাবে ব্রহ্মচারীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

দয়ানন্দ স্বামী ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, "হাঁ, আমিই সেই দুর্ভ-

ভাগ্য উন্মত্ত বন্দী! কিন্তু যতই উন্মত্ত হই না কেন, এই নরককুণ্ড হইতে পরিত্রাণ-লাভের নিমিত্ত বিংশতি হস্ত সুড়ঙ্গ খনন করিতে অসমর্থ হই নাই। তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা হইয়া গেল।"

রঞ্জনলাল শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, বৃথা হইল কেন? আর কি কোন উপায় নাই? পরিত্রাণের আশা কি একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "কৈ, কিছুই ত দেখিতে পাই না! এখান হইতে পলায়ন করিবার আর সুবিধা কৈ? এ গৃহের সোপান পার হইলেই প্রাঙ্গণ; তথায় প্রহরীরা সর্ব্বদাই গমনাগমন করিয়া থাকে, সুতরাং সে পথে কিরূপে পলায়ন করিতে সমর্থ হইব? হায়! বিংশতিহস্ত খননের পরিশ্রম এককালেই বিফল হইয়া গেল।"

বিস্মিত হইয়া রঞ্জনলাল বলিয়া উঠিলেন, "বিংশতি হস্ত? এতদূর কিরূপে খনন করিলেন? অস্ত্র পাইলেন কোথায়?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "অস্ত্র শস্ত্র সমস্তই আছে, প্রয়োজন মত ব্যবহার করিয়া থাকি,—সময়ে তাহা তুমি দেখিতে পাইবে।"

আগ্রহে রঞ্জনলাল কহিলেন, "যদি অস্ত্র শস্ত্র সমস্তই হস্তগত আছে, তবে পুনর্ব্বার অন্য প্রকারে চেষ্টা না করেন কেন?"

অন্যমনস্কভাবে ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "চেষ্টা?—চেষ্টার কিছুই ক্রটী হয় নাই, কিন্তু সমস্তই বিফল হইয়া গেল। গণনার ভুল হওয়াতেই এই অনর্থ ঘটিয়া উঠিয়াছে;—কোথায় নদীতীরে গমন করিব, না তোমার এই গৃহভিত্তি ভেদ করিয়া বসিয়া আছি। গণনার সময় বাধা পড়াতে,—পরিদর্শকের আগমনে বাধা পড়াতে, এই গোলযোগ সংঘটিত হইয়াছে।—তা এখন আক্ষেপ করা বৃথা, গত বিষয়ের অনুশোচনায় ফল কি? পরিদর্শক আগমন না করিলে—"

বাধাদিয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, "এখন ত আর পরিদর্শকের আসিবার সম্ভাবনা নাই, তবে কোন নূতন কল্পনার উদ্ভাবন করুন না কেন? পলায়নের কোনরূপ নূতন উপায় স্থির করুন না কেন?"

ব্রহ্মচারী সেইভাবে কহিলেন, "নূতন কল্পনা? নূতন উপায়?" কৈ কিছুই ত দেখিতে পাই না।"

রঞ্জন কহিলেন, "ভাল, আমার এই গৃহপার্শ্ব ভেদ করিলে কার্য্যকর হয় না?"

চকিতভাবে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গৃহ?—তাহাতে কি হইবে?—ওধারে যে প্রহরী থাকে, তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?"

"সে বিষয়ের চিন্তা নাই, তাহাকে শান্ত করিবার ভার আমার!"

"কি, প্রাণ সংহার?"

"আজ্ঞা, হাঁ।"

"না, তাহা হইতে পারে না; মনুষ্যজীবন নষ্ট করা হইবে না।"

"যেখানে মনুষ্যের স্বাধীনতা সঙ্কটাপন্ন, সেস্থানে প্রাণী হত্যা করিতে বাধা কি?"

এই হেতুবাদ শ্রবণ করিয়া দয়ানন্দ স্বামী প্রশান্তভাবে কহিলেন, "ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রসদদারকে হত্যা করিয়া তুমি এতদিন পলায়ন করিবার চেষ্টা কর নাই কেন?"

"হাঁ, এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বটে, কিন্তু ইহার উত্তর এই, ওরূপ ভাব আমার অন্তরে একটীবারও উদয় হয় নাই। সেই জন্যই—"

বাধা দিয়া দয়ানন্দ স্বামী কহিলেন, "হাঁ, সরল অন্তরে বিরুদ্ধ ভাবের কখনই সঞ্চার হয় না। হতাশাস হইয়া হত্যার কথা বলিলে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে কিছুই করিতে পারিবে না; মমতার উদয় হইবে, প্রাণ নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। পলায়ন করা দূরে থাকুক, পুনরায় ধৃত হইয়া লৌহশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইবে মাত্র।" এই কথা বলিয়া তিনি ক্লান্তভাবে রঞ্জনের শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন।

অবনত বদনে রঞ্জনলাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আপনি কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করুন,

আপনার কৌশলটী আমাকে পরিজ্ঞাত করুন, স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত আছি। যে কোন কার্য্য হউক না কেন, এখন তাহা পালন করিতে আমি—"

কথা সমাপ্ত করিবার অবসর না দিয়া দয়ানন্দ স্বামী কহিলেন, "ভাল দেখা যাইবে, কিন্তু এখন নয়, অপেক্ষা কর, সময়ে তাহার পরামর্শ করা যাইবে। কারাগার হইতে পলায়নের যত প্রকার উপায় থাকিতে পারে, আমি সে সমস্তই চিন্তা করিয়াছি। বিখ্যাত বিখ্যাত বন্দিগণ যেরূপে পলায়ন করিয়াছে, তৎসমস্ত আমি ক্রমাগত মনে মনে আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু তাহার মধ্যে কোনটাই আমাদের পক্ষে কার্য্যকর হইতেছে না। আমাদের উপস্থিত অবস্থায় সে সকল উপায় অবলম্বনের তিলমাত্রও সুবিধা নাই, চেষ্টা করিলেও কিছুমাত্র ফল দর্শিবে না; বরং হিতে বিপরীত ঘটনারই সম্ভাবনা। অতএব অনুরোধ করিতেছি, কিছুদিন অপেক্ষা কর, যতদিন শুভঅবসর উপস্থিত না হয়, ততদিন ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক আশা প্রতীক্ষা কর।"

বিশাল নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রঞ্জনলাল কহিলেন, "হায়! আর কতদিন বিলম্ব করিব? আপনি ধৈর্য্য ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন; সুড়ঙ্গ খননে পরিশ্রান্ত হইলে, বিশ্রাম লাভ করিয়া সুখ সচ্ছন্দ অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু আমার পক্ষে—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, "আমি বন্দী হইয়া অবধি বিশ্রাম কাহাকে বলে, তাহা জানি না। অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইলে আমি লেখা পড়ায় কাল হরণ করিয়া থাকি।"

এই অদ্ভুতবাক্য শ্রবণে রঞ্জনলাল বিস্ফারিতলোচনে ব্রহ্মচারীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চক্ষে পলক নাই, বিস্ময় ও উৎসাহে মন একেবারে আকুলিত। মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সস্নেহে রঞ্জনের মস্তকে হস্তপ্রদানপূর্ব্বক, স্বামী মহাশয় কহিলেন, "বৎস! আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। যখন তুমি আমার কারাকূপে গমন করিবে, তখন আমি সমস্তই তোমাকে দর্শন করাইব। আমার প্রগাঢ় চিন্তা ও গবেষণার ফল, তথায় দর্শন করিতে পারিবে।"

রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন বিষয় লিখিবার আবশ্যক হইলে, কিরূপে তাহার উপায় করিয়া থাকেন?"

"কেন, যে পত্রে খাদ্যসামগ্রী দিয়া যায়, সাবধানপূর্ব্বক সেই পত্রের উপরকার ত্বক ফেলিয়া দিয়া সূক্ষ্মাংশ অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করিয়া লই, তাহাতে অবিকল ভূর্জ্জপত্রের কার্য্য হয়।"

"আপনি তবে রসায়ন শাস্ত্র অবগত আছেন?"

ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী কহিলেন, "বিশ্বামিত্রের মত নয়,—অভিনব সৃষ্টি করিতে পারি না বটে, কিন্তু প্রচলিত মত অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ই আমার জানা আছে।"

"তাহাতে ত অনেক গ্রন্থের আবশ্যক, সে সকল পাঠ না করিলে ত আর তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না। এখানে সে সমস্ত কিরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন?"

"এখানে দুষ্প্রাপ্য বটে, কিন্তু দেশে, আমার পুস্তকালয়ে, নানা ভাষায় নানাপ্রকারের সহস্র সহস্র গ্রন্থ ছিল; তৎসমুদয় পাঠ করিয়া বিস্তর বিষয়েই আমার জ্ঞান জন্মিয়াছে। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, দশনাদি শতাবধি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, লোকে সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে।"

রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে ত নানা ভাষায় অধিকার থাকা আবশ্যক, তাহাও কি আপনার জানা আছে? সমস্ত ভাষাতেই কি আপনার অধিকার আছে?"

"সমস্ত না হউক, অন্ততঃ দশপনেরটী ভাষায় আমার অধিকার আছে,—বিশেষ নৈপুণ্য আছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, দ্রাবিড়ী, পালি, তৈলঙ্গী, উৎকল প্রভৃতি দেশভাষা; তদ্ব্যতীত যাবনীক ভাষার মধ্যে, আরব্য, পারস্য, হিব্রু, গ্রীক, লাতিন, ফরাসী প্রভৃতি অনেক ভাষাই আমার জানা আছে, তদ্ভিন্ন যে যে ভাষায় সম্পূর্ণরূপ অধিকার নাই, তাহাও আমি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি।"

"আয়ত্ত করিবার চেষ্টা? কি প্রকারে তাহা সফল হইতেছে?"

"কেন? যে যে ভাষা আমার জানা আছে, তাহার সহিত অজ্ঞাত

ভাষার শব্দগুলি অভিধানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আলোচনা করি, তাহাতেই এক প্রকার জ্ঞান জন্মে। যদিও পরিষ্কাররূপে সেই সেই ভাষায় বক্তৃতা করিতে না পারি, তথাপি মনোভাব প্রকাশ করিয়া অপরকে বুঝাইয়া দিতে কষ্ট বোধ হয় না।"

ক্রমশই রঞ্জনলালের বিস্ময় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালী কলম কিরূপে সংগ্রহ করেন?"

স্বামীঠাকুর কহিলেন, "গৃহমধ্যে ধূম নির্গত হইবার যে ছিদ্র আছে, বহুদিবসাবধি তাহাতে প্রচুর ভুষা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাতেই জল মিশ্রিত করিয়া কালী প্রস্তুত করিয়াছি। রাত্রিকালে অগ্নি জ্বালিবার নিমিত্ত যে কাষ্ঠ দিয়া যায়, তাহাতেই আমি লেখনী প্রস্তুত করিয়া লই। তদ্ব্যতীত নানাপ্রকার ঔষধিও আমার নিকট সংগৃহীত হইয়া আছে।"

"ঔষধি?—ঔষধি কিরূপে সংগ্রহ করিলেন? কারাগারে ইচ্ছা করিলেই ত ঔষধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না; পীড়া হইলে হকিমেরাই চিকিৎসা করিয়া থাকে, ঔষধি চাহিলে ত প্রদান করে না?"

"হাঁ, চাহিলে দেয় না বটে, কিন্তু কৌশলক্রমেই তাহা সংগ্রহ করিয়াছি। কিছুদিন হইল এখানকার একজন প্রহরীর পীড়া হয়, আমি চিকিৎসা করিব বলিয়া, সেই রোগের উপযুক্ত ও সেই সঙ্গে আমার নিজেরও প্রয়োজনমত, কতকগুলি ঔষধি আনাইয়া লই; সেই জন্যই আমার নিকট প্রস্তুত আছে; সেই উপলক্ষেই তাহা সংগ্রহ করি। আমি এক প্রকার ঔষধি প্রস্তুত করিয়াছি, যাহার একধান পরিমাণ সেবন করিলে, মনুষ্য একবারে অচেতন হইয়া যায়, কিছুমাত্র সংজ্ঞা থাকে না, দ্বাদশদণ্ড মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। আর সর্পাঘাতের পক্ষে ইহা একটী মহৌষধি বিশেষ; শরীরে প্রবেশমাত্রেই বিষক্ষয় করে;—যেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী!"

সোৎসুকে রঞ্জনলাল কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা!—কি বিদ্যা বুদ্ধি!—কি যোগবল!—মানব শক্তিতে এতদূর কখনই সম্ভবে না। বন্দী অবস্থায় যে সকল কাণ্ড করিয়াছেন, স্বাধীন হইলে না জানি আপনি কতশত বিষয় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেন। আপনি যথার্থই দেবতা;

আপনার এই সকল অদ্ভুত কার্য্য শ্রবণ করিয়া যথার্থই আপনাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে।"

ব্রহ্মচারী ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক কোমলস্বরে কহিলেন, "আমি কিছুই নহি। তুমি বালক, সেই নিমিত্তই আমাকে দেবতা বলিয়া স্থির করিতেছ। আমাদের দেশের পূর্ব্বকালীন মুনিঋষিগণ যে সকল অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় সে সকল ইতিহাস তোমার অধ্যয়ন করা হয় নাই, সেই নিমিত্তই তুমি আমাকে দেবতুল্য জ্ঞান করিতেছ; সেই জন্যই তোমার মনে এইরূপ বিষম ভ্রম স্থান প্রাপ্ত হইতেছে।"

প্রণিপাতপূর্ব্বক রঞ্জনলাল কহিলেন, "আপনি যাহাই হউন, আপনি যাহাই বলুন, কিন্তু আমি জীবনকালের মধ্যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন লোক আর কখন কোথায় দৃষ্টিগোচর করি নাই! আহা! কি অসীম ক্ষমতা! কি অলৌকিক বুদ্ধি!"

অতি কোমলস্বরে গম্ভীরবদনে ব্রহ্মচারী কহিলেন, "বৎস! তুমি বালক, জগতের নানা বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে এখনও তোমার অনেক অবশিষ্ট আছে; সেই নিমিত্তই তোমার চক্ষে অদ্ভুত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।"

"সে কথা সত্য! যথার্থই আমি অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ। কিন্তু আপনার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আমার চৈতন্যোদয় হইল। বিদ্যার আকরই আপনি! আপনি যদি বিদ্যাবলে আমার এই উপস্থিত অবস্থার বিষয় আমাকে পরিজ্ঞাত করেন;—কি কারণে আমি বন্দী, আমার অপরাধটী কি, তাহা যদি আমাকে পরিজ্ঞাত করেন,—তাহা হইলে বিনা মূল্যে আমাকে ক্রয় করিয়া রাখেন। আমি আপনার চিরদাস হইয়া থাকিব, ক্রীতদাসের ন্যায় আপনার সমস্ত আজ্ঞাই পালন করিব। যোড়হস্তে নিবেদন করিতেছি, বিদ্যাবলে আমার প্রকৃত অপরাধটী নির্ণয় করিয়া দিউন, যাহাতে দিব্যজ্ঞান জন্মে, এরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আমাকে চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা করুন।"

"এখন নয়, আর বেলা নাই, রসদদার এখনই আগমন করিবে।

সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া তুমি আমার আবাসকূপে গমন করিও, তৎকালে নির্ব্বিঘ্নেই সমস্ত বিষয়ের কথোপকথন চলিতে পারিবে। এখন এই পর্য্যন্ত,—সময় নাই, চলিলাম।" এই কথা বলিয়া দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সুড়ঙ্গপথে প্রস্থান করিলেন। রঞ্জনলাল একাকী, উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নির্জ্জন সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ কাণ্ড।

———o———

অবস্থা পরিবর্ত্তন।

সন্ধ্যার পর রঞ্জনলাল সুড়ঙ্গপথে ব্রহ্মচারীর আবাসকূপে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মচারী শয্যার উপর একটী প্রদীপ জ্বালিয়া স্বহস্ত প্রস্তুত কৃত্রিম ভূর্জ্জপত্রে অভিনিবেশ পূর্ব্বক কি লিখিতেছেন। রঞ্জনলাল সসম্ভ্রমে প্রণিপাত করিয়া বিস্ফারিতলোচনে ব্রহ্মচারীর বদনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। এই ভাব দর্শনে দয়ানন্দ স্বামী ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি? হঠাৎ তোমার বিস্মিত ভাব কেন? স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া কেন? উপবেশন কর,—ঐ টুলের উপর উপবেশন কর।"

রঞ্জনলাল উপবেশন করিয়া কহিলেন, "আমি যাহা দেখি তাহাই আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়। কারাগারে ঘৃত প্রদীপ কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "কেন? সপ্তাহের মধ্যে এক দিন আমাকে ঘৃত প্রদান করে, আমি তাহা ভক্ষণ করি না, প্রদীপ জ্বালাইবার নিমিত্ত রাখিয়া দিই। প্রয়োজন হইলে প্রদীপ জ্বালিয়া প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সমাধা করি। ইহা আর বিচিত্র কি? আশ্চর্য্যই বা কি?"

আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী আবার রঞ্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অবসর বুঝিয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, "আপনার আজ্ঞামত

উপস্থিত হইয়াছি। অতএব অনুগ্রহ করিয়া সে বিষয়টী আমাকে পরিজ্ঞাত করিতে আজ্ঞা করুন।"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "কি বিষয়? তোমার সেই পূর্ব্ব অবস্থার বিষয়? ভাল, আনুপূর্ব্বিক বলিয়া যাও, শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারিব। আর যতদূর পারি তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর দান করিব।"

রঞ্জনলাল একেএকে সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। দাতাজীর সরকারে নিযুক্ত হওয়া, "মাতঙ্গী" জাহাজারোহণে সফারে গমন, ত্রিগুণা বাবুর পীড়া, তাঁহার অনুরোধে রত্নগিরি দুর্গের শাসনকর্ত্তা, আমীর আজিম খাঁকে পত্র প্রদান, ত্রিগুণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমীর সাহেবের আগমন, সামন্তগিরির নামে পত্র লইয়া তাঁহার প্রতি বরদা যাত্রার উপরোধ, "মাতঙ্গী" পোতের অধ্যক্ষপদে নিয়োগ, মধুমতীর সহিত পরিণয় সম্বন্ধ, সহসা বিবাহ সভায় বন্দী হওয়া, জম্বুনরের বিচারালয়ে সংক্ষিপ্ত তদন্ত, বেনামীপত্র পাঠ, অবশেষে ভীমগড়ে বন্দী হওয়া পর্য্যন্ত, সমস্ত বিবরণই একেএকে আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিলেন।

ব্রহ্মচারী অভিনিবেশপূর্ব্বক এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। পরিশেষে মৌনভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "ইতি পূর্ব্বেই ত আমি তোমাকে বলিয়াছি, সরল হৃদয়ে কখনই বিরুদ্ধ ভাবের সঞ্চার হয় না, সরল ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কখনই পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, তবে দুষ্ট লোকে নিজের স্বার্থসাধনের উদ্দেশে পাপপঙ্কে সহজেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। পাপানুষ্ঠানে তাহাদিগের মনে কোন প্রকার দ্বিধা হয় না। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তোমার নির্ব্বা-সনে, তোমার অনুদ্দেশে, তোমার কারাবাসে, কাহার ইষ্টসাধন, কাহার সুবিধা, কাহার উপকার হইবার সম্ভাবনা?"

"কাহারই না,—আমা হেন ক্ষুদ্র প্রাণীকে নির্ব্বাসিত করিয়া কাহার ইষ্টসাধন, কাহার উপকার হইবে? কাহারই না।"

ব্রহ্মচারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমার কথার কিছুই অর্থ নাই, সংসারের জটিলতা তোমার কিছুমাত্র বোধ নাই, সংসারের কণ্টকাকীর্ণ

পথে তুমি প্রবেশ কর নাই, স্বার্থপর সংসারে সকলেরই শত্রু আছে। রাজার শত্রু রাজা, গৃহস্থের শত্রু গ্রহস্থ, ভিকারীর শত্রু ভিকারী। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন,

নকশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
অবস্থাভেদে জায়ন্তে মিত্রানি রিপবস্তথা॥

সেই নিমিত্ত বলিতেছি, অবস্থামত, অবস্থাভেদে, সকলেই সকলের মিত্র, সকলেই সকলের শত্রু। যাহা হউক, ও কথা এখন থাকুক; দেখিতেছি তুমি সংসারিক বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। অতএব অন্য প্রকারে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, বিবেচনা পূর্ব্বক উত্তর দান কর।"

"যে আজ্ঞা, অনুমতি করুন, সাধ্যমত ক্রটী হইবে না।"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তুমি এইমাত্র বলিলে না, "মাতঙ্গী" পোতের অধ্যক্ষ হইয়াছিলে?"

র।—আজ্ঞা হাঁ।

ব্র।—একটী সুন্দরী রমণীর সহিত তোমার সম্বন্ধ হইয়াছিল?

র।—আজ্ঞা হাঁ, ইহাও সত্য।

ব্র।—ভাল এই দুইটী বিষয়ে বিঘ্ন করিলে, কাহারও কি কোন প্রকার স্বার্থসাধনের সম্ভাবনা ছিল? ভাল, অগ্রে প্রথম প্রশ্নেরই উত্তর দান কর। তুমি "মাতঙ্গী" জাহাজের অধ্যক্ষ হইলে, কোন লোকের স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত হইত কি না? কি বল?

র।—আমার মনে ত এরূপ উদয় হয় না। জাহাজের সকল লোকেই আমাকে ভালবাসিত, বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিত। আমার প্রতি নাবিকদিগের এতদূর ভক্তি ও এতদূর বিশ্বাস যে, ক্ষমতা থাকিলে তাহারা নিজেই আমাকে অধ্যক্ষপদে মনোনীত করিত। কেবল পোতের মুহুরী মহাশয় কি করিতেন, বলিতে পারি না। আমার প্রতি তাহার কিছু মনোভার ছিল। বাণিজ্যদ্রব্যের দরদস্তর সম্বন্ধে কিছু কিছু ছাপাইয়া রাখা তাহার

অভ্যাস ছিল। আমি সেই কথা দাতাজীর নিকট প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াছিলাম, সেই নিমিত্তই আমার প্রতি তাহার আক্রোশ।

ব্র।—তাহার নাম কি?

র।—পাথোজী।

ব্র।—তুমি পোতাধ্যক্ষ হইলে তাহাকে সেই পদে নিয়োগ করিয়া রাখিতে?

র।—আমার প্রতি যদি কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের ভার থাকিত, তাহা হইলে রাখিতাম না। কারণ প্রায় সর্ব্বদাই তাহার হিসাবে গোলযোগ দর্শন করিতে পাইতাম।

ব্র।—ভাল, পিণ্ডুলার সহিত পত্র সম্বন্ধে যখন তোমার প্রথমবার কথাবার্ত্তা হয়, তখন সেখানে আর কেহ উপস্থিত ছিল? অপর কেহ তোমাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিল?

র।—না, অপর কেহ ছিল না, কেহই শ্রবণ করে নাই।—হাঁ হাঁ ছিল বটে! পোতাধ্যক্ষ যখন আমার হস্তে পত্রখানি প্রদান করেন, ঠিক সেই সময় পাথোজী দরজার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

ব্র।—উত্তম! যখন তুমি বন্দরগিরিতে পত্র লইয়া যাও, তখন তাহা কেহ দেখিয়াছিল?

র।—না কেহই নাহ।

ব্র।—তুমি কিরূপে সেই পত্রখানি লইয়া গিয়াছিলে?

র।—কেন, অঙ্গরাখার মধ্যে?

ব্র।—কিরূপ অঙ্গরাখা গাত্রে ছিল?

র।—মেরজাই।

ব্র।—মেরজায়ের পকেট অতি সংকীর্ণ, তন্মধ্যে একখানা সিল-মোহর করা বৃহৎ পত্র কিরূপে স্থান প্রাপ্ত হইল?

র।—না না, আমি সে পত্র, হস্তে করিয়াই লইয়া গিয়াছিলাম।

ব্র।—তবে সকলেই তাহা দেখিতে পাইয়াছিল?

র।—হাঁ, সকলেই।

ব্র।—পাথোজীও দেখিয়াছিল?

র।—হাঁ, তাহাও সম্ভব।

ব্র।—ভাল, আজীম খাঁ যখন তোমাকে সেই শিলমোহর করা পত্রখানি প্রদান করে, সে সময় ত্রিগুণা ভিন্ন অপর কেহ সে গৃহে উপস্থিত ছিল?

র।—না, কেহই ছিল না।

ব্র।—বাহিরে কেহ উপস্থিত ছিল?

র।—না।—অপেক্ষা করুন, এখন স্মরণ হইতেছে! পাথোজীকে সেই সময় পার্শ্বের গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছি।

ব্র।—বুঝিলাম। ভাল, তোমার বিরুদ্ধে যে বেনামী পত্রখানি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার ভাবার্থ তোমার কিছু স্মরণ আছে?

র।—ভাবার্থ কেন? পত্রের লিখিত সমস্ত কথাই আমার স্মরণ আছে, যদিও একটীবারমাত্র পাঠ করিয়াছি, তথাপি সমস্ত কথাই আমার কণ্ঠস্থ হইয়া আছে।

ব্র। ভাল, বলিয়া যাও দেখি?

রঞ্জনলাল তৎক্ষণাৎ সেই পত্রের মর্ম্ম আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তৎশ্রবণে ব্রহ্মচারী চকিত ভাবে কহিলেন, "সমস্তই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। তোমার অন্তঃকরণ অতিশয় সরল, সেই নিমিত্তই তোমার মনে কোন প্রকার সংশয় স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, সেই নিমিত্তই তুমি ধূর্ত্তের চাতুরী বুঝিতে পার নাই, সেই নিমিত্তই এই ঘটনার মূল কিছুই জানিতে পার নাই!" কিঞ্চিৎপরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, পাথোজীর হস্তাক্ষর কিরূপ?"

রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "অতি উত্তম, যেন মুক্তাপাতির ন্যায়।"

"ভাল, বেনামীপত্রের অক্ষরগুলি কিরূপ ছিল?"

"অতি কদর্য্য। বাঁকা বাঁকা লেখা।"

ব্রহ্মচারী ঈষৎহাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, হস্তাক্ষর গোপন করিবার ছলে যেন তাহা লিখিত হইয়াছিল, কেমন, নয়?

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু অক্ষরগুলি অতি কদর্য্য।"

"কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।" এইকথা বলিয়া দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার স্বকৃত লেখনী গ্রহণপূর্ব্বক স্বকৃত ভূর্জ্জ্যপত্রে বামহস্তে রঞ্জনের কল্পিত অপবাদের কথাগুলি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দুই একপংক্তি লিখিত হইলেই রঞ্জনলাল তদ্দর্শনে সবিস্ময়ে চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "একি? আমি যে বেনামীপত্রখানি দৃষ্টি করিয়াছি, তাহারও অক্ষরগুলি যে অবিকলই এইরূপ?"

প্রশান্তভাবে ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "এইরূপই হইবারই ত কথা! বামহস্তে লিখিলেই এইরূপ অক্ষর হইয়া থাকে। সকলেরই বামহস্তের লেখা প্রায়ই একরূপ। সেই বেনামী অপবাদ পত্রখানিও বামহস্তে লিখিত, সেই জন্যেই একরূপ হইয়াছে। বৎস! উত্তেজিত হইও না, উপবেশন কর!"

রঞ্জনলাল উপবেশন করিলেন, যোড়হস্তে বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনার কি অদ্ভুত শক্তি, আপনার কি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা! আপনি সাক্ষাৎ দেবতা! ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই আপনার পরিজ্ঞাত আছে! আপনি মহাপুরুষ!"

ব্রহ্মচারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "কার্য্যে বাধা দিও না, প্রশংসার অনেক সময় প্রাপ্ত হইতে পারিবে, এখন মনোযোগপূর্ব্বক আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দান কর।"

"যে আজ্ঞা, অনুমতি করুন।"

ব্রহ্মচারী আরম্ভ করিলেন, "তুমি মধুমতীকে বিবাহ করিলে, কাহারও স্বার্থসাধন পক্ষে হানি হইত কি না, সেইটীই এখন জিজ্ঞাস্য, তাহারই এখন উত্তর দান কর।"

র।—না কাহারও হানি হইত না।

ব্র।—সে বিবাহে মধুমতীর সম্পর্কীয় সকলেই কি আনন্দ প্রকাশ করিত? সকলেই কি আমোদী হইত?

র।—হাঁ সকলেই।

ব্র।—আর কোথাও মধুমতীর বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল?

র।—না?

ব্র।—আর কেহ তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিল?

র।—হাঁ ছিল বটে, মধুমতীর এক জ্ঞাতি ভগিনীর দেবর।

ব্র।—তাহার নাম?

র।—বলদেবজী।

ব্র।—তুমি কিরূপে জানিলে মধুমতীর প্রতি বলদেবের অনুরাগ ছিল?—কি সূত্রে তাহা তুমি অবগত হইলে?

র।—মধুমতীর মুখেই শুনিয়াছি।

ব্র।—তুমি বলদেবকে দেখিয়াছ?

র।—কতবার,—মধুমতীর বাটীতেই।

ব্র।—মধুমতীর কোন ধনসম্পত্তি ছিল?

র।—ছিল।

ব্র।—আর বলদেবের?

র।—এক কপর্দ্দকও না।"

ব্র।—উত্তম! মধুমতীর বাটীতে বলদেবের সহিত যখন তোমার সাক্ষাৎ হইত, তখন তাহার মুখের ভাব দেখিয়া কিরূপ অনুমান করিতে? প্রফুল্ল কি বিষণ্ণ?"

র।—বিষণ্ণ! পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইত।"

ব্র।—আরও উত্তম! তুমি যে রত্নগিরিতে পত্র লইয়া গিয়াছিলে, তাহা কি বলদেব পরিজ্ঞাত ছিল?

র।—লেশমাত্রও না।

ব্র।—অপর কাহাকেও বলিয়াছিলে?

র।—না।—কাহাকেও না।

ব্র।—আজীম খাঁর প্রদত্ত পত্রের কথা কাহাকেও বলিয়াছিলে?

র।—না।—কাহাকেও না।

ব্র।—তোমার পিতা কে?

র।—না, তাঁহাকেও না।

ব্র।—মধুমতীকে বলিয়াছিলে? কেমন নয়?

র।—না, জনপ্রাণীকেও না।—কেহই সে বিষয় অবগত ছিল না, নিশ্চয় বলিতেছি কেহই অবগত ছিল না।

ব্র।—তবে নিশ্চয় পাথোজীরই এই কার্য্য!

র।—আজ্ঞা হাঁ, এখন আর সন্দেহমাত্র নাই। সে-ই আমার এই যন্ত্রণার মূলীভূত কারণ, আমার এই কারাবাসের একমাত্র কারণই সেই!

ব্রহ্মচারী গম্ভীরভাবে কহিলেন, "স্থির হও, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। বলদেবও এই চক্রের ভিতর ছিল কি না, সেটীও তোমার জানা আবশ্যক হইতেছে, একের উপর দোষারোপ করা কখনই উচিত হয় না। অতএব যে যে কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দান করিতে যত্নবান হও।

র।—যে আজ্ঞা, প্রশ্ন করুন, সাধ্যমত উত্তর প্রদান করিতে আমি অবশ্যই যত্নবান হইব।

ব্র।—উত্তম! বল দেখি, বলদেবের সহিত পাথোজীর আলাপ পরিচয় ছিল কি না?

র।—আজ্ঞা হাঁ, ছিল।

ব্র।—তুমি সফর হইতে প্রত্যাগত হইলে বলদেবের সহিত পাথোজীর দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

র।—না, একটীবারও না।—হাঁ হাঁ এখন স্মরণ হইতেছে, হরিহোড়ের পান্থশালায় একদিন সন্ধ্যাকালে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম বটে।

ব্র।—অপর কেহ তথায় উপস্থিত ছিল?

"আর একজন ছিল, কিন্তু তাহার সংজ্ঞা ছিল না, বিনাক্ত মাদকের বীর্য্যে সে একেবারে অঘোর অচৈতন্য ছিল।—হাঁ আরও এক কথা, তাহাদিগের সম্মুখে কালী, কলম, ও কতকগুলি কাগজপত্র পড়িয়াছিল।

হা! কি বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠ নরাধম! কি নির্দ্দয় পাষণ্ড নৃশংস নারকী!" এই শেষ বাক্য উচ্চারণ করিয়া রঞ্জনলাল কম্পিত হস্তে কপোলদেশ বিন্যস্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ত তোমার মিত্রগণের হিতৈষিতার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে। কেমন, আর কিছু তোমার এখন জিজ্ঞাস্য আছে?"

ব্যগ্রভাবে রঞ্জনলাল কহিলেন, "হাঁ হাঁ, একটী নিগূঢ়তত্ত্ব এখনও আমার জানিতে অবশিষ্ট আছে। আপনি যখন বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারেন, অন্ধকার গর্ভস্থ জটিল রহস্যভেদ করাও যখন আপনার পক্ষে পুষ্পচয়নের ন্যায় সহজ, তখন আপনি আমার অদৃষ্টের শেষ ঘটনাগুলি অবশ্যই বলিতে পারেন সন্দেহ নাই। বিচারালয়ে আমার বিষয় দ্বিতীয়বার তদন্ত করা হইল না কেন? বিনা বিচারে আমারে কারাবাসী হইতে হইল কেন? দণ্ডাজ্ঞা হইল না, অথচ গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হইল, ইহারই বা কারণ কি?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "সেটী যথার্থই কষ্টসাধ্য গুরুতর কার্য্য! এতক্ষণ যাহা কহিলাম, তাহার ন্যায় সহজ পাঠ নহে; যেপথ এতক্ষণ অতিক্রম করিলাম, তাহা অতি সরল, মসৃণ ও সমতল। এখন যে পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নিবিড়, কণ্টকাকীর্ণ, কুটিল, বক্র ও বন্ধুর! সে পথে পথ প্রদর্শক আবশ্যক, অসহায় হইয়া সে পথে যাইবার উপায় নাই। তুমিই সেই পথ প্রদর্শক, এ পথে আমি কেবল যাত্রী মাত্র! অতএব এক্ষণে তোমাকে বিশেষ সাবধান, বিশেষ সতর্ক হইয়া উত্তর দান করিতে হইবে। যদিও সংক্ষিপ্ত কাহিনী, তথাপি বিশেষ করিয়া একেএকে সমস্ত কথা পুংখানুপুংখরূপে প্রকাশ করিতে হইবে।"

রঞ্জনলাল সোৎসুকে উত্তর করিলেন, "আরম্ভ করুন, জিজ্ঞাসা করুন, সমস্ত কথারই উত্তর দান করিব,—যতদূর স্মরণ আছে, সে সমস্তই আপনাকে পরিজ্ঞাত করিব। মিনতি করি; বিলম্ব করিবেন না, এখনই আরম্ভ করুন।"

ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "প্রথম।—কাহার দ্বারা তোমার তদন্ত হইয়াছিল? জব্বুসরের মুফ্তীর দ্বারা না"

র।—আজ্ঞা হাঁ।

ব্র।—তিনি তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন?

র।—বন্ধুর ন্যায়!—বিচারপতির মত নয়, বিনম্র মিত্র ব্যবহার।

ব্র।—আপনার অবস্থা সমস্তই তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলে?

র।—সমস্তই।

ব্র।—তদন্তকালে তাহার ভাবভঙ্গী কোন প্রকার বিচলিত হইয়াছিল?

র।—হাঁ, হইয়াছিল! পত্র পাঠের সময় তাঁহার চিত্ত অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিল, তিনি অত্যন্ত খিন্ন ও কাতর হইয়াছিলেন। আমার ভাবী বিপদ আশঙ্কায় তাঁহার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল।

ঔদাস্যভাবে হাস্য করিয়া রহস্যরঞ্জকস্বরে দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমার ভাবী বিপদ?"

র।—হাঁ, আবার কাহার?

ব্র।—তুমি নিশ্চয় বলিতেছ, তদন্তকালে তাহার ঐরূপ চিত্তবিকার হইয়াছিল?

র।—নিশ্চয়ই,—তাহার প্রমাণও পাইয়াছি। আমার প্রতি তাঁহার যে দয়া হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণও প্রাপ্ত হইয়াছি।

ব্র।—কিরূপ প্রমাণ?

র।—কেন? যে পত্র আমার এই বিপদের মূলীভূত কারণ, তিনি সেই পত্রখানি তৎক্ষণাৎই দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

ব্র।—কোন্ পত্র? সেই বেনামী অভিযোগ পত্র?

র।—না না, তাহা কেন? আজীম খাঁর প্রদত্ত পত্রখানি।

ব্র।—নিশ্চয় বলিতেছ, সেইখানাই?

র।—হাঁ, সেইখানাই।—আমার সম্মুখেই তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন;—স্বচক্ষেই দেখিলাম ভস্মীভূত হইয়া গেল।

ব্র।—বটে, এইরূপ? তবে ত সম্পূর্ণই বিপরীত। প্রথমে যাহা

ভাবিয়া ছিলাম, তাহার সম্পূর্ণই বিপরীত। দেখিতেছি, এই লোকই তোমার সমস্ত বিপদের মূলীভূত কারণ। পাথোজী ও বলদেব অপেক্ষাও এ ব্যক্তি ঘোরতর পাষণ্ড, ভয়ঙ্কর নরাধম, মূর্ত্তিমান পিশাচ!

রঞ্জনলালের হৃৎকম্প হইল। কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "অ্যাঁ, বলেন কি? উঃ! তবে ত এ ব্যক্তি ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর, রাক্ষস অপেক্ষাও নৃশংস, যম অপেক্ষাও ভয়াবহ?"

বিষাদমিশ্রিত হাস্য করিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, "সহস্রবার! ব্যাঘ্রেরা উদরের নিমিত্ত প্রাণী হিংসা করে, রাক্ষসদিগেরও সেই ধর্ম্ম; যমরাজ জীবের নিয়মিত কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, পরমায়ু শেষ না হইলে কাহাকেও স্পর্শ করেন না। কিন্তু মানব সংসারের গতিই বিচিত্র! এ সংসারে সকল প্রকৃতির লোকই বিদ্যমান আছে। তোমার এই প্রিয়মিত্র বিষণচাঁদের প্রকৃতির লোকেরা কোন প্রকার অনুরোধের অপেক্ষা করে না, কালাকাল, ন্যায় অন্যায়, প্রয়োজন অপ্রয়োজন, কিছুরই প্রতীক্ষা করিয়া থাকে না, স্বার্থসাধনের নিমিত্ত সমস্ত দুষ্কর্ম্ম সাধনেই তৎপর, এমন কি, পিতার প্রাণ সংহার করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না। বৎস পৃথিবীর গতিই এই প্রকার!"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, "আজ্ঞা সে কথা সত্য। এখন আমার বিষয়ে—"

"হাঁ হাঁ, শাখা কথা উপস্থিত হওয়াতে সে বিষয়টী ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বিস্মরণ হইয়াছিলাম। ভাল, তাহার পর কি হইল বলিয়া যাও।"

রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের পর? পত্র দগ্ধের পর?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "হাঁ,—পত্রখানি দগ্ধ হইবার পর তোমার সেই মুফতি সাহেব কি কি কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিলেন, সেইগুলি আমাকে আনুপূর্ব্বিক বিজ্ঞাপন কর।"

রঞ্জনলাল বলিতে লাগিলেন, "পত্রখানি ভস্ম করিয়া মুফ্‌তী মহাশয় কহিলেন, 'এই দেখ, তোমার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণ-ভূমি এই সিলমোহর করা পত্র, তাহা আমি তোমার সমক্ষেই দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম, এখন তুমি

নিরাপদ হইলে।' এই কথা বলিয়া আমাকে অনেক প্রকার আশা ভরসা দিলেন। আরও কহিলেন, 'এই পত্রের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, করিলে ভয়ানক বিপদে পতিত হইবে। শপথ কর, এ কথা প্রকাশ করিবে না, কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও বলিবে না?' আমি শপথ করিলাম, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, 'এত অধিক করিয়া বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই পত্রের কথা প্রকাশ হইলে পাছে তুমি কোন বিপদে পতিত হও, পাছে তোমার কোন অনিষ্ট ঘটে, সেই নিমিত্তই এরূপ বলিলাম, সেই নিমিত্তই তোমাকে সতর্ক করিয়া দিলাম, অপর অভিপ্রায় আমার কিছুই নাই।' আমি সেই পর্য্যন্ত ঐ পত্রের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, পরিদর্শকের নিকটও ব্যক্ত করি নাই।"

"এরূপ দয়ার কার্য্য কখনই স্বভাবসিদ্ধ হইবার নহে, এটা নিতান্ত প্রকৃতি বিরুদ্ধ! ভাল সেই পত্রখানি কাহার নামের?"

"সামন্তগিরি, দেওয়ান মহল্লা, বরদা।"

"সামন্তগিরি,—সামন্তগিরি,—কোন্ সামন্তগিরি? এক সামন্তগিরি ত সৌরাষ্ট্র বন্দর লুঠ করিয়াছিল! এ কি সেই?" মৃদুকণ্ঠে বারবার এইরূপ উক্তি করিয়া দয়ানন্দ স্বামী প্রকাশ্যে রঞ্জনলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তোমার সেই মুরুব্বী বিষণচাঁদের কি কিছু উপাধি আছে?"

"আজ্ঞা হাঁ, আছে।"

"কি উপাধি?"

"মুকিম,—বিষণচাঁদ মুকিম।"

"পিতার নাম?"

"মখ্খনচাঁদ মুকিম।"

ব্রহ্মচারী হো হো শব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। রঞ্জনলাল ভয়াকুলিত চিত্তে স্তম্ভিতভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি? হাস্য করিলেন কেন? কি হইয়াছে? কারণ কি?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমার একমাত্র সহায় প্রিয়তম বিষণচাঁদ কি অভিপ্রায়ে সে পত্রখানি দস্তখত করিয়াছিল, এখনও কি তাহা বুঝিতে পার নাই?"

রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না।"

রঞ্জনের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া ব্রহ্মচারী স্নেহকাতরস্বরে কহিলেন, "আঃ নির্ব্বোধ! হা হতভাগ্য বালক! এখনও বুঝিতে পারিতেছ না? সেই দয়ালু যুক্‌তী তোমার প্রতি কিরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা কি তুমি এখনও বুঝিতে পারিতেছ না?"

রঞ্জন পুনর্ব্বার উত্তর করিলেন "না, কিছুমাত্রও না।

"সামন্তগিরির নাম প্রকাশ করিতে বারবার নিষেধ করিয়া শপথ করাইয়া ছিল, তথাপি জানিতে পার নাই? যাহার নাম গোপন রাখিতে সে ব্যক্তি ততদূর ব্যগ্র, সেই সামন্তগিরি যে কে, তাহা কি তুমি এখনও বুঝিতে পারিতেছ না?"

"আজ্ঞা না,—কে সেই ব্যক্তি?"

"অপর কেহই না, তোমার সেই একমাত্র আশ্রয়দাতা, প্রিয়বন্ধু বিষণজীর জন্মদাতা পিতা!" রঞ্জনের প্রশ্নে ব্রহ্মচারীর এই মর্ম্মভেদী সাংঘাতিক প্রত্যুত্তর।

অকস্মাৎ গৃহমধ্যে বজ্রপতন হইলে লোকে যেমন ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে,—ঘোরতর নারকী পিশাচ সহসা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে লোকের মন যেমন নিদারুণ শঙ্কা ও ঘৃণায় জড়ীভূত হইয়া উঠে; ব্রহ্মচারীর মুখে "বিষণজীর জন্মদাতা পিতা" এই সামান্য বাক্যটীমাত্র শ্রবণ করিয়া রঞ্জনলালের মন তদপেক্ষা অধিকতর ভয়, বিস্ময় ও ঘৃণায় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল, বোধ হইতে লাগিল, যেন পৃথিবী করালমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দর্শন করিলেন। এই নিদারুণবাক্য প্রহারে পাছে তাঁহার মস্তকটী বিদীর্ণ হইয়া যায়, এই ভয়ে কপোলদেশ ধারণপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন। অস্পষ্টস্বরে কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তাহার পিতা? অঁ্যা, না না, পিতা নয়!"

দয়ানন্দ কহিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই তাহার পিতা! সেই ব্যক্তি সামন্তগিরি সাজিয়া সৌরাষ্ট্র বন্দর লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহার শেকড়

নাম, মখ্‌খন্‌চাঁদ মুকিম। এটী আমার পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল, মখ্‌খন্‌চাঁদ ও সামন্তগিরি যে এক ব্যক্তি তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রও নাই, বিষণচাঁদ যে তাহারই ঔরসজাত পুত্র, ইহাও আমি নিশ্চয়রূপে অবগত আছি।"

রঞ্জনলাল পুনরায় চমকিত হইলেন। সহসা তাঁহার সম্মুখে যেন নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া এক মূর্ত্তিমতি দীপ্তি প্রকাশ পাইল; সহসা যেন তাঁহার গাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া চৈতন্তের উদয় হইল। তদন্তকালে বিষণচাঁদের মুখের ভাব পরিবর্ত্তন, যেরূপে পত্র দগ্ধ, সামন্তগিরির নাম অপ্রকাশ রাখিবার অনুরোধ, সে বিষয়ের শপথ করাইয়া লওয়া, তাঁহার প্রতি মৌখিক দয়া প্রকাশ, মধুর বচনে প্রবোধ দান প্রভৃতি, সমস্তই তাঁহার স্মৃতিপথে ক্রমে ক্রমে সমুদিত হইল। শোক দুঃখে অধীর হইয়া তিনি কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। জ্ঞানশূন্য প্রমত্তের ন্যায় গৃহভিত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক, মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ "আর না, অদ্য এই পর্য্যন্ত;—মার্জ্জনা করিবেন,—কল্য সাক্ষাৎ হইবে।" এইমাত্র বলিয়া সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ কাণ্ড।

প্রহেলিকা ও কীটজীর্ণ পত্র।

পরদিন প্রাতঃকালে দয়ানন্দ স্বামী রঞ্জনের আবাসকূপে আসিয়া উপস্থিত। রঞ্জনের গম্ভীরভাব দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "লক্ষণ দেখিয়া ভাল বোধ হইতেছে না। তোমার পূর্ব্বাবস্থা পরিজ্ঞাত করিয়া ভাল করি নাই, প্রশ্নের উত্তর দান করাটাই অন্যায় হইয়াছে।"

চমকিত হইয়া রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয় কি নিমিত্ত?"

"দেখিতেছি তোমার অন্তরে একটী নূতন ভাবের আবির্ভাব হই-য়াছে, তাহার নাম প্রতিহিংসা ; সে প্রবৃত্তিটী তোমার বলবতী হইয়াছে।

রঞ্জনের মুখে বিকৃত মৃদুহাস্যের উদয় হইল, কহিলেন, "ও কথা থাকুক্, অপর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করুন।"

ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমর্ষভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক অপর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। রঞ্জন মনোযোগ সহকারে স্বামী মহাশয়ের সেই জ্ঞানগর্ভ বাক্যগুলি শ্রবণ করিতে লাগি-লেন। অনেক কথাই তাহার মনের সহিত ঐক্য হইল, অনেক কথাই তিনি বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনি যে সকল বিদ্যালাভ করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহার কিয়দংশ আমাকে শিক্ষা দান করুন। আমি বুঝিতেছি, আমার ন্যায় মূর্খের সহিত সহ-বাসে আপনার তুল্য জ্ঞানী লোকের বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা ; অতএব বিদ্যার আলোচনায় সময়টা অতিবাহিত করিলে, সে বিষয়ে আপনার আর চিন্তা থাকিবে না, সচ্ছন্দেই কালাতিপাত করিতে পারিবেন, আর এ মূঢ়ও আপনার প্রসাদে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবে।"

ব্রহ্মচারী ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন, "একত্র থাকাতে কষ্ট ? নির্জ্জন বাস অপেক্ষা একত্র থাকাতে বরং সুখেই কালাতিপাত হইয়া থাকে। বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে যাহা বলিলে, তাহাতে আমি প্রস্তুত আছি, আহ্লাদ পূর্ব্বক শিক্ষাদান করিতে সম্মত আছি ; দুইবৎসর অধ্যয়ন করিলেই তুমি আমার ন্যায় জ্ঞানবান হইতে পারিবে।"

"দুই বৎসরেই ?—দুইবৎসর মধ্যেই সকল বিষয়ে পারদর্শী হইব ?"

"পারদর্শী হওয়া সহজ কথা নয়। কেবল গুরু উপদেশে সকল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। তাহাতে নানা-প্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন। এই দৃষ্টান্তস্থলে বলিতেছি, বোধ কর চিকিৎসা শাস্ত্র। ইহাতে ব্যাধি নির্ণয়, অস্ত্র ব্যবহার, ঔষধি প্রস্তুত করণ ও তৎ-প্রয়োগ, এই কএকটী বিষয়ই অবগত হওয়া আবশ্যক। উপদেশে কেবল ঔষধ প্রস্তুতের নিয়মাদি জানিতে পারিবে, কোন্ কোন্ ব্যাধির কি কি

লক্ষণ, পুস্তক পাঠে অথবা উপদেশে তাহাও অবগত হইতে পারিবে, কিন্তু রোগী না দেখিলে, ঔষধ প্রয়োগ ও অস্ত্রাদি ব্যবহার কিরূপে শিক্ষা করিবে? জ্যোতিষ বিদ্যা এবং অপরাপর বিজ্ঞান শাস্ত্রের ব্যবহারেও তাহাই। তাহাতেও নানা প্রকার যন্ত্রাদির আবশ্যক। স্বচক্ষে কার্য্য প্রণালী দর্শন না করিলে সে সকল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ কখনই সম্ভবে না।"

"সে কথা সত্য! কিন্তু কিসে কি হয়, কি প্রকারে কি প্রস্তুত করিতে হয়, উপদেশে এ সকল বিষয় ত অবগত হইতে পারিব?"

"হাঁ, তাহা পারিবে, উপদেশে সে সকল অবশ্যই জানিতে পারিবে।"

"তাহা হইলেই যথেষ্ট। তবে কোন্ সময় আপনি উপদেশ দান করিবেন?—কখন আমি শিক্ষা লাভ করিতে পারিব?"

"যখন তোমার ইচ্ছা।"

"তবে এখনই আরম্ভ করুন না কেন? এখনই আমাকে উপদেশ প্রদান করুন না কেন?"

ব্রহ্মচারী সম্মত হইলেন। সেই দিন অবধিই রঞ্জনকে নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। রঞ্জন অতিশয় মেধাবী, তাঁহার স্মরণশক্তি বিশেষ তেজস্বিনী, বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, যাহা একবার শ্রবণ করেন, যে বিষয়ে একটীবারমাত্র উপদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা আর বিস্মৃত হন না। গুরু প্রসাদে নিত্য নিত্য নূতন বিষয় অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

দুই বৎসর অতীত। রঞ্জন নানাশাস্ত্রে মূর্ত্তিমন্ত! পাঠক মহাশয়! এখন যদি আপনি রঞ্জনলালকে দর্শন করেন, কিম্বা তাঁহার বাক্যালাপ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে রঞ্জনকে আর দুই বৎসর পূর্ব্বের রঞ্জন বলিয়া বোধ হইবে না। রঞ্জন এখন সমস্ত বিদ্যায় বিভূষিত, সকল বিষয়েই মূর্ত্তিমন্ত!

একদিন সন্ধ্যার পর রঞ্জনলাল গুরু গৃহে বসিয়া আছেন, সম্মুখে ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতেছে, গুরুদেব গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতেছেন, গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। পাদচারণ করিতে করিতে হঠাৎ আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "যদি প্রাঙ্গণে প্রহরী না থাকিত।"

রঞ্জনলাল চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে কি হইত?"

"নিরাপদে পলায়ন করিতাম।"

"আমরা সুড়ঙ্গপথে প্রস্থান করিব তাহাতে আর প্রহরীর ভয় কি?"

"শব্দ শুনিতে পাইবে যে!"

"অধিক গভীর করিয়া খনন করিলে ত সে শব্দ প্রাঙ্গণবাসীর কর্ণে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই?"

ব্রহ্মচারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "যথার্থই তুমি আমার উপযুক্ত শিষ্য! সেই পরামর্শই উত্তম। কিন্তু সে কার্য্যে নূতন যন্ত্রের আবশ্যক, তাহা প্রস্তুত করিতে অন্যূন দুইমাস সময় লাগিবে; আমার যে সকল যন্ত্র প্রস্তুত আছে, তাহাতে প্রাচীর ভেদ করা যায়, কিন্তু তদ্দ্বারা ভূমির নিম্নভাগ খনন করা অতীব দুর্ঘট।"

"তবে এ উপায় এতদিন করেন নাই কেন? বৃথা বৃথা দুইবৎসর নষ্ট করিলেন কেন? এতদিন চেষ্টা করিলে ত অক্লেশেই মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম?"

ব্রহ্মচারী তীব্রনয়নে রঞ্জনের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর অথচ তিরস্কারব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন, "তুমি কি বিবেচনা কর যে, এই দুইবৎসর বৃথা বৃথাই নষ্ট হইয়াছে? তোমার শিক্ষা লাভ; নূতন নূতন উপায়ের কল্পনা উদ্ভাবন, ইহা সমস্তই কি বৃথা?"

রঞ্জন অপ্রস্তুত হইলেন, যোড়হস্তে বিনীতভাবে কহিলেন, "গুরুদেব ক্ষমা করুন, অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি মুক্তিলাভের নিমিত্ত অধৈর্য্য হইয়াই ওরূপ উত্তর করিয়াছিলাম, তজ্জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন।"

ব্রহ্মচারী সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার কিছুই অপরাধ নাই, মানব স্বভাবই এইরূপ, অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হইলে সহজেই তাহারা অধৈর্য্য হইয়া পড়ে, বোধাবোধ কিছুমাত্র থাকে না। কিন্তু ধৈর্য্যের ফল অতি সুমধুর! বৎস! ধৈর্য্যধারণ কর!" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মচারী পূর্ব্বের ন্যায় গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে প্রাঙ্গণের নিম্নতল ভেদ করাই স্থির ? একবারে ভীমগড়ের সীমা অতিক্রম করাই কর্ত্তব্য ?"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "প্রাঙ্গণতল ভেদ করাই উচিত বটে ; কিন্তু ভীমগড়ের সীমা অতিক্রম করিবার প্রয়োজন কি ?—এতদূর খনন করিবেন কেন ? এত অধিক পরিশ্রম করিবার আবশ্যক কি ? প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলেই ত নিরাপদ হইতে পারিব ?"

"অসম্ভব !—দুর্গমধ্যে সর্ব্বদাই যে প্রহরী পরিভ্রমণ করে। সে স্থান ভেদ করিলে কার্য্যকর কি হইবে ? হয় ত ধৃত হইয়া পুনরায় ইহা অপেক্ষা কোন ভীষণতর কারাকূপে বিনিক্ষিপ্ত হইব।"

"আমি ত প্রভুকে পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে, প্রহরীর জন্য চিন্তা নাই, সে ভার আমার ;—সহজেই আমি তাহাকে বশীভূত করিতে পারিব,—একের অধিক হইলেও দমন করিতে সমর্থ হইব ;—তবে আর আপনার চিন্তা কি ?"

"না না, মনুষ্য জীবন হনন করা হইবে না। সে বিষয়ে আমার অত্যন্ত বিরাগ।"

"তবে আর এক সদুপায় আছে। তাহাতে সময় ও শ্রম উভয়েরই লাঘব হইতে পারিবে।"

ব্রহ্মচারী আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সে সদুপায় ?"

রঞ্জন উত্তর করিলেন, "প্রাঙ্গণের পরিবর্ত্তে অপর দিক ভেদ করা ; সে দিকের ব্যবধান অল্প,—অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা ভেদ করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ সে দিকে প্রহরী মাত্র নাই, নির্ব্বিঘ্নেই আমাদের কার্য্য সমাধা হইবে, ভয়ের লেশমাত্রও থাকিবে না।"

ব্রহ্মচারী ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, "সেটী আরও অসম্ভব ! ব্যবধান অল্প বটে, কিন্তু উপায় নাই ; তিনদিকেই পাহাড় ! আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, দশজন সুনিপুণ খনক যদি উপযুক্ত যন্ত্র লইয়া ক্রমাগত দিবারাত্র পরিশ্রম করে, তাহা হইলেও বিংশতি বৎসর মধ্যে এক দিক ভেদ করিতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব ভীমগড় অতিক্রম করাই সহজ

উপায়! নদীতীরে উপস্থিত হওয়াই উত্তম কল্প; তাহা হইলে নির্বিঘ্নেই পলায়ন করিতে সমর্থ হইব।”

এই সংকল্পই স্থির হইল। প্রয়োজনীয় যন্ত্র প্রস্তুত করিতে দুইমাস অতীত;—খনন কার্য্যে আরও এক বৎসর। বৎসরের শেষে নদীর কল্লোল-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করাতে বন্দিরা অতিশয় উল্লাসিত হইলেন;—দীর্ঘ শ্রমের অবসান হইল, আশালতা ফলোন্মুখী হইবার উপক্রম হওয়াতে বন্দিরা আনন্দে উল্লাসিত হইলেন। পরক্ষণেই হরিষে বিষাদ! সহসা সুড়ঙ্গমধ্যে গভীর ঝঞ্ঝনা নিনাদের প্রতিধ্বনি হইল। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। “অশ্বত্থামা হত ইতি” বাক্য শ্রবণে কৌরব-গুরু দ্রোণাচার্য্য যেমন পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া ধনুশ্বর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমাদের দয়ানন্দ স্বামীও এই ঝঞ্ঝনা শব্দ শ্রবণে সেইরূপ হতজ্ঞান হইলেন, সন্ধিযন্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্ণভাবে গহ্বর গর্ভে বসিয়া পড়িলেন।

এই ভাব দর্শনে রঞ্জনলাল মৃদুস্বরে ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হঠাৎ আপনার এরূপ ভাব কেন? সহসা বিমর্ষ হইবার কারণ কি?”

ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন না, কেবল ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক কারাকূপে প্রত্যাগমনের ইঙ্গিত করিলেন। দ্বিরুক্তি না করিয়া রঞ্জনলাল সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

উভয়েই পুনরায় কারাকূপে উপস্থিত। রঞ্জনলাল পুনর্ব্বার পূর্ব্ব প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন, “আর উপায় নাই, পলায়ন করা হইল না।”

বিস্ময়ে আগ্রহে রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন? এরূপ অনুমতি করিতেছেন কেন?”

“শুনিলে না,—অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শব্দ শুনিলে না?”

“অস্ত্র কোথায়? নদীতে নঙ্গর শৃঙ্খলের শব্দ।—নৌকা হইতে নাবিকেরা নঙ্গর-নিক্ষেপ করিতেছে, তাহারই ত শব্দ; অস্ত্র কোথায়?”

“তুমি বুঝিতে পার নাই,—নঙ্গরের শব্দ নয়;—শৃঙ্খলের শব্দ হইতে

নদীর দিকে হইত, সম্মুখেই হইত, শিরোভাগে হইবে কেন? এ নি
অস্ত্রঝঙ্কার, শৃঙ্খলধ্বনি নয়, প্রহরীর অস্ত্রঝঙ্কার!"

"তবে এক্ষণে উপায় কি?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "এক্ষণে আর উপায় নাই। সুড়ঙ্গ মুখে প্রকার অবলম্বন দিয়া আপাততঃ কিছুদিন প্রতীক্ষা করিতে হই সুবিধা হইলে মেঘাচ্ছন্ন তিমিরাবৃত রজনীতে পলায়নের চেষ্টা ক এখন নয়।"

রঞ্জন আশা-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন;—দুইমাস অতীত হইয়া একদা মেঘাবৃত অন্ধকার রজনী সমুপস্থিত। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রনিনাদ, মহা দুর্যোগ রজনী। ব্রহ্মচারী সেই অবসরে রঞ্জকে সঙ্গে লইয়া সুড়ঃ প্রবেশ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া নির্গম পথের অবশি খনন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় উপরিভাগে পূর্ব্ববৎ ঝঞ্ঝনা কর্ণগোচর হইল। দুইজন লোক যেন পরস্পর কথোপকথন কৰি এরূপ শব্দও তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ব্রহ্মচারী রঞ্জনে ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে তাঁহাকে কারাকূপে লইয়া আসিয়া কহি "আমাদিগের মুক্তিলাভ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, চিরদিন কা উপভোগ করি, ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রায়। অতএব সে বিষয়ে করা আর উচিত হয় না, করিলে পাপ স্পর্শিতে পারে!"

রঞ্জনলাল কহিলেন, "তিনি ইচ্ছাময়! তাঁহার ইচ্ছা নিরূপ মনুষ্যের সাধ্যাতীত। হয় ত স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত আমরা প্রহরি পরাস্ত করি, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা!"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "না, তাহা কখনই হইবে না। মানবহত্যা করা কখনই হইবে না। ও কথা আর তুমি মুখেও আনিও না,—পরিত্যাগ কর।" রঞ্জন হতাশ হইয়া বিষণ্ণবদনে আপন গৃহে করিলেন।

দুইদিবস অতীত। রঞ্জন মুক্তিলাভ সম্বন্ধে কোন কথাই করিলেন না। তৃতীয় দিবসে রঞ্জনের নিতান্ত বিমর্ষবদন দর্শনে দয়ানন্দ

প্রাণ বিনিময়ে আত্ম—প্রাণ রক্ষা? গুরুদেব! ক্ষমা করিবেন, ও কথা আর উত্থাপন করিবেন না। আমি পলায়ন করিতে চাহি'না, আমি গুরুরক্ত দর্শন করিতে পারিব না, তদপেক্ষা আমার এই অন্ধকূপে অবস্থা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর, স্বর্গবাস হইতেও ইহা সহস্রগুণে সুখকর, সহস্রগুণে [illegible]ীয়সী!"

ব্রহ্মচারীর মন একেবারে বিগলিত হইল, রঞ্জনের এই গুরুভক্তি দর্শনে [illegible]র মন একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, [illegible]স! তোমার এই প্রগাঢ় ভক্তি দর্শনে যাহার পর নাই প্রীতিলাভ [illegible]াম! শিষ্যই গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করে, কিন্তু তোমার এই আন্তরিক [illegible]ক্তি দর্শনে আমিই তোমাকে বর স্বরূপ ধনরত্ন দ্বারা বিভূষিত করিয়া [illegible]ছি, সে ধন প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্রও তুমি! চমকিত হইও না, [illegible] প্রকাশ করিও না;—শ্রবণ কর।—বৎস! আমি অতুল ধনরত্নের [illegible]কারী! আমার সন্তান সন্ততি জ্ঞাতিকুটুম্ব কেহই না[illegible]. তুমিই আমার [illegible]াণতুল্য প্রিয় শিষ্য, পুত্রতুল্য প্রিয় পাত্র! বাধা দিও না,—অদ্য হইতে আমি তোমাকে সেই অতুল ধনের অধিকারী করিলাম। এ স্থান হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে, সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া আপনার ইচ্ছামত তাহা সৎকার্য্যে ব্যয়িত করিও। চমকিত হইও না,—শ্রবণ কর! পলায়নকালে প্রহরীদিগের হস্তে তোমার প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইলে, তাহাদের হস্তে তোমার প্রাণনাশের উপক্রম হইলে, আমি তাহাদের সম্মুখীন হইব;—তবেই তাহাদের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব;—নতুবা সেই যুদ্ধে আমি কখনই সংলিপ্ত হইব না। কখনই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইব না। কেমন, এখন সন্তুষ্ট হইলে ত? এখন ত আর কোন আপত্তি রহিল না?"

"অতুল ঐশ্বর্য্য" ইত্যাদি শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক রঞ্জনলাল একদৃষ্টে ব্রহ্মচারীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, "নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গুরুদেবের মস্তিষ্ক ক্ষীণ হইয়া থাকিবে। সেই নিমিত্ত এই সকল প্রলাপবাক্য ইঁহার বদন হইতে বিনিঃসৃত হইল।

যে গুপ্তধনের অস্তিত্বে গুরুদেবের দৃঢ় বিশ্বাস,—যাঁহার এই প্রলাপবাক্য শ্রবণে দুর্গবাসী সকলেই আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে,—লোকমুখে যাঁহার এই উন্মত্ত প্রলাপ শ্রবণ করিয়া আমিও মনে মনে অতিশয় বিষাদিত হইতাম, সেই প্রলাপবাক্য এতদিনের পর, অদ্য আমি এই প্রথমবার ইঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিলাম।—সেই নিদারুণ প্রলাপবাক্য অদ্য ইনি স্বয়ংই আপন বদন হইতে বিনির্গত করিয়া আমারে একেবারে নৈরাশ্য সমুদ্রে নিমজ্জিত করিলেন। হায় হায়! পলায়নের কথা দূরে থাকুক, এখন ইঁহাকে লইয়া বিষম বিভ্রাটেই নিপতিত হইলাম। কতদিনে যে ইনি আরোগ্য লাভ করিবেন, তাহা একমাত্র ভগবানই বলিতে পারেন।" মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিয়া তিনি অতিশয় বিমর্ষভাবে শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন।

রঞ্জনের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি বুঝি আমাকে বাতুল বিবেচনা করিতেছ? আমার এই সকল কথাগুলি প্রলাপ, ইহাই বুঝি তোমার মনে ধারণা হইয়াছে? কিন্তু বৎস! আমি বাতুল নহি;—যথার্থই আমার প্রচুর গুপ্তধন আছে! এখনই আমি,—এই মুহূর্ত্তেই আমি তোমাকে তাহার নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছি।" এই কথা বলিয়া অঙ্গরাখাদশা হইতে একখণ্ড কাগজ বহিষ্করণপূর্ব্বক রঞ্জনের হস্তে সমর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "এইখানি পাঠ কর, ইহাতেই সেই গুপ্তধনের অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ইহাই আমার গুপ্তধন!"

গুরুদেবের উন্মত্ত প্রলাপ স্থির করিয়াও রঞ্জনলাল ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক সেইখানি দর্শন করিলেন। গুরুদেব পাছে ক্ষুণ্ণ হন, এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহার পরিতুষ্টির নিমিত্ত কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ; যথার্থই গুপ্তধন বটে! অতি চমৎকার রত্ন! বহুমূল্য কবিতারত্ন! ইহা—"

কথা সমাপ্ত করিবার অবসর না দিয়া দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী কিঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে কহিলেন, "পুনরায় সেই সংশয়? এখনও তুমি আমাকে উন্মাদ বিবেচনা করিতেছ? পাঠ কর, উহাই আমার গুপ্তধন।"

তখন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কবিতাটী নাগরাক্ষরে গুজরাটী ভাষায় লিখিত ছিল, কিন্তু পাঠক মহাশয়ের রুচি অনুসারে আমরা বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাহার অর্থটী মাত্র প্রকাশ করিলাম।

সোমনাথদেবের পুরোহিতগণের দ্রষ্টব্য।

প্রবেশিতে পার যদি বহুভাগ্য ফলে
বেদ গর্ভে। সুধাময়ী কমলা নিলয়ে,
থাকে যদি ভাগ্যবল, লইবে চিনিয়া
চতুর্ব্বেদে চারিরত্ন দেবের দুর্ল্লভ!
সোম সূর্য্য দৈত্যগুরু সুধাংশু-কুমার,
বিহরিছে এক ঠাই চতুর্ব্বেদ মাঝে,
আর আর গ্রহ যত কে পারে গণিতে?
উপজিবে ভাগ্য লক্ষ্মী দেখ আলোড়িয়া,
সমগ্র সত্ত্বর্ণ যথা সমুদ্র মন্থনে।
জলধির জলপথে করিলে গমন,
আঁধার পাতালপুরে করিলে প্রবেশ,
ধীরে ধীরে অবতরি মন্দারের তলে
রত্নযোগে বিকসিবে মনোহর শোভা,
উজলিবে রত্নদীপ সম্মুখে তোমার।
পশিতে সে বেদ গর্ভে বিঘ্ন অতিশয়,
সংকীর্ণ বন্ধুর বর্ত্ম বিষম দুর্গম,
ক্ষুদ্রতম গিরিহৃদি বিদীর্ণ তাহাতে
হয়েছে, মানব তুমি বুঝ অনুমানি।
যদি প্রবেশিতে পার পূর্ব্ব পুণ্য ফলে,
নিরখিবে চারিদিকে অপূর্ব্ব মাধুরী,
কোটি দেববৃন্দ তথা আছে বিরাজিত,

ধরিয়া সুবর্ণকান্তি সবে মূর্ত্তিমান,
একেতে তেত্রিশকোটি পাইবে দেখিতে।
একমনে ভাব যদি অচল হইয়া,
সুবর্ণ অচল গুণে হবে শতমণ।
পার যদি প্রাণপণে উদ্ধারিতে বেদে,
(যথা উদ্ধারিলা হরি বরাহ রূপেতে)
পাইবে পরম ফল চরমে নিশ্চয় !
আশীর্ব্বাদ করি আমি তোমা সবাকারে,
লভি দিব্যজ্ঞান সাধি দেশের মঙ্গল,
কিশোর বালক সহ শ্রীমান বালাজী,
সহচর হোয়ো তারে সর্ব্ব বিষয়েতে।

পাঠ সমাপ্ত হইলে, রঞ্জনলাল কুঞ্চিতভাবে ব্রহ্মচারীর প্রতি স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব ! কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না !"

ব্রহ্মচারী ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, "বৎস ! তাহা আমি বুঝিয়াছি,—তুমি যে বুঝিতে পারিবে না, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি কএক বৎসরাবধি বিশেষ আলোচনা করিয়া ইহার কতক কতক সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এক্ষণে সমস্ত তত্ত্বই আমার বোধগম্য হইয়াছে; সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বই আমি সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। বাস্তবিক ইহাই আমার গুপ্তধন।"

রঞ্জনলাল নিরুত্তর হইলেন। তাঁহার মনে তখন কিরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল, লোকের অন্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও পাঠক মহাশয় তাহা আপনি কতক পরিমাণে অনুভব করিতে পারিতেছেন।

ব্রহ্মচারী তাঁহার সন্দিগ্ধভাব দর্শনে পুনরায় কহিলেন, "ভাল, আমি তোমাকে আর একখানি কাগজ প্রদান করিতেছি, সেইখানি পাঠ করিলে তুমি গুপ্তধনের বিষয় কতক কতক অবগত হইতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া ভিত্তি গহ্বর হইতে আর একখানি কীটজীর্ণ কাগজ বাহির করিয়া

...দের হস্তে প্রদান করিলেন। রঞ্জনলাল গ্রহণপূর্ব্বক অতি কষ্টে সেইখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। এখানিও গুজরাটী ভাষায় লেখা, তাহার অনুবাদ এইরূপ :—

শ্রীশ্রী**নাথো জ**তি।

গো***থ দেবা**য়ে মহাবি**ট উপ***। যব*** ***নীর মা***র অনুবল হইয়া দে** লু** **রি** ***য়াছে। দুর্গ অ***র করি** **ছুই রাখিয়া যা**বে **;—ধ**রত্ন **মস্ত লু**ন ক**বে। **ত**ব **ব দে** ম**দে**র **বা**ং পা***ন **ক** এক** হইয়া এই মন্ত্র** ***ধারণ করেন যে, আ***তঃ দে** সে**র উ***ক্ত স**ন মত **ব্যাদি দে**ল** রাখিয়া ক**ক **ত** মূ***ন স**ঙ্গি **না**র **রাই ***র্ণ। এ বি**য় **মার প্রতি ভ**স**স্ত বহু*** ম**মা**কা প্র**তি **রা**দে ব** ***বার ভার সম*** ক**য়া **মাকে **র**ণে **রণ করিলেন। **হারা জা**তে**, আ**ব **পরি** কোন গো***স **রাপ** **ন আছে। কি** কো*** সে** স্থা**, **হা **ব** অ*** ***গত আছি: অ**র কে*** তা** অ**ধ** ন**ন। দশ**নে **নিলে পাছে **কাশ হই** প**, সে** **ন্নি** তাঁ**রা **হা জা**বার প্র**সও না** **ষ্ঠ।

আমি আ**র শরী*** ভ***দ্র আশ** করিয়া **মার পর** ***ম্পদ প্রি** **ন্য **মান **স্ক**স্ত্রী ও **পর চারি*** বি*** ***রকে সঙ্গে লই** সো**না** দে**র **বা**য়ের বহু*** মণি**ণি** ধন*** সম***রে **মুদ্র প** **ত্রা ক***লা*। স***তী** বহু*** না** যে এ**টী **না** **প **ছে, সে** ***র **ক্ষিণ **র্দ্ধ পা** ***টী জলা*** সং**র্ণ উ***কা পথে **বেশ করিয়া হিং*** হ** **রে বা**গে **কটী বিজ** গ**রম** এই **মস্ত **নর** গোপ** রা**ব এই **নার ***লাব। পা**ষ্ঠ **বনেরা

সো****কে যদি **শ না করিয়া **লিয়া যায়, দুর্গ **ধি**র ** না** **রিতে পারে, **হা ***লে এই স*** স**ত্তি **ন**থ ম**রে **স্ত **ই**। **দি **মনা** না ***ন, তা** ***লে তাঁ*** **বা*** পৌ**গ** স**তু**শে ই** ব**ন করি** ল***ন। **র য**নেরা যদি **হা***কেও নি*** **রে, তা** **ই** আ**ই **ই **ম** স***র অ***রী হইব। অ**বা **দি আ**র মৃ** **য়, তা** ***লে **মার শি** ভ্রা***ত্র **জী ই**র ত্রি**ভু**শ, ***র শি** শ**র** অষ্ট***শের **কাংশ এবং আ*** স**ত্তি***রী ***চর **ভু**য় **পর ***মাংশ প্রাপ্ত হইবে।

ম****কা**র **বরণ।

রক।..................................দশর ছয়**টাক।

চু**।..**চগে**।

ন্না।..অনণ।

দ্র *ং **ক্তা।....................দা**আরিং** **হস্র।

বাদি অ**রা**র ন**।............সা** **ক **ন্।

এ**টী লো** সি**কের চা**টী গু** **কোষ্ঠ এই সু** র** **র**ত ক** হ***। তা*** উ**দিঃ** **টেব আ**হো***। এই** মু** গ**গ্রহ ভূ**র্ভে **খিত **কি**।

ত**র, দু** ভ** **ক**না **রি**ত স্ব**নু** এক**টি।

***পাট..**ন্নণ।

শ্রীশ্রী****সু**জী।

শান পা।

পাঠ সমাপ্ত করিয়া রঞ্জনলাল কহিলেন, “গুরুদেব! ইহাতেও ত বোধগম্য হইল না,—সকলই ছাড়া ছাড়া কথা, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।”

রঞ্জনের মস্তকে হস্তার্পণপূর্বক সস্নেহ বচনে দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী কহিলেন,

"তাহা আমি জানি, তুমি যে সহজে বুঝিতে পারিবে না, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। বৎস! সমস্ত ইতিহাস অবগত না থাকিলে ইহার মর্ম্মভেদ করা নিতান্তই সুকঠিন! অতএব ইহার আদ্যোপান্ত বিবরণ অগ্রে বর্ণন করি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। তাহা হইলে সমস্ত তত্বই অবগত হইতে পারিবে।"

শেষোক্ত পত্রপাঠে রঞ্জনের হৃদয়ে বিশেষরূপেই কৌতুহল সঞ্চারিত হইয়াছিল; ইতিহাসের প্রসঙ্গ শ্রবণে সেই কৌতুহল আরও অধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইল। অতএব সেই ইতিহাস শ্রবণের নিমিত্ত তিনি সবিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারীও তাঁহার গুপ্তধনের নিগূঢ় ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড।

গুপ্তধন,—কাল ভুজঙ্গ।

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "সেই গুপ্তধন সম্বন্ধে যে যে ইতিহাস আমি অবগত হইয়াছি, তাহা পর্য্যায়ক্রমে অসম্বন্ধ। তাহা যথারীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে, কারণ সেই গুপ্তধনের সহিত যাহাদিগের সংস্রব ছিল, তাহাদের কাহারও মন্তব্য, কাহারও স্মারকলিপি, কাহারও ইচ্ছাপত্র, কাহারও ইতিহাস, কাহারও জীবন-চরিত, এবং কাহারও কাহারও বা কথোপকথনের চুম্বকপত্র পাঠ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাকে সমস্ত তত্ব পরিজ্ঞাত হইতে হইয়াছে। সেরূপে বর্ণন করিলে তোমাকে ভাল লাগিবে না, বুঝিতেও কষ্ট হইবে; অতএব যাহার পর যেটী সংলগ্ন,—সুশ্রাবা করিবার জন্য ইতিহাসের প্রণালীতে আমি সেইরূপ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।"

"দিগ্বিজয়ী গিজনীর মামুদ ভারতবর্ষ জয় করিতে আগমন করিয়া যে-বারে গুর্জ্জরদেশে প্রবেশ করেন, সেইবারে সোমনাথের পাণ্ডারা দেবালয় আক্রমণের আশঙ্কায় অতিশয় শশব্যস্ত হয়। তৎকালে সোমনাথ মন্দিরে দেবত্তর ও অপরাপর ধনসম্পত্তি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। পাণ্ডারা পরামর্শ করিল, যবন প্রবেশ করিলে সমস্তই অপহরণ করিবে; অতএব অগ্রে সাবধান হইয়া বহুমূল্য ধনরত্ন স্থানান্তর করাই সুপরামর্শ। কিন্তু কিরূপে স্থানান্তর করা হয়? অনেক সম্পত্তি, অল্প নহে, গোপনভাবে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। বাহক দ্বারা অথবা শকটের দ্বারা প্রেরণ করিবারও সুবিধা নাই। কি হয়? কোথায় রাখা যায়? বিষম বিভ্রাট! সকলেই ভাবিয়া আকুল হইলেন;—সকলেই হতজ্ঞান;—কেহই কোনপ্রকার উপায় স্থির করিতে পারিলেন না;—সকলেই ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ়! এই সঙ্কট সময়ে প্রধান পাণ্ডা শ্রীনারায়ণজী অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, 'অধিক চিন্তার বিষয় নাই। সমুদ্র পথ নিরাপদ আছে। যদি সকলের মত হয়, তাহা হইলে আমি সেই পথে সমস্ত বহুমূল্য ধনরত্ন লইয়া এস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হই।' একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্থান কোথায়?' নারায়ণজী উত্তর করিলেন, 'সে বিষয়ের চিন্তা নাই, আমার একটা বিশেষ গোপনীয় স্থান আছে।' অপর একজন চিন্তাকুল হইয়া কহিলেন, 'লইয়া যাইবার উপায় কি? নৌকা কোথায়?' প্রধান পাণ্ডা উত্তর করিলেন, 'মহাজনী নৌকা আসিবার কথা আছে, তাহার আর বিলম্ব নাই, আগত প্রায়। সেই নৌকাযোগেই এই সমস্ত বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি লইয়া আমি নির্ব্বিঘ্নেই এ-স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিব।'"

"সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শঙ্কিত হৃদয়ে আগ্রহে আগ্রহে সকলেই মহাজনী নৌকার আশাপথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই দিবস পরে সংবাদ আসিল, বন্দরে কিস্তি আসিয়াছে। এই সংবাদে সকলেই প্রফুল্লিত।"

"শ্রীনারায়ণজী উপস্থিত মত কতক কতক বহুমূল্য ধনরত্ন বস্তাবন্দী করিয়া চারিখানি নৌকায় স্থাপন করিলেন। ঘৃতপাত্রে রত্ন রাখিয়া উপরিভাগে

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঘৃত আচ্ছাদন দিলেন। তণ্ডুল, কলাই এবং শর্ষপ ইত্যাদির বস্তা মধ্যে মোহর ও স্বর্ণপাট রাখিয়া উপরিভাগে তণ্ডুলাদি আস্তরণ দিলেন। এইরূপে মণিমাণিক্য ও স্বর্ণখণ্ডাদিতে তরণী পূর্ণ করিয়া পণ্ডাগণ কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। মনে করিলেন, মহাজনী দ্রব্য যাইতেছে ভাবিয়া কেহই কিছু অনুসন্ধান লইবে না। পাণ্ডারা নিজেই বাহকের কার্য্য করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য নৌকায় তুলিয়া ছিলেন, নাবিকাদি অপর কেহই কিছু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে নাই। সকলেই মহাজনী দ্রব্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল।"

"যাত্রা করিবার পূর্ব্বে শ্রীনারায়ণজী অপরাপর পাণ্ডাগণের নিকট গন্তব্য স্থান ও ধনরত্ন স্থাপনের গুপ্তাগারের বিষয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিলে, পাণ্ডারা সকলেই একবাক্যে কহিলেন, 'প্রকাশ করিবার আবশ্যক করে না, গোপনীয় স্থান গোপনে রাখাই কর্ত্তব্য। দশকাণ হইলে কি জানি, ভবিষ্যতে যদি প্রচার হইয়া পড়ে, যবনেরা যদি শুনিতে পায়, তাহা হইলে বিষম বিপত্তি, সমস্ত যত্নই বৃথা হইবে, প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই।' শ্রীনারায়ণজী কহিলেন, 'ভাল, এ কথা উত্তম! দশকাণ হইলে প্রচার হইবার সম্ভাবনা বটে; তবে যদি আমার অনুপস্থিতিকালে তোমাদের সেই স্থান জানিবার বা ধনরত্নাদি আনয়ন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমার ভ্রাতৃবধূকে জিজ্ঞাসা করিলেই সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিবে। আমার ইচ্ছাপত্রও তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইব, আমার শরীরের ভদ্রাভদ্র হইলে, তোমরা তদনুসারে কার্য্য করিও। এই কথা বলিয়া সেই দেবালয়স্থ চারিজন বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে লইয়া শ্রীনারায়ণজী নৌকারোহণে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।"

"দেবালয়ের অনতিদূরেই শ্রীনারায়ণজীর ভদ্রাসন। নৌকা ভদ্রাসনের নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি অনুচরচতুষ্টয়কে তথায় রাখিয়া, আপনি একাকী নিজ বাটীতে উপস্থিত হইলেন।"

"গৃহে তাঁহার একটী বিধবা ভ্রাতৃবধূ, একটী শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং একটী বিশ্বস্ত প্রিয় শিষ্য ভিন্ন অপর কেহই ছিল না। ভ্রাতৃবধূর নাম শ্রীমতী সুধাবতী, ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম বালাজী, শিষ্যের নাম শঙ্করজী।"

"রাত্রিকালে শ্রীনারায়ণজী তথায় দুইখানি পত্র লিখিলেন ; একখানি প্রহেলিকা, অপরখানি মন্তব্যপত্র।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ব্রহ্মচারী রঞ্জনলালকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ইত্যগ্রে আমি তোমাকে যে কবিতাটী পাঠ করিতে দিয়াছিলাম, তাহাই সেই প্রহেলিকা, এবং এই কীটজীর্ণ পত্রখানি তাঁহার মন্তব্য।"

"এই দুইখানি পত্র তাঁহার ভ্রাতৃবধূর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক, স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়া প্রিয় শিষ্য শঙ্করজীর সহিত পুনরায় নৌকারোহণ করিলেন ; নৌকা সমুদ্র পথে যাত্রা করিল।"

"এই ঘটনার চারিমাস পরে, এক রজনীতে সহসা সুধাবতীর গৃহদ্বারে আঘাত হইল। পরিশ্রান্ত কম্পিতহস্তে পুনঃ পুনঃ দুর্ব্বল আঘাত। সুধাবতী চমকিয়া উঠিলেন, অবশেষে অপরিস্ফুট কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখেই শঙ্করজী ! প্রায় বিবস্ত্র, কলেবর জীর্ণশীর্ণ, মুখে বাক্য নাই। সুধাবতীকে দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া গৃহমধ্যে নিপতিত হইলেন। অনেকক্ষণ সেবা সুশ্রূষার পর অল্পে অল্পে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। সত্বর মত বল প্রাপ্ত হইলে সুধাবতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শঙ্কর ! তোমার এ অবস্থা কেন ? কি হইয়াছে ?' শঙ্করজী রোদন করিয়া কহিলেন, 'গুরুদেব অকস্মাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন ! তাঁহার পর প্রত্যাগমন কালে নৌকা ডুবিতে সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কেবল আমিই বহুকষ্টে পরিত্রাণ পাইয়াছি মাত্র। পাঁচ দিবস আহার হয় নাই। বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া, মহাকষ্টে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আশ্রয় না পাইলে, আর চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে আমারও প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইত।' শুনিয়া সুধাবতী শোকাকুলা !"

"শোকে বিষাদে তিনদিন অতিবাহিত। শঙ্করজী সর্ব্বদাই ম্রিয়মান ! তিনি সুধাবতীকে প্রবোধ দান করেন, কিন্তু নিজে প্রবুদ্ধ হইতে পারেন না। হঠাৎ এক রজনীতে বাটীর বাহিরে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে একদল অস্ত্রধারী যবন সেনা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। মহাবিপদ দর্শনে শঙ্করজী গুপ্তভাবে শিশু বালাজীকে লইয়া একটী গুপ্ত প্রকোষ্ঠে লুক্কা-

'প্রিষ্ট' হইলেন। যবনেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। সুধাবতী স্ত্রীলোক-পলাইতে পারিলেন না। যবন হস্তে নিপতিতা হইলেন। যবনেরা তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল।"

"এই ঘটনার কারণ এই যে, গিজনীর মামুদের লোকেরা সোমনাথ মন্দির লুঠ করিয়াছিল; কিন্তু যত ধনরত্ন লাভ তাহাদের আশা, তৎকালে ততদূর প্রাপ্ত না হওয়াতে, পাণ্ডাগণকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দেয়। সমস্ত পাণ্ডাই তাহাদের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কেবল একজন নির্ঘাত যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, মুমূর্ষু অবস্থায় প্রকাশ করে যে, 'প্রধান পাণ্ডা কতকগুলি মণিমাণিক্য ও তৎসঙ্গে স্বর্ণপাট ও সুবর্ণমুদ্রা লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু কোথায় যে সেই স্থান, তাহা আমি অবগত নহি। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ সে বিষয়ের সমস্ত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত।' শঠতাপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছে না, মনে করিয়া যবনেরা তাহাকে আরও অধিক যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইহার অধিক আর কিছুই তাহারা জানিতে পারিল না। নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগে অবশেষে পাণ্ডাজীর প্রাণ বিয়োগ হইল।"

"পাণ্ডাকুল নির্ম্মূল করিয়া দুর্দ্দান্ত যবনেরা শ্রীনারায়ণজীর ভ্রাতৃবধূর উপর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল; অভাগিনী বিধবা মুমূর্ষকালে কেবল অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া পুনঃ পুনঃ একটী পেটিকা দেখাইয়া দিলেন। দুরাত্মারা সেই পেটিকা খুলিয়া, কেবল কএকখানি দলীলপত্র ও অন্যান্য নিদর্শন পত্র প্রাপ্ত হয়। সেই সঙ্গে এই প্রহেলিকাটীও প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ধন লোভী যবনের ইহাতে প্রয়োজন কি? অকর্ম্মণ্য বলিয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে বিনিক্ষেপপূর্ব্বক চলিয়া গেল। সুধাবতী তখনও জীবিতা ছিলেন, গৃহ নির্জ্জন হইলে শঙ্করজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অভাগিনীর অশ্রুধারা দ্বিগুণতরবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। শিশু সন্তানের প্রতি ও পেটিকার প্রতি বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে নয়ন মুদ্রিত করিলেন; প্রাণবায়ু বহির্গত।"

"বালক বালজী মাতৃহীন হইয়া শঙ্করজীর নিকট প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাকেই তিনি পিতা বলিয়া জানিতেন, এবং পিতা বলিয়াই

সস্তরণ করিতেন। ক্রমে দ্বাদশবর্ষ অতীত। একদিন শঙ্করজী বিষণ্ণবদনে নির্জ্জনে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন; বালক হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পিতৃসম্ভাষণ করাতে, শঙ্করের বিষাদানল দ্বিগুণতরবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রোদন করিতে করিতে বলিলেন, 'হা হত ভাগ্য! আমি তোমার পিতা নহি,—আমি তোমার পিতৃব্যের শিষ্য; সম্পর্কে ধর্ম্মভ্রাতা! তুমি আমার গুরুপুত্র, সুতরাং প্রিয়তম কনিষ্ঠভ্রাতা!' এই কথা বলিয়া গুরুজী সমভিব্যাহারে সমুদ্রপথে যাত্রা [illegible] গোপন, গুরুদেবের মৃত্যু, পথে নৌকাডুবী, যবনহস্তে সুধাবতীর প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। আরও কহিলেন, 'তোমার জননীর প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আমিও আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিতাম, কিন্তু তৎকালে তোমার শৈশবজীবন নিতান্ত বহুমূল্য জ্ঞান হওয়াতে তোমাকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়াছিলাম, তোমাকেই লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাঁহাকে রক্ষা করিতে অবসর পাই নাই। দুর্দ্দান্ত যবনের সম্মুখীন হইলেও কোন ফল হইত না, লাভে হইতে হয় ত তুমি ও আমি উভয়েই প্রাণ হারাইতাম। এখন তুমি বাঁচিয়া আছ, অনেক উপায় হইতে পারিবে। আমাদের অনেক ধনরত্ন আছে। ঐ পেটিকার মধ্যে যে সকল দলীলপত্র আছে, তাহা দেখিলেই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে। যবনেরা সেই সকল দলীলপত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া গিয়াছিল, আমি তৎসমস্ত পুনর্ব্বার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আমার নিজের যে সমস্ত ঘটনা এবং এইমাত্র তোমাকে যাহা যাহা কহিলাম, তাহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত আমি স্বহস্তে লিখিয়া ঐ পেটিকামধ্যে রাখিয়াছি। কিন্তু গুপ্তধনের নির্দ্দিষ্ট স্থান কোথায়, সেইটীই কেবল প্রকাশ করি নাই। অপরের হস্তে পতিত হইলে অপহৃত হইবার সম্ভাবনা, সেই জন্য স্থানটী মাত্র লিখিয়া রাখি নাই। এক্ষণেও তোমাকে বলিব না; তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমস্তই জানিতে পারিবে। কাগজপত্র দেখিয়াও বুঝিতে পারিবে।' বালক জিজ্ঞাসা করিল, 'যদি গুপ্তধন আছে, তবে আমরা এত কষ্ট পাই কেন? এমন সামান্য অবস্থায়

কালযাপন করি কেন ?' শঙ্করজী হাস্য করিয়া কহিলেন, ' কালযাপন করি কেন? তুমি বালক কি বুঝিবে ? সেই ধন আনয়ন করা কিছু ব্যয় সাধ্য। কিছু সঙ্গতি হইলে লইয়া আসিব।' বালাজীর সহিত শঙ্করজীর কথাবার্ত্তা এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। তিন বৎসর পরে শঙ্করজীর পক্ষাঘাত রোগে হঠাৎ মৃত্যু। মৃত্যুকালে বালাজীকে কিছুই বলিয়া যাইতে পারিলেন না। মুহুর্মুহু সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বারম্বার পেটিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন মাত্র।"

"বালাজী যথারীতি শঙ্করের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অবসরক্রমে পেটিকা খুলিলেন। তন্মধ্যে যে সকল কাগজপত্র ছিল, পাঠ করিয়া সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইলেন, কিন্তু গুপ্তধনের গুপ্তাগারের বিষয়টী কিছুমাত্রই জানিতে পারিলেন না। পঞ্চাশতবর্ষ অতীত। বালাজীর চরমকাল উপস্থিত। তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় দীক্ষাগুরুকে আহ্বান করিয়া নিজের সমস্ত স্থাবরাস্থাবর ধনসম্পত্তি দান করিলেন। কহিলেন, ' গুরুদেব ! এই পেটিকাটী যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন, ইহা আপনার অনেক উপকারে আসিবে, ইহার মধ্যে গুপ্তধন প্রাপ্ত হইবার উপদেশ বিশেষরূপেই পরিবর্ণিত আছে।' এই কথা বলিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত একেএকে নিবেদন করিলেন। তাঁহার শৈশবাবস্থায় শঙ্করজীর সহিত যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া পেটিকামধ্যে রাখিয়াছেন, এ কথাও ব্যক্ত করিলেন। আরও কহিলেন, ' আপনি যদি সেই গুপ্তধনের সন্ধান প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে কিয়দংশ ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিয়া সমস্তই আপনি গ্রহণ করিবেন।'"

"বালাজীর মৃত্যু হইল, গুরুজী গুপ্তধন প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহার বংশধরেরাও পর্য্যায়ক্রমে সেই পেটিকাটী উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া আসিতে লাগিলেন ; কিন্তু সেই গুপ্তধন ক্রমাগত গুপ্ত হইয়াই রহিল, কেহই তাহার উত্তরাধিকারী হইতে সক্ষম হইলেন না। এইরূপে শত শতবর্ষ অতীত।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রঞ্জনকে সম্বোধনপূর্ব্বক দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

কহিলেন, "বোধ করি এই সুদীর্ঘ কাহিনী শ্রবণ করিতে তোমার অতিশয় বিরক্তি বোধ হইতেছে, কিন্তু আর চিন্তা নাই, উপসংহারের সময় উপস্থিত, শীঘ্রই ইহা পরিসমাপ্ত হইবে।"

আগ্রহে রঞ্জনলাল কহিলেন, "বিরক্তি ?—কিছুমাত্রই বিরক্তি নাই। বরং ক্রমশই কৌতূহল বৃদ্ধি হইতেছে, উপসংহার শ্রবণের নিমিত্ত নিতান্তই অধীর হইয়া পড়িয়াছি। বিরাম দিবেন না,—কৌতূহল ভঙ্গ দিবেন না,—পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করুন, আমার আগ্রহাতিশয্য নিদারুণরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।"

ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "শত শতবর্ষ অতীত।—বালাজীর গুরুবংশের শেষ যিনি বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি অথবা নিকট উত্তরাধিকারী কেহই বিদ্যমান ছিল না, সুতরাং তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমাকেই দান করিয়া যান। আমি তাঁহার ধনসম্পত্তির সহিত বহুবিধ গ্রন্থ এবং তৎসঙ্গে সেই দুর্ভেদ্য রহস্যপত্রপূর্ণ পেটিকাটীরও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হই। সময়ক্রমে পেটিকা উন্মোচনপূর্ব্বক একেএকে সমস্ত পত্র পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথম পাঠে কিছুমাত্র মর্ম্মভেদ করিতে পারগ হইলাম না। তাহার পর অনেকবার বিস্তর আলোচনা করিয়া, অনেক বিবেচনা করিয়া, সেই সুবিখ্যাত প্রহেলিকার সমস্ত নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তবে কোন্ দেশে কোন্ স্থানে সেই সমস্ত ধনসম্পত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, কেবল সেইটাই তখন নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলাম না। এইরূপ অন্ধকারে অন্ধকারে বিংশতিবর্ষ অতীত হইয়া গেল। একদিন এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত। যে গৃহে পেটিকা ছিল, সেই গৃহের জীর্ণসংস্কার করিবার নিমিত্ত গৃহস্থিত দ্রব্যাদি স্থানান্তর করনের আবশ্যক হয়। আমি সর্ব্বাগ্রে সেই বংশপরম্পরানুগত রহস্যপূর্ণ মূল্যবান পেটিকাটী স্বহস্তে গৃহান্তর করিবার জন্য লইয়া আসিতেছিলাম, হঠাৎ একখানা প্রস্তরখণ্ডে পদস্খলন হওয়াতে পেটিকাসহ ভূতলে নিপতিত হইলাম। আঘাতে পেটিকাটীর কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গেল।

দলীলপত্রাদি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। আমি অপ্রস্তুতভাবে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভূমি হইতে পেটিকাটী উত্তোলন করিলাম। প্রতিঘাতে পেটিকার রন্ধ্র বন্ধন শিথিল হইয়াছিল, সুতরাং হস্ত সঞ্চালনে তাহার নিম্নভাগে খট্ খট্ করিয়া এক প্রকার শব্দ হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন কোন কঠোর পদার্থ তন্মধ্যে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইতেছে। আমার সন্দেহ হইল, এদিক ওদিক চারিদিক পরীক্ষা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুই সন্ধান পাইলাম না। অবশেষে স্থানে স্থানে দাবনাকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলাম; হঠাৎ একখানি কাষ্ঠফলক অপসারিত হওয়াতে একটী গুপ্ত প্রকোষ্ঠ সহসা প্রকাশ হইয়া পড়িল;—প্রকোষ্ঠমধ্যে একখানি কাগজ দেখিতে পাইলাম, একখানি কীটজীর্ণ কাগজ! ইতিপূর্ব্বে তোমাকে যে জীর্ণপত্রখানি পাঠ করিতে দিয়াছিলাম, তাহাই সেই ভগ্ন পেটিকার গুপ্ত প্রকোষ্ঠের চিরচিহ্নিত গুপ্তসম্পত্তি!”

“আমি সেই পত্রখানি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিলাম। প্রথম পাঠেই বুঝিতে পারিলাম যে, এখানি সোমনাথ দেবের প্রধান পুরোহিত শ্রীনারায়ণজীর চরম অভিলাষপত্র। কীটজীর্ণ স্থানগুলি বুঝিয়া লইতে আমার বিশেষ কষ্টও হইল না, অধিক বিলম্বও হইল না। প্রহেলিকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এবং ধারাবাহিক প্রাচীন ইতিহাস অন্তরমধ্যে জাগরূক থাকাতে অতি সহজেই আমি সেই জীর্ণস্থানগুলি পূর্ণ করিয়া লইলাম।”

“কিছুই আর জানিতে অবশিষ্ট রহিল না,—গুপ্ততত্ত্ব নিরূপণের কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না। সমস্ত তত্ত্বই সমুজ্জ্বলরূপে হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া রহিল। কিন্তু প্রাপ্ত হইবার উপায় কি? দূরদেশ, পাথেয় আবশ্যক! যান বাহন বহুব্যয়সাপেক্ষ! তৎকালে আমি নিঃসম্বল, কি করি, এক ভরসা শিষ্য দত্ত ভদ্রাসন। সেখানি বন্ধক রাখিলে অথবা হস্তান্তর করিলে অর্থ সংগ্রহের উপায় হইতে পারে, তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অগত্যা তাহাই স্থির করিলাম। ভদ্রাসনখানি শতদ্রুতীরে অবস্থিত! পরপার নিবাসী একজন মহাজনের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল, অতএব বাটীখানি বন্ধক রাখিবার মানসে তাহার নিকট কএকবার

গতিবিধি করি। সেই সময় পাণিপথক্ষেত্রে মহারাজ মহীপতের সহিত পাঠানের দ্বিতীয় সংগ্রাম সমুপস্থিত। দুরাচার পাঠানেরা আমাকে বারবার শতদ্রুপারে যাতায়াত করিতে দেখিয়া গুপ্তচর বলিয়া অনুমান করিল, আমি বিনাদোষে অবিচারে যবন-হস্তে বন্দী হইলাম। আশা ভরসাও সেই সঙ্গে জলাঞ্জলি! আশার অঙ্কুরেই ভীষণ বজ্রপাত। কিন্তু এক্ষণে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কতক পরিমাণে পুনরায় আশার সঞ্চার—হইতেছে, পলায়ন করিবার অভিলাষ হইতেছে;—তবে ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, তাহা কে বলিতে পারে?"

রঞ্জনলাল কহিলেন, "কেন? সমস্তই ত স্থির হইয়াছে, এই নরককুণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সচ্ছন্দেই ত আপনি আপনার প্রাপ্যধন উপভোগ করিতে পারিবেন?"

ব্রহ্মচারী গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "তাহাতে আমার আর স্বত্ব কি? তোমাকেই ত তাহা দান করিয়াছি, আমার আর স্বত্ব কি? তুমিই এখন সে ধনের প্রকৃত অধিকারী!"

রঞ্জন কহিলেন, "মুক্তি লাভের পর তখন সে বিষয়ের স্থির হইবে। কিন্তু শ্রীনারায়ণজীর ইচ্ছাপত্রখানির কি হইল? সে বিষয় ত আমাকে অবগত করাইলেন না? সে পত্রখানি কি, তাহা ত আমি জানিতে পারিলাম না? কোথায় সেই অতুল ধনরাশি নিহিত হইয়া আছে, তাহা ত আপনি কিছুই প্রকাশ করিলেন না?"

ঈষৎহাস্য সহকারে বিদ্রূপভাবে দয়ানন্দ স্বামী কহিলেন, "কেমন? এখন ত আমার বাক্যে প্রত্যয় জন্মিয়াছে? এখন ত আর আমাকে বাতুল বলিয়া অনুমান করিবে না? গুপ্তধনের কথায় এখন ত আর অবিশ্বাস নাই?"

অপ্রস্তুত হইয়া রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "প্রভু! ক্ষমা করুন, আমি বালক,—অজ্ঞান,—হিতাহিত বিবেচনা শূন্য,—বোধাবোধ আমার কিছুমাত্র নাই; আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না,—আমি বুঝিতে পারি নাই,—গুরুদেব!—ক্ষমা করুন!—প্রসন্ন হউন!—কীটজীর্ণ পত্রখানি

কিরূপে পূর্ণ করিয়াছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেখানি প্রদর্শন করুন।”

ব্রহ্মচারী কহিলেন, “নির্ব্বোধ! তাহা কি রাখিতে আছে! গুহ্য বিষয়ের রহস্যভেদক নিদর্শন কি সঙ্গে রাখিতে আছে? তাহা আমি রাখি নাই! পূরণ করিয়াই দগ্ধ করিয়াছি। কেবল ঐ প্রহেলিকা ও এই জীর্ণপত্রই আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। পরহস্তগত হইলেও ইহার মর্ম্ম কেহ অনুধাবন করিতে পারিবে না, সুতরাং ভয়ও নাই। সেই এই দুইখানি সঙ্গে করিয়া রাখিয়াছি। পূরণ-পত্র আমার কণ্ঠস্থই আছে, পাষাণে লৌহ রেখার ন্যায় তাহা আমার হৃদয়ে খোদিত হইয়া আছে,—বলিতেছি শ্রবণ কর।”

“শ্রীশ্রীসোমনাথো জয়তি।”

“সোমনাথ দেবালয়ে মহাবিভ্রাট উপস্থিত। যবনেরা গিজনীর মামুদের অনুবল হইয়া দেশ লুঠ করিতে আসিয়াছে। দুর্গ অধিকার করিলে কিছুই রাখিয়া যাইবে না;—ধনরত্ন সমস্তই লুণ্ঠন করিবে। অতএব দেব দেব মহাদেবের সেবায়েৎ পাণ্ডাগণ সকলে একত্র হইয়া এই মন্ত্রণা অবধারণ করেন যে, আপাততঃ দেব সেবার উপযুক্ত সম্ভব মত দ্রব্যাদি দেবালয়ে রাখিয়া কতক কতক মূল্যবান সম্পত্তি স্থানান্তর করাই সুপরামর্শ। এ বিধায় আমার প্রতি তৎসমস্ত বহুমূল্য মণিমাণিক্য প্রভৃতি নিরাপদে রক্ষা করিবার ভার সমর্পণ করিয়া আমাকে দূরদেশে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন, আমার সুপরিজ্ঞাত কোন গোপনীয় নিরাপদ স্থান আছে। কিন্তু কোথায় সেই স্থান, তাহা কেবল আমিই অবগত আছি; অপর কেহই তাহা অবগত নহেন। দশজনে জানিলে পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে সেই নিমিত্ত তাঁহারা তাহা জানিবার প্রয়াসও পান নাই।”

“আমি আমার শরীরের ভদ্রাভদ্র আশঙ্কা করিয়া আমার পরম স্নেহাস্পদ প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শঙ্করজী ও অপর চারিজন বিশ্বস্ত অনুচরকে সঙ্গে লইয়া সোমনাথ দেবের দেবালয়ের বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি ধনরত্ন সমভিব্যাহারে সমুদ্রপথে যাত্রা করিলাম। সমুদ্রতীরে রত্নগিরি নামে যে

একটী. সীমান্ত দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব্ব পার্শ্বে একটী জলাকীর্ণ সংকীর্ণ উপত্যকা পথে প্রবেশ করিয়া বিংশতি হস্ত দূরে, বামভাগে একটী বিজন গহ্বরমধ্যে এই সমস্ত ধনরত্ন গোপনে রাখিব এই আমার অভিলাষ। পাপিষ্ঠ যবনেরা সোমনাথকে যদি ধ্বংশ না করিয়া চলিয়া যায়, দুর্গ অধিকার যদি না করিতে পারে, তাহা হইলে এই সকল সম্পত্তি সোমনাথ মন্দিরে ন্যস্ত হইবে। যদি সোমনাথ না থাকেন, তাঁহা হইলে তাঁহার সেবায়েৎ পাণ্ডাগণ সমতুল্যাংশে ইহা বণ্টন করিয়া লইবেন। নিষ্ঠুর যবনেরা যদি তাহাদিগকেও নিধন করে, তাহা হইলে আমিই এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইব। অথবা যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা-হইলে আমার শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র বালাজী ইহার ত্রিচতুর্থাংশ, আমার শিষ্য শঙ্করজী, অষ্টমঅংশের একাংশ এবং আমার সমভিব্যাহারী অনুচর চতুষ্টয় অপর অষ্টমাংশ প্রাপ্ত হইবে।"

"মণিমাণিক্যাদির বিবরণ"

"হীরক।..............................দশসের ছয়ছটাক।"

"চুণি।..পাঁচসের।

"পান্না।..অর্দ্ধমণ।"

"ক্ষুদ্র বৃহৎ মুক্তা।......................দ্বাচত্বারিংশ সহস্র।"

"প্রবালাদি অপরাপর মণি।............সার্দ্ধ এক মণ।"

"একটী লৌহ সিন্দুকের চারিটী গুপ্ত প্রকোষ্ঠে এই সকল রত্ন সংরক্ষিত করা হইল। তাহার উপরিভাগ বরাটকে আচ্ছাদিত। ঐ সিন্দুক গহ্বরস্থ ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিবে।"

"তদ্ভিন্ন, দুই ভরি একআনা পরিমিত স্বর্ণমুদ্রা এককোটি।"

"স্বর্ণপাট।..শতমণ।"

"শ্রীশ্রীনারায়ণজী।"

"প্রধান পাণ্ডা।"

স্থিরচিত্তে আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব! এত ধনরত্ন? সোমনাথ দেবের শৈবমন্দিরে এতদূর অতুল ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান ছিল?"

ব্রহ্মচারী গম্ভীরবদনে উত্তর করিলেন, "বৎস! এত কি? ইহা অপেক্ষাও অধিক ছিল!—রত্নভূমি ভারতবর্ষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। ভারতভূমি সমস্ত রত্নের প্রসূতি!—পৌরাণিক মতে কামধেনু ও কল্পপাদপের যেরূপ মহিমা, ভারতের রত্নভাণ্ডারেরও সেইরূপ গৌরব।—অনন্তকালাবধি ভারত-ভূপতিগণের ঐশ্বর্য্য বিশ্ব-বিখ্যাত।—আর্য্যকুলের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইলেও দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর সাহ,—গিজনীর মামুদ,—মহম্মদ ঘোরি,—তৈমুর লঙ্গ,—নাদের সাহ এবং অপরাপর বিদেশী রত্নহারকেরা ভারতের কত রত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা হয় না। তথাপি ভারতমাতা অবসন্ন হন নাই। সোমনাথের অতুল ভাণ্ডার! গিজনীর মামুদ সেই লোভেই গুর্জ্জরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আশানুরূপ ধনরত্ন প্রাপ্ত না হওয়াতেই পাণ্ডাগণকে বিনাশ করিয়া ফেলেন। সোমনাথের পাণ্ডারা সকলেই প্রচুর ধনশালী ছিল, তাহাদিগের সম্পত্তিও ঐ দেবালয়ে সংরক্ষিত থাকিত। অতএব বৎস! ভারতের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে,—কিছুই অসম্ভব বলিয়া মনে করিও না।"

পাঠক মহাশয়! দয়ানন্দ স্বামী যাহা কহিলেন, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে।—ভারতভূমির ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। মামুদ যখন চতুর্থবার ভারত লুণ্ঠন করিতে আগমন করেন, তৎকালে নগরকোটের মন্দিরে সাত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, সাতশত মণ স্বর্ণ ও রজত পাত্র, দুইশত মণ নির্ম্মল সুবর্ণ, দুইসহস্র মণ রৌপ্য, এবং বিংশতি মণ মুক্তা হীরক ও পদ্মরাগমণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সোমনাথ দেবের সম্পত্তি কত, তাহা কে বলিতে পারে? প্রতিদিন পাঁচশত ক্রোশ দূর হইতে গঙ্গোদক আনয়ন করিয়া বিগ্রহকে স্নান করান হইত, ইহাতে যে কত ব্যয়, পাঠক মহাশয়ই তাহা বিবেচনা করিবেন।

সোমনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বারে দশলক্ষ মুদ্রা মূল্যের স্বর্ণ শৃঙ্খলযুক্ত দুইশত মণ পরিমিত কাঞ্চন ঘণ্টা আলম্বিত ছিল। অন্যান্য সম্পত্তির মূল্য ইহা দেখিয়াই অনুভব হইতে পারিবে। মামুদ একাদশবার দিগ্বিজয় করিয়া যত ধনরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দ্বাদশ বিজয়ের লুণ্ঠন রত্নের মূল্য তৎসমষ্টি অপেক্ষাও অধিক।

নাদের সাহ ভারতের অবসন্ন দশায় দিল্লি লুঠ করিয়া সপ্ততিকোটি মুদ্রা প্রাপ্ত হন। তৎকালে দিল্লির সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত! সে সময় সপ্ততিকোটি মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া কতদূর ভারত-সৌভাগ্যের পরিচয়, ইহাও পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিয়া লইবেন।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া রঞ্জনলাল বিমর্ষবদনে কহিলেন, "গুরুদেব! তবে ত এ ধন গ্রহণ করা উচিত হয় না? দেবস্ব ব্রহ্মস্ব কিরূপে গ্রহণ করা যাইবে? ইহা গ্রহণ করাতে পাপ আছে!"

ব্রহ্মচারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই! তুমিই ঐ সমস্ত ধনরত্নের একমাত্র উত্তরাধিকারী! স্মরণ কর, শ্রীনারায়ণজীর ইচ্ছা-পত্রের প্রকৃত অভিপ্রায়। প্রথম—সোমনাথ;—সোমনাথ এখন নাই।—দ্বিতীয়তঃ—পাণ্ডা;—নিষ্ঠুর যবন-হস্তে তাহারাও নির্ব্বংশ হইয়াছে!—তৃতীয়তঃ—বালাজী;—তিনিও নিঃসন্তান হইয়া মৃত্যুকালে যথাসর্ব্বস্ব গুরুকে দান করিয়া যান। সেই গুরুবংশের শেষ উত্তরাধিকারী অপুত্রক অবস্থায় আমাকেই সমস্ত ধন সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। এখন তুমিই ইহার একমাত্র উত্তরাধিকারী! তবে কিয়দংশ ধর্ম্মোদ্দেশে দান করা বালাজীর অভিপ্রায় ছিল, তুমিই তাহা করিও;—তুমি ভিন্ন এ ধনের অপর উত্তরাধিকারী কেহই নাই।"

রঞ্জনলাল অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলেন, কিঞ্চিৎপরে কহিলেন, "প্রভু সে কথা পরে হইবে, এখন পলায়ন করিবার উপায় স্থির করাই প্রধান কার্য্য।"

পলায়ন অবধারিত হইল। এক সপ্তাহ অতীত,—অদ্য অমাবস্যা! প্রত্যুষে দয়ানন্দ স্বামী, রঞ্জনের আবাসকূপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,

"সুবিধা দেখিতেছি, যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন, আকাশ যেরূপ স্তম্ভিত, অনুমান করি, অদ্য রজনীতে ভয়ানক দুর্যোগ হইবার সম্ভাবনা। আমাদের প্রস্থানের প্রশস্ত কালও সেই! তুমি প্রস্তুত হইয়া থাক।"

মহানন্দে রঞ্জনলাল উত্তর করিলেন, "প্রস্তুত হইয়াই আছি, বলা বাহুল্য মাত্র।"

"উত্তম।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মচারী স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়েরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দারুণ ঝড়! ভয়ানক ঝড়! চতুর্দ্দিকে ভোঁ ভোঁ বোঁ বোঁ শব্দ! ভীমগড় ক্ষণকাল মধ্যেই ভীমবেশ ধারণ করিল। মুষলধারে বৃষ্টি; প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে গৃহ-ভিত্তি বিকম্পিত;—দূরে দূরে প্রাচীর ও বৃক্ষাদির পতনের ভয়ানক শব্দ;—ভয়ানক দুর্যোগ!—বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত।

এমন সময় ব্রহ্মচারীর কর্ণে রঞ্জনলালের আর্ত্তনাদের ক্ষীণস্বর সহসা আসিয়া প্রবেশ করিল। আস্তেব্যস্তে স্বামী মহাশয়, রঞ্জনের কারাকূপে মুহূর্ত্তমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রঞ্জনলালের আপাদমস্তক কম্পান্বিত, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত, বদন বিবর্ণ, আতঙ্কে পরিশুষ্ক! তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মচারী আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার কি হইয়াছে? তুমি এরূপ কাতর কেন? সহসা তোমার কি রোগ উপস্থিত হইল? এরূপ আকুলিত কেন?"

রঞ্জনলাল সভয়ে কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "গুরুদেব! বিদায় দিন, আমি জন্মের মত চলিলাম। পদধূলি প্রদান করুন, আশীর্ব্বাদ করুন,—আমি জন্মের মত চলিলাম!"

সোদ্বেগে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কেন কি হইয়াছে? তোমার কি রোগ উপস্থিত হইয়াছে?"

"রোগ নয়, সর্পাঘাত! নিষ্ঠুর কালসর্প আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহার গরল আমার প্রতি শিরায় পলকে পলকে প্রবাহিত হইতেছে,—ক্ষণকালমধ্যেই আমি গতায়ু হইব।—অন্তিমকালে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

আশ্বাসবাক্যে দয়ানন্দস্বামী কহিলেন, "সর্পাঘাত? তাহাতে আর ভয় কি? আমার নিকট ইহার অব্যর্থ ঔষধি আছে; চিন্তার বিষয় কি? কিন্তু সর্প কোথায়?"

"ঐ দেখুন, পদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়াছি, তথাপি এখনও কুণ্ডলিবদ্ধ হইতেছে, ঐ দেখুন!" এই কথা বলিয়া রঞ্জনলাল যে স্থানে কালসর্প আঘাত প্রাপ্তে নিদারুণ যন্ত্রণায় কুণ্ডলিত হইতেছিল, সেই স্থানটী অঙ্গুলীদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মচারী দ্বিরুক্তি না করিয়া সুড়ঙ্গপথে প্রস্থান করিলেন। অবিলম্বে পুনরায় গৃহমধ্যে আসিয়া স্বহস্ত প্রস্তুত ভূর্জ্জপত্রে পরিবদ্ধিত এক মোড়ক ঔষধি আনয়নপূর্ব্বক রঞ্জনকে সেবন করাইয়া কহিলেন, "চিন্তা করিও না, তুমি এখনই আরোগ্য লাভ করিবে। শত শত তক্ষক দংশন করিলেও এ ঔষধি কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে। কিছুরই চিন্তা করিও না।"

হতাশবাক্যে রঞ্জনলাল কহিলেন, "আর চিন্তা, এখনই সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে,—প্রাণ কণ্ঠাগত, এখনই নির্গত হইবে। গুরুদেব! যাই যে!"

সচকিতে ব্রহ্মচারী বলিয়া উঠিলেন, "রসদদার আসিতেছে, আর থাকিতে পারি না। তুমি বিহ্বল হইও না, সহজেই পরিত্রাণ পাইবে; এখন এই পর্য্যন্ত।" বলিয়া সুড়ঙ্গ পথে প্রস্থান করিলেন।

পরক্ষণেই ভঞ্জনলাল আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক রঞ্জনলাল কহিলেন, "রসদদার! চলিলাম, আমার আয়ু শেষ, কালসর্প আমাকে দংশন করিয়াছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণত্যাগ হইবে। ঐ দেখ, ঐ যম!" বলিয়া সর্পটী দেখাইয়া দিলেন।

"ও বাবা! তাই ত এ যে সাক্ষাৎ যম!" বলিয়া ভঞ্জনলাল লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক দূরে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল।

রঞ্জনলাল কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "উহাকে আর ভয় নাই, আমি উহাকে শেষ করিয়াছি, পদাঘাতে উহার মস্তক চূর্ণিত করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমারও শেষ, আমিও সেই সঙ্গে চলিলাম। হায়! অপঘাতে আমার মৃত্যু হইল!"

" না, না, চিন্তা করিও না ; তুমি আরোগ্য লাভ করিবে। ভাগ্যক্রমে অদ্য এখানে একজন সুপ্রসিদ্ধ সর্পচিকিৎসক উপস্থিত আছেন। তাঁহার তন্ত্রমন্ত্র অতি চমৎকার! মুহূর্ত্তমধ্যেই তোমার শরীর নির্ব্বিষ হইবে। আমি এখনই তাঁহাকে লইয়া আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া গৃহদ্বার আবর্ত্তনপূর্ব্বক ভঞ্জন শশব্যস্তে পাতালপুরী হইতে বহির্গত হইল।

একদণ্ড পরেই কারাধ্যক্ষ, কারাচিকিৎসক, সর্পচিকিৎসক ও ভঞ্জনলাল গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত।

প্রবেশ করিয়াই দারোগা সাহেব কহিলেন, " আঃ! কি ভয়ানক দুর্য্যোগ! এ দুর্যোগেও কেহ গৃহ হইতে বহির্গত হয়? হকিম সাহেব দেখুন দেখি, আরোগ্য করিতে পারিবেন কি না?"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক হকিম সাহেব কহিলেন, " আমার কর্ম্ম নয়? আমি সর্পাঘাতের ঔষধি জানি না। জ্বরজাড়ী হইলে আরাম করিতে পারি। সর্পাঘাত আরাম করা আমার কার্য্য নয়! ভদ্রলোককে কখনই সর্পাঘাত হয় না, সুতরাং ভদ্রলোকে তাহার ঔষধিও জানেন না, তাহার চিকিৎসাও করেন না। ইতর লোকেই জলে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, সেই জন্য তাহাদিগকেই সর্পাঘাত হইয়া থাকে, তাহারাই সে বিষয়ের পরামর্শ বলিতে পারে, সর্প বিষের ঔষধপত্র আছে কি না, তাহারাই তাহা অবগত আছে। ইহা ভদ্রলোকের কাজই নয়!"

" আচ্ছা ইনিই সে বিষয়ের সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী! তন্ত্রমন্ত্র বলে এখনই ইনি নির্ব্বিষ করিয়া দিবেন। রোগী এখনই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া ভঞ্জনলাল নবাগত আগন্তুকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল।

দারোগার ইঙ্গিতে আগন্তুক অভ্যাস মত তন্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিষক্ষয়ের নানাপ্রকার যত্ন ও অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না। রোগী ক্রমশই অবসন্ন হইতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর কালিমাবর্ণ প্রাপ্ত হইল, মুখে ফেনপুঞ্জ বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন। দারোগাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে

ধীরে অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন, " মহাশয়! আমার একটী প্রার্থনা আছে, অন্তিমকালে আপনার নিকট আমার কেবল একটীমাত্র প্রার্থনা। অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই প্রার্থনাটী পূর্ণ করিলে কারাগারে অপমৃত্যুও আমার পক্ষে অতীব সুখময় হয়। "

দারোগা সাহেব কহিলেন, " বলিয়া যাও, শ্রবণ করিতেছি। "

পূর্ব্ববৎ ক্ষীণস্বরে রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, " কারাগারে কারাবাসির মৃত্যু হইলে, তাহার গতি কিরূপ হয়? "

দারোগা উত্তর করিলেন, "নদীপারে পর্ব্বত-গুহায় নিক্ষেপ করা হয়।"

শুনিয়াই রঞ্জনের হৃৎকম্প উপস্থিত। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল। পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ক্ষীণস্বরে অস্পষ্টবাক্যে ছাড়া ছাড়া কথায় কহিলেন, " না—পর্ব্বত—গুহা—না,—শেষ—প্রার্থনা—দেহের—সৎ—কার—পর—কালের—গতি—শৃগাল—কুকুর—ভক্ষ্য—না—বরোজ—নগর—পিতা—নিকট—ঈশ্বর—মঙ্গল—আপনার—গুরুদেব—বিদায়—পিতা—গুরু—মধুমতী—" বলিতে বলিতে জিহ্বায় জড়তা হইল, আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। হৃদয়ে মধুমতীর চারুপ্রতিমা সমুদিত; মধুমতীর নাম করিতে করিতে বাকরোধ হইল! শরীর একেবারে অসাড়, নিস্পন্দ, হিম,—ক্রমে ক্রমে করকার ন্যায় হিমাঙ্গ;—চক্ষুঃ স্থির, উর্দ্ধনেত্র, শ্বাসবায়ু রোধ!

অবস্থা দর্শনে দারোগা সাহেব হকিম সাহেবকে শরীর পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। হকিম সাহেব প্রলয় দার্শনিকের ন্যায় গম্ভীরভাবে একেএকে সর্ব্বশরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। শরীর আড়ষ্ট, আপাদমস্তক আড়ষ্ট,—নীরস কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় কঠিন। পরীক্ষা করিতে অতিশয় কষ্টবোধ হইল; তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন, " বৃথা কষ্ট! প্রত্যক্ষে মৃত্যু দর্শন করিলাম! ইহার আর পরীক্ষা কি? চলুন, আপনার গৃহে গমন করি, সেই স্থানেই অভিজ্ঞানপত্র লিখিয়া দিব। "

এই কথার পর সকলে গমন করিবার উপক্রম করিলে ভঞ্জনলাল দারোগাকে কহিল, " মৃতদেহের গতি কি হইবে? "

"যেমন হইয়া থাকে।"

"আজ্ঞা—এই ঝড়বৃষ্টি—দুর্যোগ! পরপারে যাইব কিরূপে? নৌকা ডুবিয়া যাইবে যে?"

"তবে এই পারেই পর্ব্বত-গুহায় ফেলিয়া দাও।"

"কিন্তু—মহাশয়—"

বিরক্তভাবে কর্কশস্বরে দারোগা সাহেব কহিলেন, "কিন্তু আবার কি?"

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া ভজনলাল কহিল, "আজ্ঞা—কয়েদি বলিয়াছিল, পিতার নিকট মৃতদেহ—"

অবজ্ঞাসহকারে দারোগা সাহেব কহিলেন, "অমন সকলেই বলিয়া থাকে!—পর্ব্বত-গুহায় ফেলিয়া দিও।"

"কখন ফেলিয়া দিব?"

"এ জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য?"

"আজ্ঞা সর্পাঘাতের রোগী, দ্বাদশদণ্ড রাখিতে হয়।"

"কারাগারে রাখিতে হয় না! সে নিয়ম এখানে নাই। সন্ধ্যার পরই ফেলিয়া দিও।"

"সন্ধ্যা ত হইয়াছে?"

"তবে লোক ডাকিয়া এখনই ফেলিয়া দাও।"

"শয্যা সমেত?"

"কেন?"

"আজ্ঞা সর্পাঘাতের রোগী, যদি বিষ থাকে?—আমাদেরও মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া শয্যা পরিষ্কার করিতে হয়, যদি লাগে?"

হাস্য করিতে করিতে দারোগা সাহেব কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই করিও,—যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই করিও।"

এই আদেশ প্রদান করিয়া কারা-চিকিৎসকের হস্ত ধারণপূর্ব্বক কারাধ্যক্ষ মহাশয় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ভজনলালের "সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী" সর্প চিকিৎসক ও আপনি স্বয়ং তাঁহাদের অনুগামী হইল।

সুড়ঙ্গ পথে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া ব্রহ্মচারী এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিতে ছিলেন, গৃহ নির্জ্জন হইলে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তথায় প্রবেশ করিয়া রঞ্জনের শয্যার নিকট গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। নিকটে উপবেশনপূর্ব্বক সস্নেহে মস্তকের আঘ্রাণ লইলেন; অবশেষে আপন ললাটে করাঘাত করিয়া অবনত মস্তকে প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। দরদরধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া তাঁহার উভয় গণ্ড প্লাবিত করিতে লাগিল। তৎকালে তাঁহার মনে যে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, তাহা কেবল তিনিই বলিতে পারেন, আমরা সে ভাব পরিব্যক্ত করিতে একেবারেই অসমর্থ!

ক্ষণকাল পরেই উর্দ্ধভাগে পদশব্দ শ্রবণ করিয়া দয়ানন্দ স্বামী সন্ত্রস্ত-ভাবে সুড়ঙ্গ পথে আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ভঞ্জনলাল ব্রহ্মচারীকে খাদ্যসামগ্রী প্রদানপূর্ব্বক চারিজন বাহক সমভিব্যাহারে রঞ্জনের গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহকেরা শয্যা সমেত রঞ্জনকে স্কন্ধদেশে আরোপিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট গুহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

নিবিড় অন্ধকার,—ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ রজনী! পুরোভাগের লোক দৃষ্টিগোচর হয় না,—জগতের দৃশ্য বস্তু সমস্তই অদৃশ্য। প্রবল ঝটিকাসহ মুষলধারে বৃষ্টি। ছত্রমণ্ডিত উল্কাধারী অতিকষ্টে পথ প্রদর্শন করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ঝটিকাবর্ত্তবেগে বিকম্পিত হইতে হইতে সকলেই সিক্ত কলেবরে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইল। শয্যাশায়ী রঞ্জন বাহকের স্কন্ধদেশ হইতে ভীমগড়ের বহির্ভাগস্থ একটী অপ্রশস্ত অগভীর অন্ধকার গুহামধ্যে বিনিক্ষিপ্ত হইলেন।

পাঠক মহাশয়! উপন্যাস বিশেষে সুখময় নায়ক ও সুখময়ী নায়িকার শুভ পরিণয় সচরাচর প্রায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু দারুণ বিরহ হুতাশে আমাদের অভাগিনী নায়িকার যে দশা হইয়াছে, পূর্ব্বেই আপনি তাহা অবগত হইয়া আছেন। এক্ষণে আমাদের হতভাগ্য নায়কেরও এই দশা,—ভুজঙ্গ দংশনে এই অবস্থায় অন্ধকার গুহামধ্যে প্রক্ষিপ্ত

হইলেন! এখন আর সে শরীরে সুখ দুঃখ বোধ নাই, সাড় নাই, স্পন্দ নাই, কিছুই নাই!—সেই কান্তিপুষ্ট শরীরে এখন ঝড় বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত সমস্তই অবিচ্ছেদে সহ্য হইতে লাগিল! রজনী প্রভাতে এই শরীরে আবার এই অনাবৃত স্থানে শীত গ্রীষ্ম রবিতাপ সমভাবে সহ্য হইবে, কি এই রজনী মধ্যেই শৃগাল কুকুরাদি মাংসাশী জন্তুরা এই শরীর উদরস্থ করিয়া ফেলিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

প্রথম পর্ব সম্পূর্ণ।